শকুন্তলা

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

মহাকবি কালিদাসের পদানুসরণে
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ			স্ত্রী
মাতলি	...	...	শকুন্তলা
দুষ্মন্ত	...	...	অনসূয়া
বিদূষক মাধব্য	...	...	প্রিয়ংবদা
কণ্ব	...	...	গৌতমী
বৈখানস	...	...	সানুমতী
শার্ঙ্গরব	...	...	চতুরিকা
শারদ্বত	...	...	পরভৃতিকা
সারথি	.	...	মধুকরী
মারীচ	...	...	তাপসী
সর্ব্বদমন	...	...	অদিতি
পুরোহিত সোমরাত	...	...	যবনী সৈন্যগণ
			চেটী, ইত্যাদি।
রৈবতক	...	...	
কঞ্চুকী বাতায়ন	...	...	

কণ্ব-শিষ্যগণ, প্রহরী, সেনাপতি, নগরপাল, জেলে ইত্যাদি

শকুন্তলা

প্রস্তাবনা

নান্দী *

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধার। [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ভদ্রে, যদি প্রসাধন শেষ হ'য়ে থাকে, একবার এখানে এস।

---

* কাহারও কাহারও মতে এই শ্লোকটী নান্দী নহে। কারণ, নান্দীর সকল লক্ষণ ইহাতে নাই। অপরের মতে ইহা নান্দীই বটে। আমরা এই মতই গ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা নাটকের বীজ এই শ্লোকটীতে সূক্ষ্মাকারে নিহিত আছে; সেই হেতু ইহাকে "পত্রাবলী" নামক নান্দী বলা হইয়া থাকে।

শকুন্তলা

নটীর প্রবেশ

নটী। আমায় ডাকলেন ?

সূত্র। হাঁ। দেখ, এই সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হ'য়েছে। কালিদাসের নূতন নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' অভিনয় ক'রে এঁদের মনোরঞ্জন ক'রতে হবে। তুমি পাত্রপাত্রীদের বল, যেন সকলে সাবধান হ'য়ে অভিনয় করেন।

নটী। আর্য্য! আপনার প্রয়োগ-কৌশলে অভিনয়ের কোন ত্রুটি হবে না।

সূত্র। সে কথা অভিনয় শেষ না হ'লে বলা যায়না। যতক্ষণ এই পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভিনয়কৌশলের সুখ্যাতি করা উচিত নয়। কারণ দক্ষ অভিনেতা যাঁরা, অভিজ্ঞ হ'লেও নিজের প্রতি তাঁরা সর্ব্বদা পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন না।

নটী। এ কথাটি ঠিকই ব'লেছেন। এখন আমায় কি ক'রতে হবে আদেশ করুন।

সূত্র। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর যাতে শ্রুতি-সুখ হয়, তা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বল ? দেখ, বসন্তের পর উপভোগ-যোগ্য গ্রীষ্মই এখন নবীন অতিথি। এই গ্রীষ্ম ঋতুকে অবলম্বন ক'রেই একটি গান গাও। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ সত্যই বড় রমণীয়। সুখকর সুশীতল সলিলে অবগাহন, পাটলপুষ্পসৌরভে মাতোয়ারা বনপবন সেবন আর ঘনবনানীর শ্যামচ্ছায়ায় সুলভ দিবানিদ্রা—এ সময়ে এ সব সত্যই তৃপ্তিকর!

নটী। বেশ—আপনি যেমন ব'লছেন তেমনিই গাই।

প্রস্তাবনা

[গীত]

আয়ত নিদাঘ রবিকরতাপ অতি প্রখর।
ভ্রমত ভ্রমর আধ চুমি, কোমল শিরীষ-কুসুম-কেশর মনোহর।
পরত যতনে যাহে যুবতীজন, প্রিয়-মিলন-সাধ-মন,
শ্রবণ-ভূষণ ঢুলু ঢুলু ঢুল সুন্দর।
ঢুলত নয়ন, পাটল সুরভিত ঘনবনছায়ে দিবস শয়ন,
সুশীতল বারি সিনান সুখকর—শ্রান্তিহর।

সূত্র। বাঃ চমৎকার গেয়েছ! তোমার গান শুনে দেখ, দর্শক চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ! এখন, কোন্ নাটক অভিনয় ক'রে এঁদের সেবা করি বল দেখি?

নটী। কেন আর্য্য? এই যে প্রথমেই আপনি 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের কথা ব'ল্লেন?

সূত্র। ঠিক ব'লেছ, এই দেখ, আমি ভুলে গেছি। ঐ দ্রুতগতি সারঙ্গ যেমন নৃপতি দুষ্মন্তের চিত্তহরণ ক'রেছে, তেমনি তোমার এই মনোরম সঙ্গীতে আমি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলেম!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অবলম্বিত নামক প্রস্তাবনা সমাপ্ত)

প্রথম অঙ্ক

তপোবন-সান্নিধ্য

রথারোহণে সশরশরাসনধারী রাজা দুষ্মন্ত ও সারথির প্রবেশ

সূত। (রাজাকে ও মৃগকে দেখিয়া)
আয়ুষ্মন্, অনুসৃত কৃষ্ণসার ওই,
আর উদ্যত কার্ম্মুকধারী আপনারে
হেরি, মনে হয় যেন, মৃগ অনুসারী
সাক্ষাৎ পিনাকী আজি সম্মুখে আমার !

দুষ্মন্ত। বহুদূর—কৃষ্ণসার, আকৃষ্ট করিল
মোরে ; দেখ রঙ্গ সারথি নিপুণ, দেখ,
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে কিবা, রথপানে

মোর, সুন্দর সারঙ্গ ওই, মুহুর্মুহু,
সচকিত বদ্ধদৃষ্টি করিয়া স্থাপন,
শরপাত ভয়ে লম্ফে লম্ফে শূন্যে যেন
চ'লেছে ছুটিয়া,—ধরাবক্ষে পাদস্পর্শ
হ'তেছে ক্বচিৎ! হের, দেখ, সঙ্কুচিত
পশ্চার্দ্ধ তাহার প্রসারিত পুরোভাগে
সমধিক ক'রেছে প্রবেশ ; শ্রান্তিবশে
অবসন্ন বদন বিবর হ'তে অর্দ্ধ-
ভুক্ত নবকুশাঙ্কুর স্খলিত পড়িছে
ঝরি আকীর্ণ করিয়া পথ ; বুঝিবারে
নারি, কিবা হেতু কষ্টে লক্ষ্য হয় আজি
অনুসৃত মৃগ ওই সম্মুখে আমার!

সূত। আয়ুষ্মন্! বন্ধুর এ বনস্থলী, তাই
অশ্বরশ্মি ক'রেছি সংযত, মন্দীভূত
রথবেগ যাহে, মৃগ ধায় দূরে ; এবে
ভূমি সমতল, দুর্লভ না রবে মৃগ
আর।

দুষ্মন্ত। তবে শ্লথ কর অশ্ববল্গা সূত!

সূত। যথা আজ্ঞা দেব! হের মতিমান্. ওই—
ক্ষুরোত্থিত ধূলিজাল উড়ায়ে পশ্চাতে
পূর্ব্বকায় করিয়া বিস্তৃত, ঊর্দ্ধকর্ণ,
নিষ্কম্প চামরশিখা, প্রাণভয়ে ভীত
পলায়িত-মৃগবেগ সহিতে না পারি,

রথ-লগ্ন হয়-চতুষ্টয় ঊর্দ্ধ-শ্বাসে
ধায় দ্রুতগতি।

দুষ্যন্ত। সত্য সত্য, ইন্দ্র কিম্বা
অরুণের বাজী-বেগ দেখি পরাজিত
করিয়াছে তুরঙ্গ আমার,—যার হেতু,
দূরবর্ত্তী সূক্ষ্ম বস্তু নিমিষে হ'তেছে
স্থূল ; মধ্য-ছিন্ন যাহা, সম্মিলিত হয়
অনুভূত ; বক্ররেখা দেখায় সরল ;
দূরে কিম্বা পার্শ্বে স্থিত বহুদ্রব্য ক্ষণে
ক্ষণে হারায় দৃষ্টির পথে ! দেখ সূত,
এইবার বাণ-বধ্য হ'য়েছে হরিণ।

বৈখানস। [নেপথ্যে] হে রাজন্ ! এটি আশ্রমমৃগ ; এ'কে বধ ক'রবেন না, বধ ক'রবেন না।

সূত। আয়ুষ্মন্ ! মৃগ ও আপনার বাণের মধ্যপথে তাপসগণ উপস্থিত হ'য়েছেন দেখছি।

দুষ্যন্ত। ত্বরায় অশ্ববল্গা সংযত কর।

সূত। যথা আজ্ঞা, দেব !

সশিষ্য বৈখানসের প্রবেশ

বৈখা। রাজন্, এটি আশ্রমমৃগ ; এ'কে বধ ক'রবেন না, বধ ক'রবেন না।

তুলামাঝে অনলের প্রায়, কোমল ও
মৃগদেহে শরাঘাত ক'রো না রাজন্ !

বুঝ বিচারিয়া মনে, কোথা বজ্রসার
সম তব তীর তীক্ষ্ণধার, আর কোথা
সহজে বিনাশ-সাধ্য ক্ষুদ্র কৃষ্ণসার!
যে শর সম্যগ্‌রূপে ক'রেছ সন্ধান,
হে বীর-কেশরি! সংযত করহ তাহা;
ভয়ার্ত্তের ত্রাণহেতু ধর যেই বাণ,
তাহাতে বধিতে চাও নির্দ্দোষীর প্রাণ?

দুষ্মন্ত। প্রভু, এই বাণ প্রতিসংহার ক'রলেম।
প্রণাম গ্রহণ করুন।

বৈখা। পুরুবংশ-প্রদীপের যোগ্য বটে ইহা;
করি আশীর্ব্বাদ,—অনুরূপ গুণবান্।
চক্রবর্ত্তী পুত্রলাভ করুন রাজন্!

দুষ্মন্ত। [প্রণামান্তর] শিরোধার্য্য করিলাম আশীর্ব্বাদ দেব!

বৈখা। রাজন্, আমরা সমিধ আহরণে যাচ্ছি; ওই মালিনী নদীতীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম; যদি অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তাহ'লে আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন।

দুষ্মন্ত। কুলপতি কি আশ্রমে আছেন?

বৈখা। না; তিনি কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথি-সৎকারের ভার দিয়ে, তারই প্রতিকূল দৈবের শান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়েছেন।

দুষ্মন্ত। তাই হোক; শকুন্তলাকেই তবে দেখে যাই। তিনিই মহর্ষিকে আমার ভক্তি নিবেদন ক'রবেন।

বৈখা। তাহ'লে রাজন্, আমরা স্বকার্য্যে যাই।

[সশিষ্য বৈখানসের প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। সারথি, অশ্বচালনা কর, পবিত্র আশ্রম পরিদর্শন ক'রে ধন্য হই।

সূত। যথা আজ্ঞা দেব!

দুষ্যন্ত। [চারিদিকে চাহিয়া] দেখ, দেখ, এ স্থান যে তপোবন কেউ না ব'লে দিলেও তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

সূত। কেমন ক'রে?

দুষ্যন্ত। দেখিছ না,—তরুমূলে নীবারের কণা,
বৃক্ষের কোটর-শায়ী শুক-শিশু-মুখ
হ'তে প'ড়েছে ঝরিয়া; যেই সব শিলা-
তলে নিষ্পেষিত হ'য়ে থাকে ইঙ্গুদীর
ফল, স্নেহসিক্ত বিক্ষিপ্ত উপল সেই
তপোবন করিছে সূচনা; আরো দেখ',
রথের ঘর্ঘর শব্দে নির্ভয় হরিণ;
বল্কলের প্রান্তদেশ হ'তে বারি-ধারা
যেই প'ড়েছে ঝরিয়া, রেখাঙ্কিত তাহে
জলাশয়-পথ; কৃত্রিম তটিনী-বক্ষে
তুলিতেছে যে তরঙ্গ চঞ্চল পবন,
প্রহারে তাহার ধৌত হের, তীর-তরু-
মূল; হবিভুক্ত-যজ্ঞধূমে রক্তরাগ
নব কিশলয় দেখ, মলিন ঈষৎ;
আশঙ্কার লেশ-শূন্য মৃগ শিশু সব—

মন্দ মন্দ করে বিচরণ স্বচ্ছন্দে এ
বনভূমি পরে ;—নিরঙ্কুশ কুশমূল
যার, করিয়াছে হের, তাপসের কুল !

সূত। যথার্থ-ই বটে !

দুষ্যন্ত। তপোবনবাসীদের ক্লেশ উৎপাদন করা উচিত নয়, রথ রাখ ; আমি অবতরণ করি।

সূত। তথাস্তু।

দুষ্যন্ত। দেখ সারথি, বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ ক'রতে হয় ; তুমি এই সব আভরণ ও ধনুঃশর প্রভৃতি রাখ ; যতক্ষণ আমি আশ্রম হ'তে না ফিরি, তুমি অশ্বগণের পৃষ্ঠদেশে জলসেচন ক'রে তাদের স্নিগ্ধ কর।

সূত। যথা আজ্ঞা, দেব !

দুষ্যন্ত। এই তো আশ্রমপ্রবেশের দ্বার ; [প্রবেশান্তে] কিন্তু এ কি !

শান্তরসাস্পদ এই মুনির আশ্রম,
হেথা কেন অকস্মাৎ স্পন্দিত হ'তেছে
মোর বামেতর বাহু ! ফললাভ তার
এখানে বা কেমনে সম্ভব হবে ? কিংবা
মুক্ত দ্বার নিয়তির সর্ব্বত্র অবাধ !

শকুন্তলা। (নেপথ্যে) সই, সই, এই দিকে, এই দিকে।

দুষ্যন্ত। বামাকণ্ঠ ! বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণ দিক্ থেকেই আসছে। অগ্রসর হ'য়ে দেখি। এই যে, তাপসবালারা নিজ নিজ সামর্থ্যের অনুরূপ কলসীকক্ষে আলবালে জলসেচন ক'রতে ক'রতে এই দিকেই আসছেন। আহা, কি সুন্দর ! কি মধুর দর্শন !

শুদ্ধ অন্তঃপুরে মোর সুদুর্লভ যদি
এই রূপরাশি ;—বুঝিলাম বনলতা
আজি সৌন্দর্য্য-বৈভবে নিজ, অনায়াসে
পরাজিত করিয়াছে উদ্যান-লতিকা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জলসেকে নিযুক্তা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহ অনুরূপ বেশে শকুন্তলার প্রবেশ

শকুন্তলা। সই, এই দিকে, এই দিকে।

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে, আমার মনে হয়, বাবা তোর চাইতেও এই সব আশ্রমের গাছপালাকে বেশী ভালবাসেন! নইলে, নবমল্লিকা ফুলের মত কোমল তোর দেহ, তোকে গাছের গোড়ায় জল ঢালতে বলেন ?

শকুন্তলা। শুধু বাবার কথায় জল দিই বুঝি ? জাননা, আমি যে ভাই, গাছগুলিকে সহোদর ভা'য়ের মত ভালবাসি।

[জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন]

দুষ্যন্ত। এই কি সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা ? কাশ্যপ দেখছি নিতান্তই অবিমৃষ্যকারী ; নচেৎ এই তন্বীকে কঠোর আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করেন ?

অব্যাজ সুন্দর কায়, তপঃক্ষম কার্য্যে হায়
নিয়োজিত কল্পনায় যাঁর,—
নীলোৎপল-পত্রধারে, শমীলতা ছেদিবারে
নিতান্তই বাসনা তাঁহার!

যাই হোক, পাদপান্তরাল হ'তে এঁর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দেখি।

শকু। দেখ ভাই অনসূয়ে, সই প্রিয়ংবদা কি এঁটেই না আমার

বুকে এই বাকল বেঁধে দিয়েছে! একটু আলগা ক'রে দাওনা ভাই।

অন। আচ্ছা, দিচ্ছি।

প্রিয়। [সহাস্যে] দোষ আমার, না তোমার যৌবনের? তাকেই তিরস্কার কর, যে তোমার ওই বুকের গড়নকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে।

দুষ্যন্ত। প্রিয়ংবদা ঠিকই ব'লেছে।

সূক্ষ্ম গ্রন্থি স্কন্ধপরে,　　কত না যতন ক'রে
বিধিমতে বাঁধিয়াছে বাকল কসিয়া ;
পীনোন্নত কুচ-দ্বয় আবৃত করিয়া।
অভিনব চারু কায়　　যৌবনে বাড়িতে চায়,
নিরন্তর বাধা পেয়ে না শোভে তেমন,—
পাণ্ডু-পত্র-পুট-মাঝে কুসুম যেমন!

কিংবা তাই বা কেন? বল্কল শকুন্তলার সুকুমার দেহের অযোগ্য হ'লেও তাতে যে তার সৌন্দর্য্য বাড়ছে না, তাতো নয়। কেন না—

অ-সুন্দর কবে বল দেখিতে নয়নে
শৈবালে কমল ঢাকা,　　হিমাংশু কলঙ্ক-মাখা
হেমকান্ত মণিদ্যুতি ভস্ম আবরণে?
মধুর অকৃতি যার,　　স্বভাবে সৌন্দর্য্য তার
শতগুণে ফুটে উঠে তুচ্ছ আভরণে!
অধিক মনোজ্ঞা ইনি বাকল পরিয়া,
চারু অঙ্গে পড়িতেছে লাবণ্য ঝরিয়া!

শকু। দেখ সখি, এই ছোট্ট বকুল গাছটির কচি কচি ডাল কেমন ন'ড়ছে; আমার মনে হ'চ্ছে যেন আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে ও আমায়

ডাকছে। আমি যাই ভাই, ওকে একটু আদর ক'রে আসি। কি বলিস ?

প্রিয়। তাই যা ভাই যা, ওর কাছে গিয়ে একটুখানি দাঁড়াগে যা।

শকু। কেন ?

প্রিয়। তুই কাছে থাকলে মনে হবে ওকে যেন একটি নধর লতায় জড়িয়ে আছে।

শকু। ওগো মিষ্টভাষিণি, এই জন্যই তোমায় প্রিয়ংবদা বলে।

দুষ্মন্ত। প্রিয়ংবদা ঠিকই ব'লেছে ; কেন না, শকুন্তলার—

নব কিশলয় সম অধরের রাগ,
বাহুর বলনি যেন কোমল পল্লব ;
যৌবন-কুসুম করে দীপ্ত-অনুরাগ,
লোভনীয় রূপ এই সত্যই দুর্লভ !

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে, তোর এই নবমল্লিকা সহকারের সঙ্গে যে স্বয়ংবরা হ'য়েছে বলিস, তুই যে আদর ক'রে ওর নাম রেখেছিলি বন-জ্যোৎস্না, সে কথা কি ভুলে গেছিস না কি ?

শকু। তা যদি ভুলি, তা'হলে যে নিজেকেও ভুলে যাব ভাই ; এই লতা ও গাছটির মিলন ঠিক সময়েই হ'য়েছে ; লতাটির যৌবন ফুটে বেরুচ্ছে এর ফুলের ভিতর দিয়ে, আর গাছটিতেও নতুন পাতা ঝেঁপে বেরিয়েছে। এতে দু'জনেই পরস্পরের উপভোগ্য হ'য়েছে, না সই ?

প্রিয়। [অনসূয়ার প্রতি] ওই বনজ্যোৎস্না লতাটিকে শকুন্তলা কেন এত আদর ক'রে দেখে, তা জানিস ভাই অনসূয়া ?

অন। না, কেন বল্ দেখি ?

প্রিয়। শকুন্তলা মনে করে ওর ওই লতাটি যেমন মনের মত বর পেয়েছে, ও-ও অমনি মনের মত বর কবে পাবে ; না লো ?

শকু। এটি নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনের কথা।

দুষ্যন্ত। শকুন্তলা বোধ হয় কুলপতি কণ্বের অসবর্ণা পত্নীর কন্যা হবেন। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাই ; নচেৎ আমার পবিত্র চিত্ত এঁর অনুরাগী হবে কেন ? এই কুমারী নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের বিবাহ যোগ্যা। এঁর যথার্থ পরিচয় জানতে হবে।

শকু। আঃ—একটা ভ্রমব উড়ে এসে খালি-খালি আমার মুখের উপর পড়ছে। কি জ্বালাতন !

[তাড়াইবার অভিনয়]

দুষ্যন্ত। এঁর এই বিরক্তির ভঙ্গীও কি রমণীয় ! কি সুন্দর !

ভ্রমর যে দিকে যায়, সে দিকে ফিরিয়া চায়
অনিচ্ছায় শিখে বালা ভ্রূভঙ্গী নটন,
সভীত চটুল দৃষ্টি—আঁখির বর্তন।

আজ ভ্রমরও আমার ঈর্ষার কারণ হোল’ ! হায় ! হায় ! আমরা শুধু তত্ত্ব অনুসন্ধান ক’রেই ম’লেম—আর—

রে মধুপ !
অপাঙ্গ-শোভিত ওই কম্পিত নয়ন
বার বার করিছ চুম্বন ;
রহস্যের আলাপনে ভরিছ শ্রবণ,
তুলি তান—মধুর গুঞ্জন !

উদ্বেলিত ভুজলতা দেখিয়া বালার
উলসিত আনন্দে অপার ;—
মধুর অধরসুধা করিতেছ পান,
রতি-যজ্ঞে কৃত-কৃত্য ফল সমাধান।

শকু। সখি, রক্ষা কর, রক্ষা কর ; এই দুরন্ত ভ্রমরটা আমায় ভারি জ্বালাতন ক'রছে। আঃ, আমি যে দিকে যাই, দুষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে !

প্রিয়। তোমায় এখন রক্ষা ক'রতে পারি, সে সাধ্য আর আমাদের কই ভাই ! তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা যিনি—সেই দুষ্যন্তকে ডাক। তিনিই তোমায় পরিত্রাণ ক'রবেন।

দুষ্যন্ত। আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর। ভয় নাই—ভয় নাই। [অর্দ্ধোক্তিতে—স্বগত] না, তা হ'লে রাজা ব'লে জানতে পারবে ; কাজ নাই ; অতিথি ব'লেই পরিচয় দিই।

শকু। [এক পা সরিয়া গিয়া—] নাঃ, এই ভ্রমরটা দেখ্‌ছি কিছুতেই ছাড়বে না, এখান থেকে চ'লেই যাই।

দুষ্যন্ত। দুর্জ্জনের দণ্ডদাতা পৌরব-শাসন-
কালে, মুগ্ধা তাপসী বালার প্রতি করে
অবিনয় ব্যবহার, এ সাধ্য কাহার ?

[দুষ্যন্তকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল]

অন। (স্বগত) তাই তো ইনি কে ? (প্রকাশ্যে) আর্য্য, কোন গুরুতর অনিষ্ট হয়নি ; আমাদের প্রিয়সখীকে একটা ভ্রমর বড় জ্বালাতন ক'রছে, তাই ইনি কাতর হ'য়েছেন।

[শকুন্তলাকে দেখাইয়া দিল]

দুষ্যন্ত। ভদ্রে! আপনার তপস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তো?

[শকুন্তলার সলজ্জভীতভাবে নীরবে অবস্থিতি]

অন। উপস্থিত আপনার ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে পেয়ে তপস্যার বৃদ্ধি হোল' বৈকি। শকুন্তলা, যাও ভাই, শীগ্‌গির কুটীর থেকে ফল ও অর্ঘ্য নিয়ে এস। এই ঘটের জল-ই পাদোদক হবে।

দুষ্যন্ত। আপনাদের সুমিষ্ট সম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হ'য়েছে। থাক্, আর কষ্ট ক'রতে হবে না।

প্রিয়। তা'হলে অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় কিছুক্ষণ ব'সে শ্রান্তি দূর করুন।

দুষ্যন্ত। তোমরাও তো পরিশ্রান্ত দেখছি! তোমরা ব'সবে না?

অন। তা বেশ, আমরাও না হয় ব'সছি। এস সখি শকুন্তলা, অতিথির কথা অমান্য ক'রতে নেই; এস, আমরাও বসি।

শকু। (স্বগত) এঁকে দেখে আমার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হ'চ্ছে কেন?

দুষ্যন্ত। দেখছি—তোমাদের সমান বয়স, সমান রূপ। তোমাদের সৌহার্দ্দ রমণীয়ই হ'য়েছে।

প্রিয়। (জনান্তিকে অনসূয়ার প্রতি) ওলো, কে লা? বড়লোক ব'লেই মনে হ'চ্ছে। দেখ্‌তে সুন্দর, গম্ভীর, আর কথাবার্ত্তা শুনলি, কেমন মিষ্টি—বেশ বাঁধনও আছে।

অন। (জনান্তিকে) ওলো আমারও যে জানতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করি, কি বলিস? (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনার সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রতে সাহস হ'চ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি, আপনি কোন্ রাজর্ষিকুলের অলঙ্কার? আপনার বিরহে

অধুনা কোন্ রাজ্যই বা কাতর ; আর কেনই বা এই সুকুমার দেহে তপোবনে আসার পরিশ্রম স্বীকার ক'রেছেন ?

শকু। (আত্মগত) হৃদয় উৎকণ্ঠিত হ'য়ো না ! তুমি যা ভাবছিলে, অনসূয়া সেই কথাই জিজ্ঞাসা ক'রেছে।

দুষ্যন্ত। (আত্মগত) এখন কি বলি ? পরিচয় গোপন করিই বা কি ক'রে ? যাই হোক, আপাততঃ—এই তো বলি। (প্রকাশ্যে) আমি পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছি। তপোবনে যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'চ্ছে কি না, তাই দেখবার জন্য এই ধর্ম্মারণ্যে এসেছি।

অন। (মৃদুহাস্যে) তা'হলে অধুনা ধর্ম্মাচারিগণ সনাথ হ'লেন।

[শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জার ভাব প্রকাশ করিল]

প্রিয়। (উভয়ের ভাব দেখিয়া জনান্তিকে শকুন্তলার প্রতি) ওলো, বাবা যদি আজ এখানে থাকতেন, তা হ'লে কি হোত বল্ দেখি ?

শকু। (সকোপে) তা হ'লে কি হোত' ?

প্রিয়। কি হতো ? বেশী কিছু নয়, জীবনসর্ব্বস্বটী দিয়েও তিনি এই বিশিষ্ট অতিথিটিকে কৃতার্থ ক'রতেন,—আর কি ?

শকু। তোমরা ভারি দুষ্ট ; এখান থেকে যাও সব। কি মনে ক'রেই বা তোমরা এ কথা ব'লছো ? আমি তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না।

[প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া দুইজনে হাসিলেন]

প্রিয়। (জনান্তিকে) এ বিরাগ—না অনুরাগ ?

দুষ্মন্ত। আমি তোমাদের এই সখীসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি ?

প্রিয়। খুব পারেন। সে তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ মাত্র।

দুষ্মন্ত। মহামুনি কণ্ব তো আকুমার ব্রহ্মচারী; তবে তাঁর এ কন্যা—?

অন। বিস্ময়ের কথাই বটে! তবে শুনুন;—গাধিরাজপুত্র বিশ্বামিত্র নামে এক মহা প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন শুনে থাকবেন। যাঁর গোত্র নাম কৌশিক।

দুষ্মন্ত। শুনেছি;—আছেন।

অন। তিনিই আমাদের এই প্রিয়সখীর পিতা। এঁর জননী অপ্সরা মেনকা। প্রসবান্তে তিনি এঁকে পরিত্যাগ করেন। পিতা কণ্ব এঁকে পালন করেন। এখন তিনিই এঁর পিতা।

দুষ্মন্ত। পরিত্যাগ করেন? কেন?

অন। এক সময়ে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করেন। দেবতারা তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে—মেনকাকে পাঠিয়ে দেন।

দুষ্মন্ত। হাঁ, দেবতাদের সে রোগ আছে। তাঁরা অন্যকে তপস্যা ক'রতে দেখলে ভয় পান বটে! তারপর ?

অন। তারপর একদিন বসন্তকালে—(লজ্জায় নতমুখী হইলেন)

দুষ্মন্ত। আর ব'লতে হ'বে না; বুঝতে পেরেছি। ইনি অপ্সরার গর্ভজাতা; না হ'লে মানুষীতে এ রূপ সম্ভবে না।

এ রূপ মানবী-গর্ভে সম্ভব না হয়,
ক্ষণপ্রভা-প্রভা কবে ধরায় উদয় ?

[শকুন্তলার অধোমুখে অবস্থিতি]

দুষ্যন্ত। (স্বগত) মনোরথ পূর্ণ হওয়া দেখছি অসম্ভব নয়। কিন্তু সখীদের কথার ভাবে সন্দেহও যে না হয় তাও নয়।

প্রিয়। (সহাস্যে শকুন্তলাকে দেখিয়া, দুষ্যন্তের প্রতি) আর্য্য, মনে হয় আরো যেন কিছু বলবার আছে।

[শকুন্তলা সখীকে অঙ্গুলী দ্বারা তাড়না করিলেন]

দুষ্যন্ত। তুমি ঠিকই অনুমান ক'রেছ। সৎকথা শোনবার লোভ সংবরণ হ'চ্ছে না। আরো কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হয় বটে।

প্রিয়। তা স্বচ্ছন্দে করুন ; আমরা তাপসী, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে কোন বাধা নেই।

দুষ্যন্ত। তোমাদের এই সখীসম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেম। যত দিন সৎপাত্র পাওয়া না যায়, ততদিন কি ইনি ব্রহ্মচারিণী-ব্রত পালন ক'রবেন, না চিরজীবন নৈষ্ঠিক-ব্রতধারিণী হ'য়ে, এঁরই নয়নের অনুরূপ যাদের নয়ন, সেই সব মৃগাঙ্গনাদের সঙ্গে এই তপোবনেই থাকবেন ?

প্রিয়। সেটা বলা বড় শক্ত! জানেন তো, স্ত্রীলোক ধর্ম্মকর্ম্মেও পরাধীনা—আর নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বিবাহ করবারও উপায় নেই। পিতা কণ্বের ইচ্ছা, অনুরূপ পাত্রে এঁকে উৎসর্গ করেন।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও। যাকে অগ্নি ব'লে আশঙ্কা করেছিলে সে অগ্নি নয়, সে স্পর্শ-যোগ্য রত্ন।

শকু। (জনান্তিকে) অনসূয়া, আমি এখান থেকে যাই।

অন। কেন গো ?

শকু। প্রিয়ংবদা কি আবোল-তাবোল ব'কছে। আমি গৌতমী পিসির কাছে গিয়ে সব বলে দিই গে।

অন। তা ব'লতে চাও বলগে ; কোন আপত্তি নেই ; তবে কি না এই অতিথিবিশেষের সৎকার না ক'রে তোমার তো যাওয়া হ'তেই পারে না।

[উত্তর না দিয়া শকুন্তলার গমনোদ্যোগ]

দুষ্যন্ত। (ধরিতে গিয়া না ধরিয়া)
ধরিবারে চাই, মনোবেগ পুনঃ করি
সংবরণ ; দেখি, কামীজন মনোবৃত্তি
কার্য্যের দ্যোতক ; মনে মনে যেন করে
কর ক'রেছি ধারণ, নিবারণ মনে
মনে ; আসন না করি পরিহার মনে
মনে যেন ফিরে এসে বসিনু স্বস্থানে !

শকু। (ফিরিয়া আসিয়া) যাওয়া হতেই পারে না। কেন ?

প্রিয়। কেন ? এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? আমার যে দু'কলসী জল ধার ক'রেছ, শোধ না ক'রে যাও যে বড় ? ব'স।

[ধরিয়া বসাইল]

দুষ্যন্ত। ভদ্রে ! তোমাদের সখীকে পরিশ্রান্ত বোধ হ'চ্ছে। ভাল, আমিই না হয় এঁকে ঋণমুক্ত কচ্ছি।

[অঙ্গুরীয় দান]

[সখীদ্বয় রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়া
পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন]

এ অঙ্গুরী রাজারই দান ! দ্বিধা ক'রো না, আমাকে রাজপুরুষ ব'লেই জেন'।

প্রিয়। তা'হলে ও আর আঙ্গুল থেকে খুলবেন না। আপনার মিষ্টি কথাতেই শকুন্তলা অঋণী হ'লেন। (মৃদুহাস্যে) ওগো শকুন্তলা, মহারাজাই হোন, কি কোন মহানুভব আর্য্যই হোন, ইনি তোমায় আপাততঃ ঋণমুক্ত ক'রলেন, মনে রেখ। এখন স্বচ্ছন্দে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

শকু। (স্বগত) যদি যাবার শক্তি থাকতো! (প্রকাশ্যে) আমি যাই না যাই তোমাদের কি ?

প্রিয়। (জনান্তিকে) কিছু না ; মাথা ব্যথা তোমারি।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) বুঝিতে না পারি, মম সম অনুরাগ
জন্মেছে কি তাপসী বালার ? কথা নাহি
কহে, কিন্তু হেরি উৎকর্ণ শুনিছে প্রতি
বাক্য মোর ; সম্মুখে না আসে, তবু দেখি
দৃষ্টি নহে অন্য প্রতি নিবদ্ধ তাহার !

ঋষিরা। (নেপথ্যে—সকলে) সাবধান হও, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমের নিকটে এসেছেন ; তাঁর রথ দেখে ভয় পেয়ে একটা দুর্দ্দান্ত বন্য-হস্তী আশ্রমেব পীড়া উৎপাদন ক'রছে।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) হা ধিক্! আমায় খুঁজতে এসে, আমার অনুচরেরা দেখছি আশ্রমের পীড়া উৎপাদন ক'চ্ছে ; দেখি।

অন। আর্য্য, আমাদের কুটীরে যেতে অনুমতি করুন। বন্য হস্তী আশ্রমে এসেছে, বড় উদ্বিগ্ন হ'চ্ছি।

দুষ্যন্ত। তোমরা যাও। যাতে আশ্রমের পীড়া না হয়, আমি দেখছি।

[সকলে উঠিল]

প্রিয়। মহাশয়, অতিথি সৎকাব কিছুই হোল না; আপনাকে আবার আসতে ব'লতেও যে লজ্জা হ'চ্চে।

দুষ্মন্ত। সে কথা বলো না। তোমাদের দর্শনেই আমি পুবস্কৃত হ'য়েছি।

শকু। অনসূয়া, একটু দাঁড়িয়ে যাও ভাই; নতুন কুশের ডগা পায়ের তলায় বিঁধে গেছে; আর কুরুবক গাছের ডালে আমার বাকল জড়িয়ে ধ'রেছে।

[রাজাকে দেখিতে দেখিতে ছলক্রমে বিলম্ব করিয়া সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।

দুষ্মন্ত। নগরে ফেরবার উৎসাহ আর আমার নাই। এই তপোবনের নিকটেই সঙ্গীদের থাকতে বলি। শকুন্তলা! শকুন্ততা! শকুন্তলার চিন্তা থেকে মনকে নিবৃত্ত ক'রতে পারি কই?

দেহ চলে পুরোভাগে
মন কিন্তু পড়িয়া পশ্চাতে;
চীনাংশুক কেতু যথা
নীয়মান প্রতিকূল বাতে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তপোবনের সান্নিধ্য—শিবির

বিষণ্ণভাবে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। সখ ক'রে বিদ্‌ঘুটে খেয়ালী রাজার সঙ্গে শীকারে এসে এখন দেখছি প্রাণ বাঁচান দায়। একে তো বিপর্য্যয় গ্রীষ্ম, তার উপর ঠিক্-দুপুর-বেলা বনে বনে ঐ হরিণ, ঐ বাঘ, ঐ বরা ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে ছোটো! তেষ্টা পেলে খাও বনের পাতা-পচা জল; আর যদি ক্ষিদে পায়, কোন দুশ্চিন্তা নেই, আছেন শূলে পোড়ানো মাংস—গে'লো পেটপূরে যত পার! বনে যান হ'চ্ছেন আবার ঘোড়া! বাবা, বামুনের ছেলের কোমল দেহগ্রন্থিচয় সব আলগা হ'য়ে নড়্-নড়্ ক'রছে দেখছি। আবার তাই ছাই রাত্রে কি হাই ক'রে একটু ঘুমোবার যো আছে? তিন প্রহর রাত থাকতে শীকারে যাবার হল্লা উঠ্‌লো! সামাল—সামাল—ডাকাত-পড়া চীৎকার! যাই হোক, এও এক প্রকার স'য়ে যাচ্ছিলেম কোন রকমে, কিন্তু এখন থেকে হ'য়েছে আবার গোদের ওপর বিষফোড়া। হরিণ তাড়াতে তাড়াতে মহারাজ গিয়ে ঢুকলেন এক তপস্বীর আশ্রমে। আমরা রইলেম পিছনে প'ড়ে। সেখানে—আমার এই পোড়া-কপাল-দোষেই দেখলেন একটি নধর গোল-গাল ঋষির মেয়ে —নাম শকুন্তলা। ব্যস্—আর পায় কে? তার পর থেকেই চ'ল্‌লো হা হতোস্মি! সেই নামই হ'য়েছে এখন তাঁর জপমালা! সারা রাত

আর চক্ষে নিদ্রে নেই—ঐ নামই জপছেন! নাঃ, নগরে ফেরবার কোন ভরসাই আর নেই। এখন আমার উপায়? মহারাজের প্রাতঃকৃত্য আর সজ্জাগজ্জা শেষ হ'লে একবার দেখা ক'রে দেখি। ঐ যে, মেঘ না চাইতেই জল, এই দিকেই আসছেন; আমি একটু ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াই। যদি অবস্থা দে'খে আজ আর শীকারে 'সঙ্গে না নেন তো একটা দিনও জিরিয়ে বাঁচি।

[লাঠিতে ভর দিয়া ভঙ্গিমা সহকারে দাঁড়াইলেন]

দুষ্মন্তের প্রবেশ

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা লাভ সুলভ নয়, কিন্তু তার সেই মনোরম ভঙ্গী দেখবার জন্য মন ব্যাকুল। তাকে ভেবে সুখ, তাকে ভালবেসে সুখ, তার মধুর সঙ্গ কল্পনা ক'রে সুখ, সে যে আমায় ভালবাসে—এ চিন্তায়ও আনন্দ! (ঈষৎ হাসিয়া) এমনি ক'রেই বুঝি প্রার্থীপ্রণয়ীরা বঞ্চিত হয়।

গুরু উরুভারে তার মন্থর গমন,
অন্য দিকে চেয়ে চেয়ে অপাঙ্গে ঈক্ষণ,
"যেওনা" বলিয়া সখি বারিল যখন,
কটু কহি প্রকাশিল অসূয়া লক্ষণ;
আমার উদ্দেশে সব ভাবিলাম মনে,
এইরূপে বিড়ম্বিত হয় কামিজনে!

বিদূ। আমি নড়ন-চড়ন রহিত হ'য়ে আছি। ভোঃ বয়স্য! ভোঃ! হাত পা আর আমার চলে না, শুধু মুখের কথাতেই আশীর্ব্বাদ সারি। মহারাজের জয় হোক—জয় হোক!

দুষ্মন্ত। একি বয়স্য, দেহযষ্টি অমন ত্রিভঙ্গ হোল' কি ক'রে?

বিদূ। বেশ যা হোক, চোখদুটো কাণা ক'রে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে—চোখে জল কেন ?

দুষ্যন্ত। কিছুই বুঝলেম না।

বিদূ। বলুন দেখি, বেতগাছ যে নুয়ে পড়ে সে কি তার নিজের ইচ্ছায়, না—নদীর বেগে ?

দুষ্যন্ত। নদীর বেগেই বটে !

বিদূ। এই যে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ'টি হয়ে আছি, এরও কারণ মহারাজ স্বয়ং ! এটা নিজকৃত নয়।

দুষ্যন্ত। কিসে ?

বিদূ। রাজকার্য্য ছেড়ে এই যে বনে বনে শীকার তাড়িয়ে বেড়ান, এ কাজটা আপনার কি উচিত হ'চ্ছে ? আমি নির্জলা ব্রাহ্মণ, প্রত্যহ বনে বনে বাঘ ভালুক তাড়ালে আমার দেহের এই সব কোমল গ্রন্থি ঠিক থাকে কি ক'রে ? এই দেখুন, হাত-পা আর নাড়বার যো নাই। প্রসন্ন হ'য়ে একটা দিনও না হয় আমাকে বিশ্রাম ক'রতে আদেশ দিন ?

দুষ্যন্ত। (স্বগত) ব্রাহ্মণ ঠিকই ব'লছে। আমারও আর শীকারে উৎসাহ নাই। যে সব মৃগ প্রিয়ার কাছে থেকে প্রতিদানে তাকে মনোজ্ঞ দৃষ্টি-বিলাস শিখিয়েছে, তাদের চোখ দেখ্‌লে আর ধনু আকর্ষণ ক'রতে ইচ্ছা হয় না।

বিদূ। কি ভাবছেন ? আমার কি অরণ্যে রোদন সার হোল ?

দুষ্যন্ত। (ঈষৎ হাসিয়া) কি আর ভাববো ? সুহৃদ্‌বাক্য যে অলঙ্ঘ্য তাই ভাবছি ! আজ শীকারে বিরত হওয়াই যাক্—কি বল ?

বিদূ। আঃ, বাঁচলেম ! দীর্ঘজীবী হোন—দীর্ঘজীবী হোন।

[প্রস্থানোদ্যত]

দুষ্যন্ত। আহা বয়স্য! দাঁড়াও, যাও কোথায়?—আমার যে এখনো কথা শেষ হয়নি।

বিদূ। তাহ'লে ফিরে এলেম, আজ্ঞে করুন।

দুষ্যন্ত। বিশ্রামের পর আমার একটা কাজ ক'রবে? খুব সহজ কাজ।

বিদূ। কি, মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার ক'রতে হবে?

দুষ্যন্ত। উপস্থিত যা ব'ল্‌বো তা ক'রতে পারবে?

বিদূ। বেশ, অপ্রস্তুত নই।

দুষ্যন্ত। কে আছ?

রৈবতকের প্রবেশ

রৈব। প্রভুর কি আদেশ?

দুষ্যন্ত। রৈবতক, সেনাপতিকে ডাক।

[রৈবতকের প্রস্থান ও সেনাপতির সহিত পুনঃ প্রবেশ]

রৈব। এই যে, প্রভু, উৎসুক হ'য়ে এই দিকেই চেয়ে আছেন। আপনি অগ্রসর হো'ন।

সেনাপতি। [রাজার দিকে চাহিয়া, রৈবতকের প্রতি] দেখ মৃগয়ার অশেষ দোষ; কিন্তু প্রভুতে তা গুণই হ'য়েছে। পর্ব্বতচারী হস্তীর দেহের মত প্রভুর দেহ, সর্ব্বদা ধনু আকর্ষণ ক'রে হিংস্র জন্তু বধ ক'রলেও, সূর্য্যতেজে তা অক্ষুণ্ণ। অঙ্গ কৃশ হ'লেও বিশাল ব'লে সে ক্ষীণতা ধরা যায় না। মহারাজ, আপনার জয় হোক। বনে শীকারের সন্ধান পেয়েছি; প্রভু এখনও নিশ্চিন্ত কেন?

দুষ্যন্ত। মাধব্য মৃগয়ার বড় নিন্দা ক'রেছে, তাতে আমার উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়েছে।

সেনাপতি। [জনান্তিকে মাধব্যের প্রতি] সখা, তুমি যত পার বাধা দাও, আমি মহারাজের মন-যোগানো দু চারটে কথা ব'লে তাঁকে একটু খুসি করি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, এই মূর্খ প্রলাপ ব'কৃছে। মৃগয়ার যে কি গুণ, আপনিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মৃগয়ায় মেদ ক্ষয় হ'য়ে উদর কৃশ হয়; শরীব লঘু হ'য়ে পরিশ্রমে কাতর হয় না। ভয়ে ক্রোধে পশুদের মনে কিরূপ বিকার হয়, তা তাদের মুখ দেখে শেখা যায়। চল-লক্ষ্যে বাণের সন্ধানই ধনুর্ধারিগণের চরম উৎকর্ষ। মৃগয়া যে একটি ব্যসন – শাস্ত্রকারেরা যা ব'লেছেন তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

বিদু। কি হে, খুব উৎসাহ দিচ্ছ যে।—স'রে পড়, স'রে পড়। এখানে সুবিধা হবে না, প্রভুকে অনেক ক'রে প্রকৃতিস্থ ক'রেছি। তুমি যেমন মন্দবুদ্ধি, যাও, বনে বনে ঘুরে বুড়ো ভালুকের ক্ষুধা মিটাও গে। তোমার নাকটা খুব লম্বা আছে, বুঝেছ নাকু, ওটা তাদের বড় উপাদেয় লাগ্‌বে।

দুষ্যন্ত। সেনাপতি, আমবা তপোবনের কাছেই আছি, কাজেই এখন তোমার কথার প্রশংসা ক'রতে পারলেম না। আজ মৃগয়া নিষেধ।

আজি মহিষের দল শৃঙ্গের তাড়নে
পুনঃপুন জলরাশি করি বিলোড়িত
অবাধে করুক স্নান; শ্রেণীবদ্ধ মৃগ-
যূথ—বিথারি ছায়ার সারি, মন সুখে
রোমন্থন করুক অভ্যাস; পল্ললের

মাঝে নিশ্চিন্ত বরাহ-কুল, উপাড়িয়া
তৃণমূল করুক ভক্ষণ ; আর—মুক্ত-
গুণ ধনুখানি মোর ঢালিয়া শিথিল
কায়া লভুক বিশ্রাম ।

সেনাপতি।   যথা আজ্ঞা, দেব !

দুষ্যন্ত। তবে যাও, যারা আগে চ'লে গেছে, সেই সব ধনুর্ধারিদের নিবৃত্ত কর। সৈন্যেরা যাতে তপোবনের কোন পীড়া না ঘটায়, তাদের নিষেধাজ্ঞা দাও। ঋষিগণ শান্ত-প্রকৃতি, কিন্তু তাঁদের অন্তরে তপস্যার তেজ সুপ্ত আছে, তাঁদের সেই তেজ সুখস্পর্শ সূর্য্যকান্ত-মণির তুল্য,—অন্য হীন তেজ আক্রমণ ক'রলে তা অগ্নি প্রসব করে।

সেনাপতি। প্রভুর যেমন আজ্ঞা।

বিদূষক। যাও যাও, দাসীর পূত, তোমার উদ্যম উৎসাহ গোল্লায় যাক। আর তুমিও উচ্ছন্ন যাও।

[সেনাপতির প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। [অন্যদের প্রতি] তোমরা মৃগয়ার বেশ ত্যাগ কর। রৈবতক, তুমিও স্বস্থানে যাও।

[রাজা ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদূষক। আঃ, বাঁচা গেল, মাছিটা পর্য্যন্ত আর নেই! এখন একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এই গাছের তলায় ছায়া দিয়ে ঢাকা শিলা-বেদীতে একবারটি বসুন। দিব্যি স্থান, আমিও একটু উপবেশন ক'রে আরাম করি।

দুষ্যন্ত। বেশ, তুমি আগেই চল।

বিদূ। যথা আজ্ঞা,—আসুন।

দুষ্যন্ত। মাধব্য, দেখবার মতন যা, তাই যখন দেখলে না, তখন তোমার ও চোখ থাকা আর না থাকা দুই সমান।

বিদূ। কেন মহারাজ, আপনিই তো দিন-রাত আমার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ ক'রছেন।

দুষ্যন্ত। আপনার জনকে সবাই সুন্দর সুশ্রী দেখে; আমি কিন্তু এই আশ্রমের অলঙ্কার সেই শকুন্তলাকে মনে ক'রেই ব'লেছিলুম।

বিদূ। [স্বগত] এই রে! আবার সেই শকুন্তলা! সারলে দেখছি! এঁকে তো আর বাড়াবাড়ি ক'রতে দেওয়া ঠিক নয়। [প্রকাশ্যে] বন্ধুবর, রূপসী শকুন্তলা যে মুনিকন্যা, তার উপর এ শুভদৃষ্টি কেন? সে যে পাবার নয়।

দুষ্যন্ত। দূর মূর্খ! লোকে চাঁদ দেখে কি পাবার জন্য?

লোকে অনিমেষ নেত্র পঙ্‌ক্তি করি উন্মীলিত
কেন নব-ইন্দু-শোভা হেরি হয় বিমোহিত?

তার উপর,—যা পাবার নয় তার প্রতি কি পৌরবের মন পড়ে? এই শকুন্তলা সুর-যুবতীর কন্যা; প্রসবান্তে এঁর জননী এঁকে পরিত্যাগ ক'রে যান; মহামুনি কণ্ব এঁকে কুড়িয়ে এনে পিতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। এ, ঠিক যেন সখা, আকন্দগাছের উপর ঝ'রে-পড়া নব-মল্লিকা! না?

বিদূ। মহারাজ, বুঝেছি, আপনার হ'য়েছে কি, ক্রমাগত পিণ্ডি-খেজুর খেয়ে অরুচি ধ'রেছে, তাই একটু বুনো তেঁতুল খাবার সখ হ'য়েছে। পুরাঙ্গনাদের পরিবর্তে মুখ বদলাই!

দুষ্যন্ত। তুমি শকুন্তলাকে দেখনি, তাই এ কথা ব'লছো।

বিদূ। না দেখলেও, আপনার মুখে শুনেই বুঝতে পারছি।

আপনি দেখে যখন মোহিত হ'য়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি যে অনিন্দ্যসুন্দরী তার আর কথা কি ?

দুষ্মন্ত। তাঁর সৌন্দর্য্যের কথা অধিক কি ব'লবো, তাঁকে দেখে আমার মনে হোল—

সমগ্র বিশ্বের রূপ করিয়া চয়ন
—সুষমার সমাহার মানস রঞ্জন,—
তুলিপটে আঁকি চিত্র,
কি অপূর্ব্ব—কি বিচিত্র,
প্রাণদান তাহে বিধি ক'রেছেন পরে,
ধরামাঝে নারী-রত্ন সৃজিবার তরে !

বিদূ। যদি তাই হয়, তা হ'লে দেখছি শকুন্তলা রূপৈশ্বর্য্যে সংসারের সকল রমণীকেই পরাজিত ক'ল্লেন।

দুষ্মন্ত। আমার মনে হয়—

অনাবিদ্ধ রত্ন যেন উজ্জ্বল প্রভায়,
অনাঘ্রাণ কুসুমের প্রায়,—
অখণ্ড পুণ্যের ফল নব মধু ঢল্ ঢল্,
রসাস্বাদ আজো যার করে নাই কেহ,
সুকোমল অকলুষ দেহ ;
নখর-পীড়ন-হীন কিশলয় অমলিন,
না জানি কাহার ভাগ্যে লিখেছেন বিধি,
অতুলন—অমূল্য সে নিধি !

বিদূ। তাহ'লে আর দেরী কেন ? যত সত্বর পারেন আশ্রমে গিয়ে শকুন্তলাকে উদ্ধার করুন। নইলে, বিলম্বে হয় তো দেখবেন—

ইঙ্গুদী-তেল-গড়িয়ে-পড়া চক্‌চকে-মাথা কোন তপস্বীর টাকের উপর পাকা বদরী-ফলের মত আপনার সুপক্ক শকুন্তলাটি টুপ ক'রে ঝ'রে প'ড়েছেন!

দুষ্যন্ত। সে ভয় নাই; শকুন্তলা পরাধীনা, সম্প্রতি গুরুজনও তাঁর নিকটে নাই।

বিদূ। আচ্ছা! আপনি তো একজন ঝুনো জহুরী; আপনার প্রতি তাঁর কি রকম অনুরাগ-দৃষ্টি বুঝলেন, বলুন তো?

দুষ্যন্ত। বোঝা বড় শক্ত! মুনি ঋষির মেয়েরা স্বভাবতই প্রগল্‌ভা নয়; কিন্তু তবু দেখলেম, আমার দিকে ফিরে ফিরে চেয়েছেন, কিন্তু চোখোচোখী হ'তেই চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে মুখে তাঁর হাসিও দেখেছি। মনের ভাব চাপবার ক্ষমতাও খুব; দেখলেম, তিনি আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশও করেন নি, বা গোপনও করেন নি।

বিদূ। তা আপনি কি মনে ক'রেছিলেন আপনাকে দেখা মাত্রই শকুন্তলা একেবারে আপনার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়বেন?

দুষ্যন্ত। তাঁর লজ্জারক্তিম গণ্ড যে, অনুরাগ প্রকাশ ক'রছে, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। আরো দেখলাম, বিদায়ের কালে—

চলিয়া যাইতে তন্বী থমকি ফিরিল,
কহি ধীরে—"কুশাঙ্কুরে চরণ বিঁধিল।"
তরুতে জড়িত যেন বাকল-অঞ্চল,
করি এই ছল—
শাখা হ'তে অনুমানি,
সরাতে বসনখানি

মোচন করিল বালা অঙ্গ আবরণ
দেখাতে আনন !

বিদূ। তবে আর ভাবনা কি? এই পাথেয় সম্বল ক'রেই তপোবনে অভিযান করুন ; তপোবন আপনার কৃপায় উপবন হোক !

দুষ্যন্ত। কিন্তু সখা, আমায় যে এখানে অনেকে চিনে ফেলেছেন, এখন কি ছল ক'রে আশ্রমে যাই ?

বিদূ। রাজাদের আবার ছলের অভাব কি ? বলুন না, নীবারের ষষ্ঠ ভাগ চাই, নিয়ে এস।

দুষ্যন্ত। মূর্খ, এও কি জাননা, তাপসেরা যে কর দেন, সে যে পার্থিব রত্নের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। গৃহীরা দেয় শস্যের ষষ্ঠাংশ, তা'র ক্ষয় আছে ; কিন্তু এঁরা দেন তপস্যার ষষ্ঠাংশ ; সে রত্ন যে অক্ষয় !

(নেপথ্যে) ঋষিকুমারদ্বয়। মনোরথ সিদ্ধ হোল'।

দুষ্যন্ত। কণ্ঠস্বর প্রশান্ত গম্ভীর। বোধ হয় তপস্বীরা হবেন।

রৈবতকের প্রবেশ

রৈব। প্রভুর জয় হো'ক ! দু'জন মুনিকুমার দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'রছেন।

দুষ্যন্ত ! তাঁদের শীঘ্র এখানে আন।

রৈব। যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান ও ঋষিকুমারদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ

প্র-ঋ। এমন তেজোদীপ্ত মূর্ত্তি,—আবার কেমন সৌম্য, দেখলে আনন্দই হয়, ভয় হয় না।

দ্বি-ঋ। ইনিই সেই দেবরাজের সখা দুষ্যন্ত ?

প্র-ঋ। হাঁ।

উভয়ে। আপনার জয় হো'ক।

দুষ্যন্ত। (আসন হইতে উঠিয়া) আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

উভয়ে। মহারাজ, আপনার কল্যাণ হো'ক।

দুষ্যন্ত। কি নিমিত্ত আপনাদের আগমন ?

প্র-ঋ। তাপসেরা অবগত হ'য়েছেন আপনি এইখানেই অবস্থান ক'রছেন। তাঁরা আপনার নিকট প্রার্থী।

দুষ্যন্ত। কি আজ্ঞা, বলুন ?

প্র-ঋ। মহামুনি পূজ্যপাদ কণ্ব এখানে নাই, তাই রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ক'রছে। তাপসগণের ইচ্ছা, আপনি কিছুদিন এখানে অবস্থান ক'রে এই তপোবনকে রক্ষা করেন।

দুষ্যন্ত। অনুগৃহীত হ'লেম।

বিদু। (জনান্তিকে) এটি আপনার অনুকুল গলগ্রহ। মহারাজেরও তো বাসনা এইরূপ।

দুষ্যন্ত। (ঈষৎ হাস্যে) রৈবতক, সারথিকে আমার যুদ্ধসজ্জা আন্‌তে বল।

রৈব। যথা আজ্ঞা প্রভু !

দ্বি-ঋ। পৌরবেরা যে আর্ত্তত্রাণ-যজ্ঞে সর্ব্বদাই দীক্ষিত থাকেন তা সত্য ; আপনি যে পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসরণ ক'রছেন, এ আপনরাই উপযুক্ত।

দুষ্যন্ত। আপনারা অগ্রসর হোন, আমি আপনাদের অনুগমন ক'রছি।

উভয়ে। রাজন্ ! বিজয়ী হোন্। [উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখবার জন্য তোমার কৌতূহল হয় কি?

বিদূ। এতক্ষণ তো খুবই হ'চ্ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি রাক্ষসের কথা শুনে উৎসাহ-বহ্নি যে নিবে যাচ্ছে।

দুষ্যন্ত। তোমার ভয় কি, তুমি আমার কাছেই থাকবে।

বিদূ। তা যদি তেমন তেমন হয়, কেউ এসে উৎপাত না করে আপনার রথচক্রের রক্ষক হ'য়ে থাকতে পারি।

রৈবতকের পুনঃ প্রবেশ

রৈব। মহারাজ রথ প্রস্তুত; কিন্তু এদিকে করভক রাজধানী হ'তে দেবীর আদেশ নিয়ে এসেছে।

দুষ্যন্ত। (সাদরে) মা পাঠিয়েছেন ?

রৈব। হাঁ দেবীই পাঠিয়েছেন!

দুষ্যন্ত। যাও, যাও, তাকে এইখানেই নিয়ে এস।

রৈব। যথা আজ্ঞা।

রৈবতকের প্রস্থান ও করভকের সহিত পুনঃ প্রবেশ

রৈব। ওই প্রভু, আপনি কাছে যান।

করভক। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হো'ক! দেবী আদেশ ক'রেছেন।

দুষ্যন্ত। কি আদেশ?

করভক। দেবী ব'লেছেন—আজ থেকে চতুর্থ দিনে 'প্রবৃত্তপারণ' ব্রতের দিন। সেদিন মহারাজ যেন সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

দুষ্মন্ত। বটে! (বিদূষকের প্রতি) দেখ সখা, একদিকে তাপসগণের কার্য্য, আবার অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। দুই অলঙ্ঘ্য! এখন কি করি?

বিদূ। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে ঝুলিতে রহুন!

দুষ্মন্ত। তাই তো, বড়ই ভাবিয়ে দিলে যে! এখন উপায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, ভাল কথা; দেখ সখা, একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে।

বিদূ। কি বলুন?

দুষ্মন্ত। জননী তো তোমায় পুত্র ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন?

বিদূ। তা তো ক'রেইছেন।

দুষ্মন্ত। তবে আর কি, তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর পুত্রের কার্য্য কর। তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো—যে গুরুতর কারণে আমি যেতে পারলেম না।

বিদূ। তা যাচ্ছি মহারাজ। কিন্তু আমার উপর ভুল ধারণা ক'রবেন না। মনে ক'রবেন না যে, আমি রাক্ষসের ভয়েই স'রে প'ড়ছি।

দুষ্মন্ত। না হে না—মহাব্রাহ্মণ, তুমি কি রাক্ষসকে ভয় করবার লোক। তোমায় কি আর আমি চিনি নে?

বিদূ। তবে আর কি, আর আমায় পায় কে? কিন্তু মহারাজ, আমি তো যেমন তেমন ক'রে যাব না; যাব তো রাজার ছোট ভাইয়ের মতই যাব।

দুষ্মন্ত। হাঁ হাঁ তা যাবে বৈকি! দেখ, আশ্রমের বিঘ্ন দূর করাই উচিত; আমার এত লোকের প্রয়োজন কি? তোমার সঙ্গেই সমস্ত অনুচরদের পাঠিয়ে দিই।

বিদূ। (সগর্ব্বে) ওঃ—তা' হ'লে এখন আমি আর কেও-কেটা নই ; একেবারে যুবরাজ ?

দুষ্যন্ত। (স্বগত) তা তো হোল ; কিন্তু এই ব্রাহ্মণবটু যে, নিতান্ত চঞ্চল। শকুন্তলার কথা মহিষীদের কাছে গল্প ক'রতে পারে, তা হ'লেই তো বিপদ্। এ'কে অন্যরূপ বোঝাতে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, তোমাকে যে শকুন্তলার কথা ব'লছিলেম, সে কেবল গল্প মাত্র। তোমায় উপন্যাস ব'লে পরিহাস করেছিলেম, ওতে সত্য কিছুই নেই। এটা বুঝতে পেরেছ তো ?

বিদূ। তা আর পারিনি ? বলবামাত্রই বুঝেছি ! আপনি কি আমাকে এতটাই বুদ্ধি-হীন ঠাওরালেন ?

দুষ্যন্ত। তাপসগণের প্রতি গৌরব ক'রেই আমি আশ্রমে গিয়েছি। তাপসবালাদের প্রতি আমার আদৌ স্পৃহা নাই—একথা তুমি সত্য ব'লেই জেনো। মনে ক'রে দেখ—

কোথা কামকলা-হীনা তাপসললনা—
মৃগশিশু সনে যারা হ'য়েছে বর্দ্ধিত ;
কোথা বিষয়ী আমরা নাগরিক জনা,
—ব'লেছি তোমারে যাহা সত্যই কল্পিত।

বিদূ। সত্যই তো ! কল্পিত ! তা না হ'য়েই পারে না ! আমি কি আর মহারাজকে চিনি না !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

তপোবন

কুশ-গুচ্ছ লইয়া কণ্ব‌শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। নরপতি দুষ্মন্ত সত্যই মহাপ্রভাবশালী। কেবলমাত্র সারথি সঙ্গে যেই তিনি আশ্রমে প্রবেশ ক'রলেন, অমনি বিঘ্ন দূর! যুদ্ধ আর ক'রতে হোল না। ধনুকটঙ্কারের হুঙ্কার শুনেই রাক্ষসেরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এখন আশ্রম সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্নশূন্য। যাই, বেদীর আস্তরণের জন্য কুশ এনেছি—ঋত্বিক্‌দের দিয়ে যাই।

[পরিক্রমণ পূর্ব্বক দূরে দেখিয়া]

কে? প্রিয়ংবদা না? হাঁ—সেই তো? প্রিয়ংবদে প্রিয়ংবদে, ও স-মৃণাল পদ্মপত্র আর পেষিত উশীর মূল নিয়ে দ্রুত কোথায় যাচ্ছ?

[যেন প্রিয়ংবদার কথা শুনিয়া]

কি ব'লছো। ওঃ—রৌদ্রের উত্তাপে শকুন্তলার অসুখ ক'রেছে, তার দাহ উপশমের জন্য এই সব নিয়ে যাচ্ছ। বটে? যাও, যাও, দেখগে; শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের প্রাণের তুল্য। ভাল ক'রে তাঁর সেবা কর। আমিও যাই, গৌতমীকে দিয়ে যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

(বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)

মদনপীড়িত রাজার প্রবেশ

দুষ্মন্ত। পরাধীনা সে ললনা জানি ভাল মতে,
জানি বীর্য্য তপস্যার ; কিন্তু কি করিব ?
বারি যথা নিম্ন ভূমি নাহি করে ত্যাগ,
চিন্তা তার নিমিষের তরে নহে দূর
হৃদয় হইতে। শকুন্তলা—শকুন্তলা—
অহর্নিশি ধ্যান জ্ঞান মোর। কামদেব,
শুনি আয়ুধ তোমার কুসুমে গঠিত ;
তীক্ষ্ণ ধার তাহে হেন কেমনে হইল
কহ ? কিংবা বুঝি নীলাম্বুর গর্ভমাঝে
বাড়বের প্রায় হরকোপ-বহ্নি-শিখা
প্রজ্জ্বলিত আজো' তোমারে আশ্রয় করি !
নহে ভস্ম-অবশেষে হ'য়ে পরিণত
এ উত্তাপ কোথা পেলে ? দেখি, আততায়ী
তুমি আর শশধর ; তুমি কুসুমের
শরে, চন্দ্র হিমকরে বাঁধি বিশ্বাসের
ডোরে, প্রতারিত কর প্রিয়া-অভিলাষী
জনে ! তাই স্নিগ্ধ ইন্দুকর আর তব
পুষ্পময় শর সমভাবে দগ্ধ করে
মোরে ! কিন্তু যাই হোক দেব, ক্ষোভ কিছু
না হোত আমার, যদি মদির নয়না
সেই রূপসী বালারে করি অধিকার
পরে প্রহারে জর্জ্জর করিতে আমারে !

হে অনঙ্গ, কত মতে আমি তিরস্কার
করিতেছি তোমা, কিন্তু তবু করুণার
কণা না হোল' উদয় ? শত সঙ্কল্পের
মাঝে হৃদয়-মন্দিরে এই, বৃথা কি হে
আরাধনা করিলাম তব, প্রতিদানে
যার, আকর্ণ আকর্ষি ধনু বাণবিদ্ধ
করিলে আমারে হায় !—মর্ম্মাহত জন !

[খেদের সহিত পরিক্রমণ]

এখন কি করি, কোথায় যাই ? তপোবনের বিঘ্ন তো দূর হ'য়েছে ; তাপসগণের অনুমতি নিয়ে আর কোথাও গিয়ে জুড়াই। কিন্তু কোথায় যাব ? শকুন্তলাকে না দেখে তৃপ্তি কোথায় ? কোথায় শান্তি ? দেখি, এ তপোবনেই খুঁজে দেখি—যদি প্রিয়ার দেখা পাই ! এই তো মধ্যাহ্ন সূর্য্য মাথার উপরে। শকুন্তলা বোধ হয় এখন লতাবলয়-শোভিত মালিনীতীরে সখীদের সঙ্গে আছেন। ঐখানেই যাই। এই যে—পথের দু'ধারে ছোট ছোট গাছের সারি ; এদের দেখে মনে হ'চ্ছে, শকুন্তলা এই পথেই গেছেন। কেন না—

যেই বৃন্তে রঙ্গময়ী নিয়াছেন অবচয়ি
সুরভিত মনোহর কুসুমনিচয়,
রসপূর্ণ কোষ তার নহে দেখি রুদ্ধদ্বার,
স্নেহ-স্নিগ্ধ ক্ষীরধারে আর্দ্র কিশলয় !

আহা ! এই বনস্থলীর শোভা কি মনোরম ! কি স্নিগ্ধ এর বাতাস !

মালিনী তরঙ্গকণা করিয়া বহন
পদ্মগন্ধে আমোদিত মন্থর পবন,
অনঙ্গ-পীড়িত অঙ্গে প্রীতিধারা ঢালে রঙ্গে,
মধুর মধুর তার গাঢ় আলিঙ্গন—
আনন্দবর্দ্ধন !

মনে হ'চ্ছে, প্রিয়া যেন এই বেতস-লতামণ্ডপের কাছেই আছেন। কেন না—

পাণ্ডুর সৈকত-পরে, গুরু জঘনের ভরে,
অভিনব পদচিহ্ন নেহারি প্রিয়ার !
পুরোভাগে সু-উন্নত, নিবিড় পশ্চাতে যত
সুশোভিত যাহে মরি মণ্ডপের দ্বার—
বেতসী লতার !

ওই তো আমার মানসমোহিনী ! ঐ যে শিলাতলে কুসুমশয্যায় শয়ান আমার প্রিয়া ! আর সেই অভিন্নহৃদয় দু'টি সখী তাঁর সেবা ক'চ্ছে। এই লতামণ্ডপের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ওঁদের মনের কথা শুনি।

[সখীদ্বয় সহ শকুন্তলার প্রকাশ]

প্রিয়। [বাতাস করিতে করিতে] সই, পদ্মপাতার এই বাতাস ভাল লাগছে তো ?

শকু। (সখেদে) তোমরা কি আমায় বাতাস ক'চ্ছ ?

[সখীদ্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল]

প্রিয়। (জনান্তিকে) কি বুঝছো ?

অন। (জনান্তিকে) রোগ কঠিন! বড় সুবিধের নয়।

দুষ্যন্ত। শকুন্তলাকে দেখে মনে হ'চ্ছে—ইনি অত্যন্ত অসুস্থ! কি অসুখ? ইনি কি আতপপীড়িতা, না আমার মনে যে সন্তাপ, সেই সন্তাপই এঁকে পীড়া দিচ্ছে! সন্দেহের কারণই বা কি? স্পষ্টই তো দেখছি—

তাপক্লিষ্ট দেহ-পরে কি মাধুরী ঝ'ড়ে পড়ে,
কি সুষমা স্তনযুগে উশীর লেপনে!
মৃণালে রচিত বালা, এক হাতে পরে বালা
ঢল ঢল খুলে পড়ে বাহুর ক্ষেপণে!
তপন মদন তাপে, যদিও গো দেখিতে সমান,—
যুবতী অধিক শোভে, যবে তারে দহে ফুলবাণ!

প্রিয়। (জনান্তিকে) দেখ ভাই, যে দিন শকুন্তলা মহারাজকে প্রথম দেখে, সেই দিন হ'তেই ওর এই দশা। এ রোগের গোড়া সেইখানে। এ যে আর কিছু, তাতো আমার মনে হয় না।

অন। আমারও ঐ ভয়। জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখি। (প্রকাশ্যে) দেখ্ সই শকুন্তলা, কিছু লুকোস্‌নি। যা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দে। তোর গায়ের জ্বালা যে ক্রমেই বাড়ছে দেখছি। কেন এমন হোল' বল্ তো?

শকু। (শয্যা হইতে ঈষৎ উঠিয়া) যা ব'লতে ইচ্ছা হয় তোমাদের বল

অন। দেখ ভাই, প্রণয়ের ব্যাপার-ট্যাপার আমরা কিছু জানি না। কিন্তু উপাখ্যানে যেমন পড়ি, তোমারও দেখছি ঠিক সেই দশা! কেন এমনটা হোল' ব'ল দেখি? রোগের গোড়া না ধ'রলে তো আর

তার চিকিৎসা হয় না? খুলে বল না; লজ্জা কি? এ সব ব্যায়রাম তো এই বয়সেই হ'য়ে থাকে—প'ড়েছি!

দুষ্মন্ত। অনসূয়ারও আমারই মত সন্দেহ হ'য়েছে। তা'হলে দেখছি এ আমার মনগড়া নয়।

শকু। (স্বগত) না,—কিছুতেই পারবো না। হঠাৎ কি ক'রেই বা বলি?

প্রিয়। সই' কেন চুপ ক'রে আছ? অনসূয়া ঠিকই ব'লেছে। রোগের কথা লুকিয়ে রাখ কেন? দিন দিন তো মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছ। শরীরে আর আছে কি ভাই? কেবল লাবণ্যটুকু এখনো ছায়ার মতন তোমায় ত্যাগ করে নি।

দুষ্মন্ত। প্রিয়ম্বদার কথা সত্য। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।—

খেদ-খিন্ন কপোল অধর,
ক্লান্ত কটি প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া;
অকঠিন তুঙ্গ পয়োধর,
স্কন্ধদেশ গিয়াছে নামিয়া,—
মন্মথশাসনে হিয়া, পাণ্ডুর-বরণ প্রিয়া,
এক সাথে শোচনীয়—রমণীয়,—দেখিতে কেমন?
দক্ষিণ-পবন-স্পৃষ্টা পত্রহীনা মাধবী যেমন!

শকু। সই, আর কাকেই বা ব'লবো? তোমরা ছাড়া আপনার জন আমার কে আছে? তোমাদেরই দুঃখের ভাগিনী করি!

অন। সেই জন্যই তো তোমায় এত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি। আপনার জনের মধ্যে ভাগ ক'রে নিলেই দুঃখ ততটা অসহ্য হয় না।

দুষ্মন্ত। সমদুখী সখী দুই জন, মনোভাব
অপ্রকাশ রাখিবে কি বালা? সম্ভব না
হয়। আশ্রম হইতে বিদায়ের কালে
বার বার গ্রীবাভঙ্গে সতৃষ্ণ নয়নে
চেয়েছিল মোর পানে ; শুনিতে উত্তর
তবু, ব্যাকুল অন্তরে আছি অপেক্ষায়।

শকু। তপোবনরক্ষক সেই রাজর্ষিকে যেদিন দেখেছি—

[অর্দ্ধোক্তিসহকারে লজ্জায় অধোবদন]

অন ও প্রিয়। বল—বল সই!

শকু। সেই থেকেই আমি তাঁর অনুরাগিণী, আর আমার এই দশা।

প্রিয়। হাঁ! এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝলুম! তা ভালই হ'য়েছে ; কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি। ঠিক লোককেই ভালবেসেছ।

অন। সই, বোধ হয় তিনিই মহারাজা দুষ্মন্ত।

প্রিয়। তা সম্ভব। মহানদী সমুদ্র ছেড়ে আর কোন্ ডোবায় গিয়ে প'ড়বে বল?

দুষ্মন্ত। যা শোনবার তাই শুনলেম। হৃদয় এতক্ষণে কতকটা আশ্বস্ত হোল'।

গ্রীষ্মকাল হ'লে অবসান, দিবাভাগে
ঘনশ্যাম মেঘজালে যথা তাপ হরে,
তেমনি হে কামদেব, মোর কাছে তুমি
তাপদাতা—তাপহর সমভাবে আজি।

প্রিয়। অতঃপর ?

শকু। তাঁর দয়া! তিনি কি আমায় ভালবাসবেন ? তাঁর চরণে কি স্থান পাব ? যদি না পাই, মরণ ভিন্ন আর আমার উপায় কি ? তোমরা আমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাস ;—তোমরাই দেখ, যদি তাঁর কৃপা পাই!

দুষ্যন্ত। আর সন্দেহ কোথায় ?

প্রিয়। (জনান্তিকে) তাই তো, অনসূয়ে, কি করা যায় বল্ দেখি ? দেখছিস তো, শকুন্তলাটি তো যান যান, অবস্থা তার নিতান্তই শোচনীয়। কিন্তু ভাই, এদিকে আশা যে তার ভারি উঁচু!

অন। এ আশা কি ওর পূর্ণ করা যায় না ভাই ? যত শীঘ্র হয়, নিরালায় কি মিলনের কোন উপায় হয় না ?

প্রিয়। বিরলে মিলন অসম্ভব নয় ; কিন্তু ঐ শীঘ্র কথাটা যে গোল্ বাধাচ্ছে। শীগ্‌গির হয় কি ক'রে ? পাকা আমটি খাব ব'ল্লেই তো গাছ থেকে টুপ ক'রে মুখের ভিতর এসে পড়ছে না!

অন। এ ক্ষেত্রে প'ড়তেও পারে। আমটিও প্রায় মুখের কাছে এসে দোল খাচ্ছেন, পড়েন পড়েন ; এখন কেবল মুখটি খুলে হাঁ করবার অপেক্ষা! তুই লক্ষ্য করিস্‌নি ?—যে সময় সেই রাজর্ষি শকুন্তলার দিকে চেয়েছিলেন—তাঁর সে লুব্ধ দৃষ্টি আমি লক্ষ্য ক'রেছি। আমি দেখেছি, শকুন্তলার উপরে তাঁরও খুব অনুরাগ হ'য়েছে। আরও প্রমাণ চাস্ ? দেখিস্‌নি, রাত্রি জেগে লোকে যেমন রোগা হয়, মহারাজও সেই রকম রোগা হ'য়েছন ? ভাবছিস কি ? রাত্রে ও পক্ষেও ঘুম নেই! রোগে দু'জনকেই ধ'রেছে, এতে আর কোন ভুল নেই।

দুষ্যন্ত। সত্য বলিয়াছে সখী ; ন্যস্ত করতলে
অপাঙ্গ হইতে মোর ঝরিয়াছে বারি,
—বদ্ধমূল অন্তরের সন্তাপের ফল,—
কলঙ্কে বিবর্ণ যাহে মণির বলয়
শয্যাপার্শ্বে প্রতি নিশি প'ড়েছে খুলিয়া
মুহুর্মুহুঃ কিণাঙ্কিত মণিবন্ধ হ'তে,—
আমি ক্ষণে ক্ষণে সরায়ে দিয়েছি তারে।

প্রিয়। তা যদি হয়, তা হ'লে শুধু ভেবে কি প্রতিকার হবে? তার চেয়ে এক কাজ কর। ভাল ক'রে একখানি প্রেমপত্র লেখ; আমি নির্ম্মাল্যের ছলে ফুলের ভিতর ক'রে মহারাজের কাছে পৌঁছে দেব।

অন। ঠিক ব'লেছিস! আমার এতে ভাই, খুব মত। সই শকুন্তলা, তুমি এখন কি বল ভাই?

শকু। আমি?—আমি আর কি ব'লবো! আমি তোমাদের কোন্ কথা না শুনি?

অন। তা তো বটেই! যদিও গোড়াটা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয়নি!

প্রিয়। তা হ'লে বেশ গুছিয়ে সুললিত ক'রে একখানি চিঠি লেখ।

শকু। কিন্তু, যদি অবহেলা করেন? এই আশঙ্কায় যে আমার অন্তর কেঁপে উঠছে।

দুষ্যন্ত। (সহাস্যে) লো সুন্দরি! মিলন-কাতর-প্রার্থী, আছি
উৎসুক আগ্রহে দাঁড়ায়ে দুয়ারে তব,
আর ভীরু তুমি, কর অবজ্ঞার ভয়?

প্রার্থিজন লক্ষ্মীলাভ করে বা না করে,—
কিন্তু কোথা বল দেখিয়াছ দুর্লভ সে
নর, কমলা যাহারে করেন প্রার্থনা ?
অয়ি মুগ্ধে ! ভীতা তুমি যার অবহেলা-
ভয়ে, প্রণয়-ভিখারী তব, সে যে আছে
তোমারি অদূরে। জেনো প্রিয়তমে, জেনো—
রত্ন কারো নাহি করে অন্বেষণ, কিন্তু
ত্রিভুবনে সবে করে রত্ন আকিঞ্চন।

প্রিয়। কেন, এত ভয় কিসের ? নিজের এই অপরূপ যৌবন-কুসুমকেই বা এমন ক'রে অপমান কর কেন ? তুমিই বা কম কোন্‌খানটায় ? এমন সন্তাপহারিণী শরতের জ্যোৎস্না তুমি, এ স্নিগ্ধ-কিরণ উপভোগ করবার ভয়ে কেউ কি আর বল্কল গায়ে দেয় ? এমন মূর্খ আত্ম-বঞ্চক আর কে আছে বল ?

শকু। (প্রকাশ্যে) তবে তোমাদের কথাই শুনি।

[চিন্তা করিতে লাগিলেন]

দুষ্যন্ত। অপলক নেত্রে দেখি প্রেয়সীরে মোর !
আহা, পদরচনায় নিবিষ্টা তরুণী !
মরি মরি, কিবা শোভা ধ'রেছে অধর,
উন্নমিত যাহে দেখি ভ্রূ-লতা বঙ্কিম,
একপ্রান্তে যেন তুলি-পটে আঁকা ! রক্ত
গণ্ডে পুলক-সঞ্চার করিছে প্রকাশ
মোর প্রতি প্রিয়ার সে প্রেম অনুরাগ।

শকু। সই, যা লিখ্‌বো তা তো মনে করেছি, কিন্তু লিখ্‌বো কি ক'রে? লেখবার যে এখানে কিছু নেই।

প্রিয়। তার আর ভাবনা কি? লেখবার সামগ্রীর অভাবেই কি আট্‌কাবে? শুকের উদরের মত এই সুকুমার পদ্মের দলে তোমার তরুণ অরুণের মত নখ দিয়ে যা লেখ্‌বার—প্রাণ পুরে লেখো।

শকু। আচ্ছা, শোনো। ঠিক হ'চ্ছে কি?

গীত

ওগো নিঠুর, না জানি কেমন—তোমারি সে মন,—
সে কি গো জ্বলে আমারি মতন?
আমি দিবানিশি রহি ঐ মুখ চাহি,
মরমেতে সহি অনল-দহন!

দুষ্মন্ত। দেখা দেবার এই তো উপযুক্ত সময়। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! সূর্য্যোদয়ে শশধরের যে গ্লানি, কুমুদনীরও কি তাই? তোমার ও আমার তাপ যদিও এক, কিন্তু প্রভেদ যে এইখানে! তুমি যাতে সন্তপ্ত, আমি তাতে দগ্ধ হ'চ্ছি।

প্রিয়। যিনি মনোরথের বাঞ্ছিত ফল, তাঁর আগমন শুভ হোক্!

শকু। (উঠিবার চেষ্টা)

দুষ্মন্ত। না, না, উঠে কাজ নেই। তোমার দেহের তাপে নলিনী-দল শুকিয়ে গেছে, এ অবস্থায় ওঠা সঙ্গত নয়।

শকু। (সভয়ে আত্মগত) হৃদয়, যাঁর জন্য এত উৎকণ্ঠিত, তিনি তো সম্মুখে; তবে বলবার সামর্থ্য হারালে কেন?

অন। মহাশয়, দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পান, অনুগ্রহ ক'রে এই শিলাতলে ব'সে এর শোভাবৃদ্ধি করুন।

শকু। (একটু সরিয়া গেলেন)

দুষ্যন্ত। (বসিয়া) তোমাদের সখীর শরীরে তাপের কিছু উপশম হ'য়েছে কি ?

প্রিয়। এখনো নির্ব্বিষ হয়নি বটে, তবে ঔষধ যখন পাওয়া গেছে, তখন উপশম হবার আশা হলো বৈ কি !

শকু। (ব্রীড়ানত-ভাবে অবস্থান)

প্রিয়। মহাশয়, একটা কথা ব'লবো, কিছু মনে ক'রবেন না। দেখছি, আপনাদের উভয়েরই সমান অবস্থা। তবু সখী-স্নেহেই আমায় কিছু ব'ল্‌তে হচ্ছে।

দুষ্যন্ত। বলাই তো উচিত। কথা অপ্রকাশ রাখলে অনেক সময় অনুতাপের-ই কারণ ঘটে। কুণ্ঠার প্রয়োজন কি ?

প্রিয়। বিপন্ন আশ্রমবাসীদের দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ দূর করাই তো রাজার ধর্ম্ম !

দুষ্যন্ত। তার চেয়ে ধর্ম্ম আর কি আছে !

প্রিয়। আপনাকে লক্ষ্য ক'রেই মকরকেতন যখন আমাদের প্রিয়সখীর এই দশা ক'রেছেন, তখন অনুগ্রহ ক'রে সখীর যাতে প্রাণরক্ষা হয়—তার উপায় অবলম্বন করুন।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) কে কার প্রাণ রাখে ? উভয়েরই সমান অবস্থা ! (প্রকাশ্যে) তোমার কথায় কৃতার্থ হ'লেম।

শকু। (অনসূয়ার দিকে চাহিয়া) সখি, এঁকে অনুরোধ ক'রে কি ফল ? একেই তো ইনি মহিষীদের বিরহে উৎকণ্ঠিত।

দুষ্মন্ত। হৃদি-সন্নিহিতে, অয়ি মদিরনয়নে,
রহি অন্তরের অন্তস্তলে মম, যদি
নাহি বুঝ তুমি অনন্য-আসক্ত এই
হৃদয়ের ব্যথা, তবে খর স্মরশরে
হত হ'য়ে পুনরায় মরিলাম আমি !

অন। তা তো হলো, সবই তো বুঝ্‌লেম ! কিন্তু বন্ধু, শুনেছি রাজারা বহু নারীর বল্লভ ; কখন্ কাকে ভোলেন, কখন্ কাকে মনে রাখেন তার কিছুই ঠিক নেই। শেষে আমাদের এই প্রিয়সখীর জন্য বন্ধুদের পরিতাপ ক'রতে না হয়, অনুগ্রহ করে সেটি দেখবেন কি ?

দুষ্মন্ত। ভদ্রে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাগরমেখলা ধরিত্রী আর তোমাদের এই প্রিয়সখী আমাদের বংশের অবলম্বন হ'য়েই থাকবেন।

অন ও প্রিয়। মহারাজের জয় হোক্ ! এর চেয়ে আনন্দ আর কি হ'তে পারে ? শুনে যথার্থ-ই সুখী হলেম।

শকু। (আনন্দপ্রকাশ)

প্রিয়। (জনান্তিকে) দেখ ভাই অনসূয়ে, গ্রীষ্মকালে মেঘ আর ঝড়ে বিহ্বলা ময়ূরীর যে দশা হয়, আমাদের সখীটিরও ঠিক সেই অবস্থাই হ'য়েছে।

শকু। আমরা নির্জ্জনে মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে যা বলেছি, তার জন্য এঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

প্রিয়। আমাদের দায় ? যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রেছে, সেই ক্ষমা চাক্।

শকু। অসাক্ষাতে কে কি না বলে ? মহারাজ ক্ষমা ক'রবেন।

দুষ্যন্ত। অপরাধ ক্ষমা ক'রতে পারি, যদি আত্মীয়জ্ঞানে তোমার সুকোমল অঙ্গস্পর্শে পবিত্র, সন্তাপহারী ওই কুসুমশয্যার একপার্শ্বে আমায় একটু স্থান দাও।

প্রিয়। (সহাস্যে) শুধু সেইটুকু হ'লেই কি সুখী হ'ন ?

শকু। (রোষসহকারে) চুপ কর, চুপ কর। একে আমি জ্ব'লে মরি, তার উপর তোমাদের এই উপহাস !

অন। প্রিয়ংবদা, দেখ ভাই দেখ, ঐ হরিণশিশুটি চা'রদিকে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই ও ওর মাকে হারিয়েছে। আমি ওর মার কাছে ওকে দিয়ে আসি।

প্রিয়। দাঁড়া—দাঁড়া, তুই একা পারবি না, ও বড় চঞ্চল। আমিও তোর সঙ্গে যাই।

শকু। বাঃ—তোমরা বুঝি চ'লে যাবে ? তাও কি হয় ? আমি একলা সহায় হীনা—

প্রিয়। (সহাস্যে) সহায় হীনা ? ব'লতে লজ্জা হয় না ! পৃথিবীর যিনি সহায়, স্বয়ং তিনিই যে তোমার পাশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শকু। তাইতো ! আমায় একা রেখে সখীরা সত্যই চ'লে গেল ?

দুষ্যন্ত। দুঃখ কেন ? তোমার সেবার জন্য সখীদের হ'য়ে আমিই রইলেম। এখন, কি ক'রতে হবে, বলো ? এই পদ্মের পাতায় কি বীজন ক'রবো ? কিম্বা রক্তোৎপলের মত তোমার ওই সুকোমল পা দু'খানি কোলে তুলে নিয়ে, তোমার যাতে প্রীতি হয় তেমনি ক'রে টিপে দেবো ?

শকু। মাননীয় যিনি, তাঁকে অতটা ক্লেশ দিয়ে পাপের ভাগী আর নাই বা হ'লেম!

[উঠিবার চেষ্টা]

দুষ্যন্ত। সুন্দরি, এখনো সূর্য্যের উত্তাপ যায়নি; তোমার এই অবস্থা, নলিনীদলে বক্ষ আবৃত, কোমল অঙ্গে দুঃসহ সন্তাপ; এ কুসুম-শয্যা ত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে? (বলপূর্ব্বক শকুন্তলাকে নিবৃত্ত করিলেন)

শকু। করেন কি? করেন কি? ছাড়ুন, ছাড়ুন। দেখছেন, আমার নিজের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, সখীরাই আমার কর্ত্রী; আপনি এমন ক'রলে আমি কি ক'রতে পারি?

দুষ্যন্ত। তাই তো—এমনি আত্মবিস্মৃত আমি! কি লজ্জা, ধিক্ আমায়!

শকু। কেন আত্ম-তিরস্কার ক'রছেন? আমি তো আপনাকে কিছুই বলিনি, আমি নিজের অদৃষ্টকেই নিন্দা ক'চ্ছিলেম।

দুষ্যন্ত। অদৃষ্ট তো তোমার অনুকূল! তবে তার নিন্দা কেন?

শকু। নিন্দা ক'রবো না? সেই তো আমায় আত্মহারা ক'রে পরের গুণমুগ্ধ ক'রেছে।

দুষ্যন্ত। বাসনার বহ্নি জ্বলে, তবু বালা 'না, না' বলে

দয়িত চাহিলে নাহি করে অঙ্গদান,

আলিঙ্গনে সমুৎসুক কিশোরীর প্রাণ!

সুযোগে যত্ন না বাধে, সহে, দহে নিজ সাধে,

কালক্ষেপে আক্ষেপের হয় সে কারণ,

কামদেবে পীড়া দেয় করি নিবারণ॥

শকু। (যাইতে উদ্যত)

দুষ্যন্ত। যা বাঞ্ছিত, তা না করি কেন? (অঞ্চল ধারণ)

শকু। কি ক'চ্ছেন? ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমার কথা রাখুন। বিনয়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রবেন না। ঋষিরা সব চারিদিকে র'য়েছেন।

দুষ্যন্ত। গুরুজনের ভয় ত্যাগ করো, তাঁদের জন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁরা জানেন, মহর্ষি কণ্বও জানেন, আচারধর্ম্মের মর্ম্ম কি? এতে তাঁরা দুঃখিত হবেন না। অনেক মুনিকন্যাই গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রেছেন, এ কথা তো শুনেছি। তাতে তাঁদের অভিভাবকেরাও অমত করেন নি। (চারিদিকে দেখিয়া)

[শকুন্তলার অঞ্চল ছাড়িয়া দু'এক পা গেলেন,
আবার ফিরিয়া আসিলেন]

শকু। পৌরব, ক্ষমা ক'রবেন; যদিও আশা পূর্ণ হলো না, তবু, অল্পক্ষণের পরিচিতা অভাগিনীকে স্মরণ রাখবেন, ভুলবেন না।

[যাইতে উদ্যত]

দুষ্যন্ত। লো সুন্দরি!

যতদূরে যাও তুমি, এ হৃদয় নারিবে ত্যজিতে!
ছায়া যথা, তরুমূল নাহি ছাড়ে রবি অস্তমিতে।

শকু। (কিছুদূরে গিয়া আত্মগত) আমাকে ধিক্! এ কথা শুনে যে আর এক পাও যেতে ইচ্ছা হয় না। তবু যাই, ওই কুরুবক গাছের আড়ালে গিয়ে, ইনি কি করেন, দেখি।

[তদ্রূপ করণ]

দুষ্মন্ত। সত্যই চ'লে গেলে ? এ অনুরক্ত ভক্তের প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রে অনায়াসে চ'লে গেলে ? হে প্রেয়সি !

অভুক্ত মৃদু ও রূপ
দেখিতে গো সুকোমল নবনী নবীন,
শিরীষ-বন্ধনী-সম ;
চিত্ত তব কিন্তু হায়, নিতান্ত কঠিন।

শকু। (আত্মগত) গতি সত্যই রুদ্ধ হয় ; এ কথা শোনবার পর যাবার শক্তি আর আমার কোথায় ?

দুষ্মন্ত। প্রিয়া চ'লে গেছে, এ লতামণ্ডপে আর কেন ? (সম্মুখে দেখিয়া) না, যাওয়া হ'লো না !

পুরোভাগে দেখি এই মৃণালের বালা,
সুরভিত উশীরের পরিমল ঢালা ;
প্রিয়া-বাহু হ'তে ভূমে প'ড়েছে খুলিয়া,
হৃদয়-নিগড়, লই হৃদয়ে তুলিয়া।

[সাদরে বলয় তুলিয়া লইলেন]

শকু। (আত্মগত) কখন যে খুলে প'ড়েছে, কিছুই জানতে পারিনি।

দুষ্মন্ত। (বলয় বক্ষে রাখিয়া) আহা, কি মধুস্পর্শ !

প্রাণহীন মৃণালের লীলা আভরণ
সন্তপ্ত জনেরে প্রিয়ে, করে শান্তিদান ;
আর, প্রাণময়ী তুমি, এ কি আচরণ,—
অকরুণ মোর প্রতি পাষাণ সমান ?

শকু। আর বিলম্ব সয় না। এই ছলেই দেখা দিই।

শকুন্তলার পুনঃ প্রবেশ

দুষ্যন্ত। এ যে দেবতার দয়া, প্রিয়তমাকে আবার দেখলেম !

তুলিয়া করুণ তান, শুষ্ক কণ্ঠ, শুষ্ক প্রাণ,
যাচক চাতক যেই চাহিল গো বারি,
অমনি নীলিম মেঘে, শ্রাবণের ধারা বেগে
সহসায় দিল তার পিপাসা নিবারি।

শকু। (রাজার সম্মুখে গিয়া) দেখুন, খানিকদূর গিয়ে দেখি, হাত থেকে আমার মৃণালবালা খুলে প'ড়ে গেছে ; আমার মন ব'লছে, সেটি আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন। দয়া ক'রে শীগ্‌গির ফিরিয়ে দিন ; নইলে তাপসেরা আবার সব জানতে পারবেন।

দুষ্যন্ত। ফিরিয়ে দিতে পারি ; কিন্তু একটি কড়ারে।

শকু। কি, বলুন ?

দুষ্যন্ত। যদি আমায় পরিয়ে দিতে দাও ?

শকু। (স্বগত) উপায় কি ? (প্রকাশ্যে) তাই দিন।

[নিকটে গমন]

দুষ্যন্ত এস, এই শিলাবেদীতে বসি।

[উভয়ে বসিলেন]

(শকুন্তলার হাত ধরিয়া) আহা কি কোমল এ স্পর্শ ! কি মধুর !

হর-কোপানলে দগ্ধ হইলে মদন
পুনরায় কৃপাবশে
সিঞ্চিয়া অমৃত-রসে

অতনুর তনুখানি
গড়িতে গো, অনুমানি
দেবগণ এই কর করিল সৃজন,
সৃষ্টির বিকাশে আদি অঙ্কুর যেমন !

শকু। আর্য্যপুত্র, দেরী ক'রবেন না ; নিন্, শীগ্‌গির শীগ্‌গির পরিয়ে দিন।

দুষ্মন্ত। (স্বগত) দেখছি, এতক্ষণে বিশ্বাসের পাত্র হ'য়েছি। পত্নীরাই স্বামীকে আর্য্যপুত্র ব'লে সম্বোধন করেন। (প্রকাশ্যে) ভালো পরানো হয়নি। যদি বলো, ভাল ক'রে পরিয়ে দিই।

শকু। (মৃদু হাসিয়া) তোমার যেমন ইচ্ছা।

দুষ্মন্ত। (ছলে দেরী করিয়া) আহা ! কি সুন্দর !

বাহুর বলনি তব দেখিবার তরে,
ত্যজিয়া আকাশতল নব নিশাকরে'
শ্যামলতা মনোহারি কুণ্ডল আকৃতিধারী
মৃণালবলয়রূপে শোভে ভুজ'পরে।
এ মাধুরী ধরা কি গো ধরে ?

শকু। আমি তো আপনার মৃণালরূপী চাঁদকে দেখতে পাচ্ছিনা ; কর্ণোৎপলের রেণু বাতাসে উড়ে আমার চোখে প'ড়েছে যে ?

দুষ্মন্ত। বলো তো মুখের বাতাসে তাকে উড়িয়ে দিই ?

শকু। তাতে উপকার হয় বটে ; কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস হয় না।

দুষ্মন্ত। না না, সে ভয় নেই। নূতন সেবক প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত কিছু করে না।

শকু। অতি-ভক্তিই যে দুর্লক্ষণ!

দুষ্যন্ত। (স্বগত) এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়।

[শকুন্তলার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিলেন]

শকু। (নিবারণের চেষ্টা)

দুষ্যন্ত। ভয় কি? কিছুমাত্র অবিনয় হবে না।

শকু। (কটাক্ষ করিয়া, ব্রীড়াভরে মুখ নত করিলেন)

দুষ্যন্ত। (অঙ্গুলি দ্বারা শকুন্তলার মুখ তুলিয়া)

পিপাসিত মোরে জানি,　　নিখুঁৎ অধরখানি
স্ফুরিয়া স্ফুরিয়া, প্রিয়ে, করিছে আহ্বান
সঞ্চিত ও সুধারাশি করিবারে পান।

শকু। আর্য্যপুত্র, চোখের অত কাছেও কর্ণোৎপলরেণু দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি?

দুষ্যন্ত। কর্ণোৎপলের অত কাছে ব'লেই যে দেখতে পাচ্ছি না।

[চোখে ফুঁ দিলেন]

শকু। সেরে গেছে। কিন্তু আপনি আমার একটা উপকার ক'রলেন, আমি যে কিছুই ক'রতে পারলুম না।

দুষ্যন্ত। আর কি উপকার ক'রবে?

মুখপদ্ম-গন্ধ তব করেছি আঘ্রাণ,
কমল-সৌরভে সুখী মধুকর-প্রাণ।

শকু। সুখী না হ'য়েই বা মধুকর বেচারী কি ক'রবেন, বলুন?

দুষ্মন্ত। কেন, এই রকম ? (চুম্বনের উদ্যোগ)

শকু। (মুখ আচ্ছাদনের চেষ্টা)

প্রিয়ংবদা—(নেপথ্যে)। চক্রবাকবধূ, আর নয়, প্রিয়সম্ভাষণ শেষ কর। ঐ দেখ রাত্রি আগত।

শকু। (শশব্যস্তে) আর্য্যপুত্র, উঠুন উঠুন, দেরী ক'রবেন না, ওই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। আর্য্যা গৌতমী আস্‌ছেন। তিনি পিতা কণ্বের ধর্ম্মভগ্নী।

দুষ্মন্ত। আর কি করি, তাই হোক।

[বৃক্ষান্তরালে অবস্থান]

শান্তিজল লইয়া গৌতমীর প্রবেশ

গৌত। কেমন আছিস বাছা ! গায়ের তাপ বড় বেড়েছে শুনলেম। এই শান্তিজল নে।

[শকুন্তলাকে তুলিয়া]

এখানে এই একলাটি আছ ?

শকু। না পিসিমা ; অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এইখানেই ছিল ; এই কতক্ষণ তারা মালিনী নদীতে গেল।

গৌত। (শান্তিজল দিয়া) দীর্ঘজীবিনী হও। (গায়ে হাত বুলাইয়া) গায়ের তাপ কিছু ক'মলো ?

শকু। হাঁ পিসিমা।

গৌত। আর বেলা নেই ; সন্ধ্যা হলো ; চল মা, কুটীরে যাই।

শকু। (কষ্টে উঠিয়া স্বগত) হৃদয়, অত্যধিক মিষ্ট খেয়েছ, এখন ফলভোগ কর।

[দ্বিতীয় পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ্যে]

লতাগৃহ, তুমিই আমার সন্তাপ দূর ক'রেছ। আবার তোমার এখানে এসে জুড়াবো,—এই নিমন্ত্রণই ক'রে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্মন্তের পুনঃ প্রবেশ

দুষ্মন্ত। প্রিয়তমা চ'লে গেলেন, আমি এখন কোথায় যাই? এই যে—সেই শিলাবেদী! এই যে সেই কুসুমশয্যা—প্রিয়ার অঙ্গমার্জ্জিত এই যে সেই মৃণালবলয়—প্রিয়ার হস্তচ্যুত! চারিদিকেই যে সেই স্মৃতি! এ বেতসকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে যে যেতে ইচ্ছা হয় না! হায় হায়, প্রিয়তমাকে পেয়েও বৃথা সময়ক্ষেপ ক'রলেম? আমি মূর্খ—আমায় ধিক! যদি আর কখনও এমনি নিভৃতে দেখা হয়—

নেপথ্যে। ভো—ভো রাজন্! সান্ধ্যযজ্ঞের প্রারম্ভেই, প্রজ্জ্বলিত-হুতাশন-যজ্ঞভূমির চারিদিকেই মেঘের ন্যায় কপিশবর্ণ রাক্ষসদের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দুষ্মন্ত। হে তপস্বিগণ, ভয় নাই—ভয় নাই, আমি উপস্থিত আছি

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

বিষ্কম্ভক—তপোবন

[অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা পুষ্পচয়ন করিতেছে]

অনসূ। কি জানি ভাই; গান্ধর্ব্বমতে বিয়ে হ'য়েছে, মাঙ্গলিক কাজের কিছু ত্রুটি হয়নি। শকুন্তলা যোগ্য স্বামী পেয়েছে, তবু আমার মন স্থির হচ্ছে না।

প্রিয়। কেন ভাই ?

অন। তাঁর বহু মহিষী; তাদের মাঝে কি আর তপোবনের শকুন্তলাকে তাঁর মনে থাকবে ? এই কথাই যে কেবল মনে উঠছে !

প্রিয়। দূর, কি যে বলিস ! যার আকৃতি অমন সুন্দর, সে কি কখনো তেমন নির্গুণ হয় ? আমার মনে সে ভয় নেই; আমার আর এক ভয়।

অন। কি ?

প্রিয়। বাবা তীর্থ থেকে ফিরে এসে যখন সব শুনবেন, তখন তিনি কি ব'লবেন, কে জানে ?

অন। তিনি শুনে সুখীই হবেন।

প্রিয়। কি ক'রে জানলি ?

অন। তাঁর তো চিরদিনের সাধ শকুন্তলাকে সৎপাত্রে দেন; সেই

জন্যই তো তাঁর সোমতীর্থে যাওয়া। তিনি আর কি ব'লবেন? ভালই ব'লবেন।

প্রিয়। তা বটে। পূজার জন্য যে ফুল তোলা হ'য়েছে, দেখ্ দেখি এতেই হবে?

অন। দেখ্ ভাই, শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতাদেরও পূজা করা উচিত। আরো কিছু ফুল তুলি আয়।

প্রিয়। ঠিক ব'লেছিস! আরও ফুল তুলি তবে।

দুর্ব্বাসা—(নেপথ্যে) অয়মহং ভোঃ! কে আছ? আমি এসেছি।

অন। (শুনিয়া) বোধ হয় কোন অতিথি এলেন।

প্রিয়। আসুন না; শকুন্তলা তো কুটীরেই আছে।

অনু। আছে বটে, কিন্তু তার হৃদয় যে তাতে নেই। তার দ্বারা তো কোন কাজই হবে না। চল্ ভাই, দেখি। যে ফুল তোলা হ'য়েছে তাতেই ঢের হবে।

(পুনর্নেপথ্যে)। স্পর্দ্ধা বটে! দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আমি,

আর তুই অবহেলা করিলি আমারে,
অতিথি জানিয়া! ভাল, ভুঞ্জ ফল তার।
আরে দুর্ব্বিনীতে, বিভোর চিন্তায় যার—
তপস্বীর অপমান করিলি হেলায়,
অভিশাপে মোর,—প্রমত্ত যেমতি ভুলে
অনায়াসে পূর্ব্বস্মৃতি তার,—সেই মত,
চিত্তগত প্রিয়জন তোর, যথাসাধ্য
করালে স্মরণ, চিনিতে নারিবে তোরে।

প্রিয়। যা ভাবলুম তাই হ'লো। প্রিয়সখী বুঝি কার' কাছে অপরাধিনী হ'লেন।

অন। (পুরোভাগে দেখিয়া) হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ! এ যে মহামুনি দুর্ব্বাসা! ঐ যে অভিশাপ দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন।

প্রিয়। অগ্নি ভিন্ন আর কে দগ্ধ ক'রতে পারে? তুমি যাও, ছুটে যাও, ঋষির পা জড়িয়ে ধর। তাঁকে ফিরিয়ে আন।

অন। সেই ভাল। দেখি কি হয়!

[দ্রুত প্রস্থান।

[প্রিয়ংবদার পুনঃ পুনঃ পদস্খলন]

প্রিয়। এ কি, পূজার ফুল যে সব পড়ে গেল!

[পুনরায় ফুল তুলিতে লাগিল]

অনসূয়ার পুনঃপ্রবেশ

অন। সাক্ষাৎ ক্রোধ! অনেক কষ্টে তাঁর কৃপা পেয়েছি।

প্রিয়। পেয়েছ? আঃ—বাঁচলেম! কি ক'রে তাঁকে প্রসন্ন ক'রলে?

অন। প্রথমে তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা ক'রলেম, কিন্তু কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তখন তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বল্লেম—"প্রভু, শকুন্তলা বালিকা—সে আপনার কন্যা, আপনার তপোবল সে জানবে কি ক'রে? তার এই প্রথম অপরাধ, তাকে ক্ষমা করুন—দয়া করুন।"

প্রিয়। তার পর?

অন। অনেক সাধ্যসাধনার পর ব'ল্লেন—'যা ব'লেছি তা হবেই;

তবে সে যদি কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারে, তা' হলে এ অভিশাপ হ'তে মুক্ত হ'বে।' এই কথা ব'লেই তিনি অদৃশ্য হ'লেন।

প্রিয়। যাক্—তবু রক্ষে! তোর বোধ হয় মনে আছে, মহারাজ যাবার সময় শকুন্তলাকে তাঁর নাম-লেখা একটি আংটী দিয়ে যান; সেই আংটীই অভিজ্ঞান হবে।

অন। এ কি অলক্ষণ বল্ দেখি, শুধু—শুধু! আমার মন বড় অস্থির হ'লো। চল্ ভাই, আর দেরী ক'রে কাজ নেই; আমরা শকুন্তলার জন্যে পূজো দিয়ে আসি।

প্রিয়। অনসূয়ে, দেখ্ দেখ্, শকুন্তলা বাঁ হাতটির উপর গালটি রেখে স্বামীর ধ্যানে কেমন বিভোর হ'য়ে আছে! ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিখানি! ওতে আর ও নেই। আহা, ও অতিথির কথা জানবে কি ক'রে, বল্ ভাই?

অন। দেখ্ ভাই, যা হ'য়ে গেল, তা আর ওকে শুনিয়ে কাজ নেই। শুনলে ও আর বাঁচবে না। এ কথা আমাদের মনেই থাক্।

প্রিয়। ঠিক বলেছিস। নব-মল্লিকায় কে আর ফুটন্ত জল ঢেলে দেয়, বল্!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

তপোবনের অপরাংশ

জনৈক কণ্ব-শিষ্যের প্রবেশ

কণ্বশিষ্য। প্রবাস হ'তে ফিরে এসে গুরুদেব প্রথম হোমের সময় নিরূপণ ক'রতে ব'ল্লেন; এই যে রজনী প্রভাতপ্রায়! আকাশের শোভা

কি মনোরম! একদিকে চন্দ্র অস্তাচলে যাচ্ছেন, আর বিপরীত দিকে উদীয়মান সূর্য্যের তরুণ আলোকচ্ছটা! মানুষের দশাও এমনি, কেও ওঠে আর কেউ পড়ে! হোমের সময় আগত, গুরুদেবকে বলি।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে বেদগান

[তপোবন হইতে যজ্ঞধূম উঠিতেছে ইত্যাদি]

অনসূয়ার প্রবেশ

অন। চোখে ঘুম নেই। নিত্যকাজ ক'রতে কিন্তু হাত-পা অবশ হ'য়ে আসছে। যাবার সময় রাজা তো কত কথা ব'লে গেলেন, কিন্তু এত দিন হলো, কোন খবরই তো নিলেন না। একখানা চিঠিও তো লিখ্‌তে পারতেন? তবে কি দুষ্মন্তের সে প্রণয় অভিনয়,—রাজা কি অসত্যাচারী? (চিন্তা করিয়া) তাই বা বলি কি ক'রে? তাঁরই বা দোষ কি? দুর্ব্বাসার অভিশাপই যে এই অনর্থের মূল! নইলে সে অনুরাগ কি বৃথা হয়? কাকে দিয়েই বা তাঁকে খবর দিই? কি অভিজ্ঞান পাঠাই? সখী যদি অভিজ্ঞান না নিয়ে যায়—আমরাই যে অপরাধিনী হব। শকুন্তলা যে অন্তঃস্বত্ত্বা, এ কথাই বা বাবাকে ব'লবো কি ক'রে? উপায় যে কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

প্রিয়ংবদার প্রবেশ

প্রিয়। ওরে, বড় সুসংবাদ, বড় সুসংবাদ। শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, তার সব গোছগাছ ক'রতে হবে। শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়।

অন। (সবিস্ময়ে) সই, কি বলিস,—সত্যি ?

প্রিয়। ওলো, হ্যাঁলো! ভোরে উঠেই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে গিয়েছি—রাত্রে ভাল ঘুম হ'য়েছে কিনা—

অন। তারপর—তারপর—?

প্রিয়। দেখি, শকুন্তলা লজ্জায় ঘাড়টি হেঁট ক'রে ব'সে আছে, আর পিতা তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে সস্নেহে ব'লছেন—'ভালই হ'য়েছে মা, সৎশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যার মত—তুমি সৎপাত্রেই প'ড়েছ ; তোমার জন্য দুঃখ নাই ; আজই তোমায় শিষ্যদের সঙ্গে স্বামিগৃহে পাঠিয়ে দেব।'

অন। বাবাকে এ সব কথা কে ব'ল্লে ?

প্রিয়। তিনি যখন অগ্নি-গৃহে যান—তখন অশরীরী বাণীই তাঁকে এ কথা শুনিয়েছে।

অন। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি, এর চেয়ে প্রিয় আর কি হ'তে পারে ? কিন্তু শকুন্তলার বিরহ কেমন ক'রে সহ্য ক'রবো এই ভেবে যে উৎকণ্ঠিত হ'চ্ছি।

প্রিয়। কি ক'রবো ভাই ; আমরা কোন রকমে মনকে বোঝাব। আমাদের যাই হোক, দুঃখিনী শকুন্তলা সুখী হোক্।

অন। আর কি! দেখ, ঐ যে আমের ডালে নারিকেলমালা দে'খ্‌ছো—ওতে আমি নাগকেশর গুঁড়ো ক'রে রেখেছি, তুমি ও গুলি পদ্মপাতায় রাখো। আমি প্রসাধনের সব তৈয়ারি করিগে।

[প্রিয়ংবদা তাহাই করিলেন ; অনসূয়ার প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। গৌতমি, শার্ঙ্গরব আর শারদ্বতকে বল, শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়!

প্রিয়। অনসূয়ে, একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নে ভাই। যে ঋষিরা হস্তিনায় যাবেন এ তাঁদেরই কথা!

প্রসাধনের সামগ্রী লইয়া অনুসূয়ার পুনঃপ্রবেশ

অন। এস সখি, আমরা যাই।

প্রিয়। আর যেতে হোল না। এই যে, শকুন্তলা নেয়ে এই দিকেই আসছে, তাপসীরা মাঙ্গলিক নিয়ে সঙ্গে।

গৌতমী ও তাপসীগণের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ

শকু। ভগবতীকে প্রণাম করি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

গৌত। বৎসে, স্বামী তোমায় দেবী ব'লে সম্বোধন করুন।

১ম তাপ। বীরপুত্র লাভ কর।

২য়া তাপ। স্বামীর নিকট বহু মানে মানিনী হও।

[গৌতমী ব্যতীত তাপসীগণের প্রস্থান।

অন ও প্রিয়। তোমার মঙ্গল স্নান হ'য়েছে?

শকু। হাঁ; এস—এইখানে বসি।

অন। তুমি সোজা হ'য়ে বোস, আমরা তোমার মঙ্গল-সজ্জা করি।

শকু। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমাদের এ আদর যে এখন থেকে আমার ভাগ্যে দুর্লভ হবে!

অন। ছিঃ—কেঁদনা, শুভকার্য্যে চোখের জল ফেল্‌তে নেই।

[সখীদ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলার বেশভূষা করিলেন]

প্রিয়। তোমার যে রূপ, তাতে এ অলঙ্কার ও অঙ্গে শোভা পায়না।

৫

অলঙ্কার লইয়া নারদের প্রবেশ

নার। আয়ুষ্মতি, এই অলঙ্কার পরুন।

গৌত। বৎস নারদ, এ অমূল্য অলঙ্কার সব কোথায় পেলে ?

নার। পিতা কণ্বের তপঃপ্রভাবে।

গৌত। একি তাঁর মানসীসিদ্ধি ?

নার। না মা, শুনুন। পিতা আদেশ ক'রলেন শকুন্তলার জন্য ফুল নিয়ে এস। ফুল পাড়তে গেলুম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফুলের পরিবর্ত্তে কোন গাছ দিলে শুভ্র এই ক্ষৌম বস্ত্র, কেউ দিলে পায়ে মাখাবার জন্য আলতা, কেউ বা দিলে এই সব অলঙ্কার।

প্রিয়। ভ্রমর জন্মায় তরু-কোটরে, কিন্তু সে ভোগ করে পদ্মমধু।

গৌত। বনদেবতাদের এই দয়া দেখে মনে হ'চ্ছে মা, তোমার ভালই হবে! মা, তুমি স্বামীর ঘরে গিয়ে রাজশ্রী ভোগ ক'রবে।

[শকুন্তলা লজ্জিতা হইলেন]

নারদ। আমি মহর্ষিকে এই কথা ব'লে আসি।

[নারদের প্রস্থান।

অন। সই, অলঙ্কার তো কখনো দেখিনি, পরাই কি ক'রে ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, চিত্রে যেমনটি দেখেছি, তেমনি ক'রে সাজাই।

শকু। তোমাদের নিপুণতা আমি তো জানি।

[অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা মিলিয়া শকুন্তলাকে অলঙ্কার পরাইলেন]

স্নানান্তে কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব। আজি মনে পড়ে সেই দিন, যেই দিন
সংসার-মমতাশূন্য শুষ্ক তাপসের

অনপত্য হৃদয়ের স্নেহের নির্ঝর
রুদ্ধ মুখ খুলিল সহসা। বন মাঝে
হেরিলাম নভঃচ্যুত বিদ্যুতের কণা
লুটায় ধূলায়,—সদ্যোজাত পরিত্যক্ত
শিশু—শকুন্তের পক্ষপুটে ঢাকা! শীর্ণ
করে বক্ষ'পরে আদরে লইনু তুলি।
তারপর,—তারপর দিনে দিনে, পলে
পলে শশিকলা মম, তপোবন আলো
করি নয়ন-আলোক নন্দিনী আমার
উঠিল বাড়িয়া! ছিন্ন করি হৃদিতন্ত্রী
তাহারে বিদায় দিব; শকুন্তলা স্বামি-
গৃহে যাবে,—উৎকণ্ঠায় প্রাণ নহে স্থির,
অন্ধকার নেহারি সংসার, দীপ্তি-হীন
নয়ন আমার, জড়িত চিন্তার ভারে,
বাক্য নাহি স্ফুরে, কণ্ঠরুদ্ধ অন্তরের
তাপে! বনবাসী ঋষি যদি স্নেহবশে
এমনি আকুল—নাহি জানি গৃহীজনে
তনয়াবিচ্ছেদ-শোক সহে বা কেমনে?

প্রিয়। সখি গহনা পরানো হোল। এখন এই পাটের কাপড় দু'খানি পর।

[শকুন্তলা তাহাই করিলেন]

গৌত। বৎসে, তোমার গুরু সম্মুখে, ঐ দেখ তাঁর চক্ষে আনন্দ অশ্রু, তোমায় আলিঙ্গন ক'রছেন। তুমি প্রণাম কর।

[শকুন্তলা সলজ্জ হইয়া প্রণাম করিলেন]

কণ্ব। মা, কি আর বলবো? আশীর্ব্বাদ করি, শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির আদরিণী ছিলেন, সেইরূপ স্বামীর আদরভাগিনী হও, পুরুর ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ কর।

গৌত। এতো আশীর্ব্বাদ নয়—এ যে বর!

কণ্ব। মা, সদ্য আহুতি-প্রদত্ত ঐ অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ কর।

[সকলের পরিক্রমণ]

কণ্ব। বৎসে! যে সকল অগ্নি বেদীর পুরোভাগে এবং পার্শ্বে রক্ষিত যে অগ্নি সানন্দে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দগ্ধ ক'রছেন, সদ্যোহুত সেই পূত বহ্নি, হবির সুগন্ধে পাপক্ষয় ক'রে তোমায় পবিত্র করুন, তোমার কল্যাণ করুন।

[শকুন্তলা বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন]

[প্রদক্ষিণ কালে কণ্বের ঋঙ্মন্ত্র পাঠ]

অমী বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈর্বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু॥

কণ্ব। এইবার দাঁড়াও। শার্ঙ্গরব আর শারদ্বত কোথায়?

শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ

শি-দ্ব। প্রভু, প্রণাম।

কণ্ব। বৎস, তোমরাই তোমাদের ভগ্নীর সঙ্গে যাও।

শি-দ্ব। তথাস্তু দেব।

কণ্ব। শুন শুন দেবতামণ্ডলী. ফের' যারা
সন্নিহিত বনে, শুন তপোবন-তরু,
তোমাদের বারিদান না করিয়া যেই
বিন্দু বারি না করিত পান; পত্র পুষ্প
অলঙ্কারে অঙ্গপ্রসাধনে বহু প্রীতি
আছিল যাহার, তবু স্নেহ বশে যেই
একটি পল্লবচ্ছেদ করে নাই কভু;
প্রথম ফুটিলে ফুল, আনন্দে অধীরা
উৎসবে মাতিত যেই সরলা বালিকা;—
কর আশীর্ব্বাদ, দেহ অনুমতি সবে,—
আজ তোমাদের শত আদরের সেই
শকুন্তলা যায় চলি স্বামিগৃহে তার।

(আকাশ বাণী)

গমনের পথে চল চল সরোবরে
দল দল করুক কমল; সারিবদ্ধ
তরুশ্রেণী তাপত্রাণ ঘনশ্যামপত্র
আবরণে খর-রবি-করে করে যেন
ছায়া সুশীতল; পদ্মগন্ধে আমোদিত
শ্রান্তিহর অনুকূল সুমন্দ পবন
রেণু দিয়ে ঢাকি ধূলিকণা, যাত্রাকালে
পান্থ-পথ শিবময় করে যেন সদা।

[কোকিল ডাকিল ; সকলে বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন]

শার্ঙ্গ। ভগবন্,

কোকিল-কুজনে বান্ধব বিটপীকুল,

সুমঙ্গল অভিমত করিছে ঘোষণা।

গৌত। বৎসে! বনদেবীদের প্রণাম কর। তাঁরা তোমায় মেয়ের মত স্নেহ করেন ; তাঁরা যাবার অনুমতি দিলেন।

শকু। (প্রণামান্তে—জনান্তিকে) প্রিয়ংবদে, আমি তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি সত্য ; কিন্তু, এ তপোবন ছেড়ে যেতে যে পা উঠ্‌ছে না।

প্রিয়। এ কষ্ট কি কেবল একা তোমার ? আশ্রমের দশা দেখ্‌ছো না ? মৃগীর মুখ থেকে কুশাগ্র ঝ'রে প'ড়ছে ; ময়ূরীরা আর আনন্দে নাচে না ; লতাও কাঁদ্‌ছে, ঐ ঝ'রে পড়া পাতা তার অশ্রু। এ সবই যে তোমার জন্য, তোমার বিরহে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) বাবা, আমার আদরের বোন মাধবীলতার সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে আসি ?

কণ্ব। বৎসে, তার সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্দ তো জানি। ঐ যে তোমার দক্ষিণেই সেই মাধবীলতা।

শকু। (নিকটে যাইয়া আলিঙ্গন করিয়া) বোন, লতাটি আমার, তোমার শাখা মেলে আমায় আলিঙ্গন কর। আমি তোমার কাছ থেকে কত—কত দূরেই না আজ স'রে যাচ্ছি। আমায় ভুলে যেও না। (কণ্বের প্রতি) বাবা, তুমি আমায় যেমন ভালবাস তেমনি ভালবেস' এ'কে !

কণ্ব। মা, অনুরূপ পাত্রে তোমার বিবাহ দেব,—প্রথম থেকেই আমার

এই সংকল্প ছিল। তুমি নিজগুণে তোমারি উপযুক্ত পতি পেয়েছ। তোমারি ইচ্ছায় এই সুকান্ত সহকারের সঙ্গে তোমার মাধবীর বিবাহ দেব।

শকু। (সখীদের নিকটে গিয়া) এই মাধবীকে তোমাদের দু'জনের হাতেই দিয়ে গেলেম।

অন ও প্রিয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের কার কাছে দিয়ে যাচ্ছ ?

কণ্ব। আহা ! অনসূয়ে, প্রিয়ংবদে, তোমরা কি কর, ছিঃ—কেঁদ না ; তোমরা যদি এমন আত্মহারা হও, শকুন্তলাকে কে বোঝাবে ?

[পরিক্রমণ,—চোখের জল লুকাইবার জন্যই যেন]

শকু। বাবা, গর্ভভার-মন্থরা আমার সেই হরিণী—সে বাইরে যেতে পারে না, কুটীরের আশে পাশেই বেড়ায়। সে যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব ক'রবে—লোক পাঠিয়ে আমায় খবর দিও বাবা ; ভুলে যে'ওনা।

কণ্ব। না মা, ভুলবো না।

শকু। (ভঙ্গীর সহিত মুখ ফিরাইয়া) আহা—কে—রে, আমার পায়ের কাছে এসে, আমার আঁচল ধ'রে টানিস ?

কণ্ব। যার মুখে কুশ-সূচী বিদ্ধ হ'লে ইঙ্গুদীর তেল দিয়ে ক্ষত সারাতে, শ্যামাধানের তণ্ডুল খাইয়ে তুমি যাকে বড় ক'রেছ, তোমারি কৃতক-পুত্র সেই হরিণশিশুটি যে মা, তোমার গতি রোধ ক'চ্ছে।

শকু। ওরে বাছা, আজ আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি ব'লে কি তুই আমার সঙ্গে চলেছিস্ ? তোর মা তোকে প্রসব ক'রেই মারা যায়, আমিই তোকে এত বড়টি ক'রেছি। আবার আমি চ'লে যাচ্ছি ; এখন

থেকে তোমার ভাবনা যে বাবার। তিনিই তোমায় দেখবেন। ওরে, এখান থেকে ফিরে যা, ফিরে যা। আর আমায় বাধা দিস নি।

[ক্রন্দন করিতে করিতে গমন]

কণ্ব। কেঁদনা মা, অশ্রু নিরোধ কর; চোখের জলে পথ যে দেখতে পাবে না। ভূমি অসমতল, পড়ে যাবে যে!

শিষ্য। ভগবন্‌, এই ক্ষুদ্র জলাশয়; শাস্ত্রবিধি,—এই পর্য্যন্তই তো আত্মীয়জনের অনুগমন করা উচিত। যা বক্তব্য আদেশ ক'রে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

কণ্ব। বেশ, তা'হলে এস, এই বটবৃক্ষের ছায়ায় বসি।

[সকলের উপবেশন]

[সম্মানাস্পদ মহারাজা দুষ্মন্তকে কি বলা যায়, চিন্তা করিতে লাগিলেন]

অন। সখি, এই তপোবনে একটিও প্রাণী নেই, যে তোমার বিরহে কাতর নয়। ঐ সরোবরে দেখ, পদ্মদলের মধ্যে চক্রবাক; তার প্রিয়তমার কথা তার মনে নেই, সে নির্ব্বাক হ'য়ে, তোমার মুখের পানে চেয়ে ব'সে আছে। তার ঠোঁটের মৃণাল ঠোঁটেই র'য়েছে।

শকু। তুমি তাই দেখ্‌ছো! আমি কি দেখ্‌ছি জান?

অন। কি?

শকু। চক্রবাক্‌ পদ্মপাতার আড়ালে প'ড়েছে, এ বিরহটুকুও চক্রবাকীর আর সহ্য হ'চ্ছে না; সে তার প্রিয়তমকে না দেখ্‌তে পেয়ে কেঁদে কেঁদে ব'লছে—"ওগো, দেখা দাও—দেখা দাও, নইলে আমি মরবো, আর বাঁচবো না!"

অন। বালাই, বালাই, ও কথা মুখে এনো না। প্রিয়-বিরহিনী চক্রবাকী যে দুঃখের দীর্ঘ-রাত সহ্য করে শুধু আশার মুখ চেয়ে! আশাই যে ভাই, গুরু বিরহদুঃখকে সইবার মত ক'রে দেয়।

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব, তোমরা রাজার সম্মুখে শকুন্তলাকে উপস্থিত ক'রে বোলো—

শার্ঙ্গ। বলুন দেব!

কণ্ব। বলো—হে রাজন্! উচ্চকুলে জন্ম তব,
স-সাগরা ধরণীর অধীশ্বর তুমি;
আর আমি,—বনবাসী দরিদ্র তাপস,
সংযম বিহনে কোন ধনে অধিকারী
বনে? শকুন্তলা মানসী তনয়া মোর—
লালিতা পালিতা লীলাময়ী প্রকৃতির
কোলে; কাননে কান্তারে, সঙ্গিনী হরিণী,
লতা, বিহঙ্গিনী, চঞ্চলা তটিনী যেন,
—মুক্তপ্রাণ আনন্দের জীবন্ত উচ্ছ্বাস—
স্বর্গের সুষমারাজি মানবী আকারে!
গুরুজন অগোচরে, দৈবের আহ্বানে
স্ব-ইচ্ছায় আত্মদান ক'রেছে তোমারে,
গান্ধর্ব্ব-বিধানে গ্রহণ ক'রেছ তুমি;
দেখো,—অনাদর তাহারে করো না কভু;
বহু মহিষীর মাঝে তুষ্ট রেখো সম-
দৃষ্টি দানে। ইহা হ'তে সৌভাগ্য অধিক

অদৃষ্ট-অধীন—আত্মজন, পরাধীনা
তনয়ার, নাহি করে প্রত্যাশা তাহার।

শার্ঙ্গ। এই কথাই ব'লবো।

কণ্ব। মা, আমরা বনবাসী হ'লেও লৌকিক ব্যবহার অপরিজ্ঞাত নই। তোমাকেও কিছু উপদেশ দেওয়া যে আমার কর্ত্তব্য।

শার্ঙ্গ। ভগবন! ধীমানের অজ্ঞাত কি আছে?

কণ্ব। স্বামিগৃহে গুরুজনে সতত সেবিবে;
মিষ্ট ভাবে তুষিবে সপত্নীগণে প্রিয়-
সখী জ্ঞানে; স্বামী যদি কভু ক্রোধবশে
করেন ভর্ৎসনা,—প্রতিরোষে প্রতিকূলে
তাঁর যেওনা কখনো; অনাসক্ত রহি
ভোগসুখে পরিজনে করিবে পালন;
অন্যথায় হবে' মাতা কুলের কণ্টক।
যেই নারী সযতনে পালে এ আচার।
গৃহিনী গৌরব পদ অভিধান তার॥

গৌত। এই তো বধূদের যোগ্য উপদেশ। বাছা, এ উপদেশ কখনো ভুলো না; চিরদিন মনে গেঁথে রে'খ।

কণ্ব। এস মা, আমাকে আর সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকু। বাবা, সখীরা কি এখান থেকেই ফিরে যাবে?

কণ্ব। হাঁ মা; এরাও তো বিবাহের যোগ্যা হ'য়েছে; তোমার সঙ্গে সেখানে যাওয়া তো এদের উচিত নয়। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।

শকু। (কণ্বের অঙ্কদেশ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা,

মলয়াচল হ'তে উন্মূলিত চন্দনলতার মত, তোমার কোল ছেড়ে আমি দেশান্তরে গিয়ে কেমন ক'রে বাঁচবো ?

কণ্ব। কেন মা, কাতর এত—কিসের কারণ ?
অভিজাত স্বামিগৃহে গৃহিণী-গৌরবে
অতুল বৈভবমাঝে, গুরু কার্য্যভারে
প্রতিক্ষণ রহিবে আকুল ; চির রুচি
রবি, প্রাচী হ'তে উদয় যেমন, সেই
মত বীরপুত্র অচিরে প্রসবি মাতা,
হেরি চাঁদমুখ তার এ শোক ভুলিবে।
তবে কেন কাঁদ, মুছ অশ্রু মা আমার ॥

শকু। (কণ্বের পদতলে পড়িয়া) বাবা, প্রণাম করি।

কণ্ব। আমার ইচ্ছানুরূপ তোমার সিদ্ধিলাভ হোক।

শকু। (সখীদের নিকটে গিয়া) তোমরা দু'জনে একসঙ্গে আমায় আলিঙ্গন কর।

[সখীদ্বয় আলিঙ্গন করিল]

প্রিয়। সখী, সেই রাজর্ষি যদি হঠাৎ তোমায় চিনতে না পারেন, তাঁর নাম-লেখা এই আংটীটি তাঁকে দেখিও।

শকু। কেন, একথা ব'লছো কেন ? তোমাদের এ কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌লো যে !

অন। ভয় করো না ; যেখানে স্নেহ সেইখানেই যে আশঙ্কা।

শার্ঙ্গ। ভগবন্, দ্বিপ্রহর বেলা হ'ল। এঁদের সত্বর হ'তে বলুন।

শকু। (পুনরায় কণ্বের ক্রোড় আলিঙ্গন করিয়া) বাবা, আবার কবে এই আশ্রমে আসবো ?

কণ্ব। দিক্-অন্তপ্রসারিণী বিপুলা ধরণী,
রহি সপত্নী তাহার ; গৌরবে ভুঞ্জিয়া
রাজ্য—দীর্ঘ—দীর্ঘকাল ; একমাত্র বীর
পুত্র-করে সিংহাসন করি সমর্পণ,
মুক্তিপ্রার্থী স্বামিসহ পুণ্যতপোবনে
এই, শান্তি অন্বেষণে আসিবে আবার।

গৌত। বাছা, বেলা বাড়্ছে ; তোমার পিতাকে যেতে বল ; উনি না গেলে দেখ্ছি তোমার আর যাওয়া হয়না।

কণ্ব। মা, তপস্যার বিঘ্ন হ'চ্ছে ; আর তো বিলম্ব ক'রতে পারিনা।

শকু। বাবা, তপস্যায় তোমার উৎকণ্ঠা যাবে ; আমার উৎকণ্ঠা যাবে কি ক'রে ?

কণ্ব। মা, কি ক'রবো কিছু যে বুঝতে পাচ্ছিনা। (ক্ষণপরে) দেখ মা, উটজদ্বারে তুমি যে নীবার ছড়িয়ে ছিলে, তার কেমন অঙ্কুর বেরিয়েছে। এ দেখে যে আমার শোক উথ্লে উঠছে। আর কেন মা মোহে ভোলাও ? যাত্রা কর। পথ তোমার শুভ হোক—কল্যাণময় হোক।

[শকুন্তলা, গৌতমী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

সখীদ্বয়। ঐ যে—ঐ যে শকুন্তলা বনের আড়ালে অদৃশ্য হোল ; আর কি আমাদের সে সুখের দিন ফিরে আসবে ?

কণ্ব। অনসূয়ে, প্রিয়ংবদে, শকুন্তলা চ'লে গেল। কেঁদনা, আমার

সঙ্গে এস। স্নেহের রীতিই এই। এতদিন পরে শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠিয়ে আজ আমি সুস্থির হ'লেম।

গচ্ছিত ধনের মত কন্যা পরকীয়—
পতি তার ন্যায্য অধিকারী।
আজি তারে পাঠাইয়ে স্বামীর সকাশে
মুক্ত মন হোল অবিকারী

পঞ্চম অঙ্ক

সঙ্গীতশালার পার্শ্ববর্ত্তী অলিন্দ

রাজা ও বিদূষক

বিদূ। মহারাজ, ভাবছেন কি? সঙ্গীতশালার দিকে একবার কাণ খাড়া করুন। শুনেছেন সেখানে সুরের ঝঙ্কার? বীণা যে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে! বোধ হয় দেবী হংসপদিকা সা, ঋ, গা, মা, অভ্যাস করছেন!

দুষ্য। আচ্ছা, তুমি একটু চুপ কর, আমি শুনি।

[নেপথ্যে গীত]

দুষ্য। গান অনুরাগে পূর্ণ!

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ, অনুরাগও আছে—অনুযোগও আছে। গানের ভিতরকার মানেটা হৃদয়ঙ্গম ক'রলেন কি?

দুষ্যন্ত। দেবী বসুমতীকে লক্ষ্য করেই এই গান। এ কিন্তু একটি-বার মাত্র প্রণয়বন্ধনের ফল। সখা, তুমি একবার যাও। দেবী হংস-পদিকাকে গিয়ে বল যে, তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'য়েছে, আমি বেশ ভাল ক'রেই তিরস্কৃত হ'য়েছি। এ বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ।

বিদূ। আচ্ছা, মহারাজের যেরূপ অনুমতি। কিন্তু বয়স্য, এখন সেখানে গেলে আমার দশাটা কিরূপ হবে একবার ভাবছেন কি? বনের মাঝে তপস্বীদের দেখলে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরারা এসে যেমন তাদের ঘাড় চেপে ধ'রে তাদের মুক্তির পথটুকু পর্য্যন্ত আর খোলা রাখেনা, তেমনি দেবী হংসপদিকা আমার এই ব্রহ্মশিখাগুচ্ছ তাঁর সহচরীদের এমনি সজোরে টানতে ব'লবেন যে, শেষে আমিও আর মুক্তির পথ খুঁজে পাবনা।

দুষ্য। আরে, নাহে না, তুমি এ সব কাজে পণ্ডিতচূড়ামণি! রসিক পুরুষের মত গিয়ে একবার ব'লেই এসনা?

বিদূ। অগত্যা!

[প্রস্থান।

দুষ্য। একি হৃদয়বৃত্তি! প্রিয়জন-বিরহের ব্যথা নাই, দুঃখের কোন কারণ নাই, তথাপি এই গান শুনে আমার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হোল কেন? যে সর্ব্বসুখে সুখী, রম্য বস্তু দেখে, কি মধুর সঙ্গীত শুনে তারও যে সময়ে সময়ে উৎকণ্ঠা হয়, সে কেবল জন্মান্তরীণ কোন সৌহার্দ্দ্যের সুপ্ত স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তার চিত্তে জেগে উঠে ব'লে; সে প্রিয়স্মৃতি সংস্কারবশে অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু বাহিরে তার প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায়না!

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। প্রভুর জয় হোক! এইমাত্র হিমালয়ের উপত্যকা-অরণ্যবাসী তপস্বীরা সস্ত্রীক মহর্ষি কণ্বের আদেশ বহন ক'রে মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হ'য়েছেন। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

দুষ্য। [সবিস্ময়ে] কি ব'লে? তপস্বিগণ কাশ্যপের সংবাদ নিয়ে সস্ত্রীক এখানে এসেছেন?

কঞ্চু। হাঁ মহারাজ।

দুষ্য। এখনি উপাধ্যায় সোমরাতকে জানাও, তিনি যেন আশ্রমবাসীদের বেদবিহিত সৎকার ক'রে, স্বয়ং তাঁদের এখানে নিয়ে আসেন।

কঞ্চু। যথা আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

দুষ্য। বেত্রবতি, আমায় অগ্নিগৃহের পথ দেখাও।

বেত্র। এইদিকে মহারাজ, এই দিকে।

দুষ্য। সকলেই অভিলষিত বস্তু পেয়ে সুখী হয়; কিন্তু রাজার রাজ্যলাভ দুঃখেরই কারণ। রাজাদের যে প্রতিষ্ঠা, তাতে অভিলষিত বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা চারিতার্থ হয় বটে, কিন্তু প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণের ক্লেশ কিছুতেই নিবারিত হয় না। স্বহস্তে আতপত্রধারণের মত রাজদণ্ড ধারণ সুখকর অপেক্ষা ক্লেশকরই অধিক! বেত্রবতি, কি উদ্দেশে ভগবান্ কাশ্যপ ঋষিদের পাঠিয়েছেন বিবেচনা কর? মনে নানা চিন্তার উদয় হ'চ্ছে। রাক্ষসেরা কি ঋষিদের যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন ক'রছে? কোন দুষ্ট কি তাঁদের প্রতি অত্যাচার ক'রলে, কি আমারই পাপে সেখানকার বৃক্ষলতাদি ফলশূন্য?

বেত্র। না মহারাজ, আমার মনে হয়, মহামুনি কণ্ব আপনার সুশাসনের প্রশংসা করবার জন্যই এঁদের পাঠিয়েছেন।

পুরোহিত, গৌতমী, শকুন্তলা ও কণ্বশিষ্যদ্বয়কে লইয়া কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ

কঞ্চু। আপনারা এইদিকে আসুন।

শার্ঙ্গ। দেখ শারদ্বত, মহারাজ দুষ্যন্ত অতি ভাগ্যবান্। এঁর সুশাসনে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুরক্ষিত; তথাপি নির্জ্জনতাপ্রিয় আমরা, আমাদের এই জনাকীর্ণ নগরীকে অগ্নিগৃহ ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

শার। নগরে প্রবেশ ক'রেই তোমার এই ভাব হ'য়েছে আমি লক্ষ্য ক'রেছি। আমারও ভাই, তোমারই মত অবস্থা। এখানকার এই বিলাসীদের দেখছি, আর মনে একটা অশুচির ভাব উদয় হ'চ্ছে।—যেমন অস্নাতকে দেখলে স্নাত ব্যক্তির মনে হয়, অশুচিকে দেখলে শুচি ব্যক্তি যেরূপ ভাবে, যে চিরস্বেচ্ছাবিহারী, বদ্ধকে দেখলে তার মনে যে ভাব হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ দশাই হ'য়েছে।

শকু। [গৌতমীর প্রতি] মা, সহসা আমার ডান চোখ নেচে উঠ্‌লো কেন? এ কী দুর্লক্ষণ!

গৌত। ও কিছু নয় মা, ও তোমার অমঙ্গল কেটে গেল। কুলদেবতারা তোমার কল্যাণ করুন।

পুরো। [রাজাকে দেখাইয়া] তাপসগণ! ঐ দেখুন, বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ দুষ্যন্ত আপনাদের আগমনের পূর্ব্বেই আসন ত্যাগ ক'রে প্রতীক্ষা ক'রছেন।

বেত্র। [রাজার প্রতি জনান্তিকে] দেব, দেখুন, ঋষিদের মুখ প্রফুল্ল; এঁরা কোন সুসংবাদই এনে থাকবেন।

দুষ্য। [শকুন্তলাকে দেখিয়া] তাপসগণের সঙ্গিনী—পাণ্ডু পত্রের মাঝে নব কিসলয়ের মত—অপরিস্ফুট-লাবণ্যময়ী এ অবগুণ্ঠনবতী কে?

বেত্র। দেব, আমিও জানবার জন্য অতি কুতুহলী হ'য়েছি, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। এমন সৌন্দর্য্য কখনো দেখিনি। এ রূপ দেখবার যোগ্য!

দুষ্য। ছিঃ! স্থির হও; পরস্ত্রী দর্শনের অযোগ্যা।

শকু। (স্বগত) হৃদয়! কেন এমন কাঁপ্‌ছো? আর্য্যপুত্রের সে অনুরাগ স্মরণ ক'রে স্থির হও।

পুরো। [অগ্রসর হইয়া] মহারাজ, তাপসেরা যথাবিধি পূজিত হ'য়েছেন। এঁদের গুরুর কি আদেশ শ্রবণ করুন।

দুষ্য। বলুন, আমি শুনছি।

শিষ্য-দ্বয়। মহারাজের জয় হোক!

দুষ্য। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শিষ্যদ্বয়। ইষ্টলাভ হোক!

দুষ্য। আপনাদের তপস্যার কোন ব্যাঘাত হয়নি?

শার্ঙ্গ। যেখানে আপনি সাধুদের রক্ষক, সেখানে তপস্যার বিঘ্ন কেন হবে মহারাজ? সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের স্থান কোথায়?

দুষ্য। [স্বগত] আমার রাজ-অভিধান আজ সার্থক! [প্রকাশ্যে] পূজ্যপাদ কণ্ব কুশলে আছেন?

শার্ঙ্গ। সিদ্ধপুরুষদিগের কুশল নিজের আয়ত্ত। তিনি আপনাকে অনাময় প্রশ্নের পর জানিয়েছেন—

দুষ্য। কি তাঁর আদেশ বলুন?

শার্ঙ্গ। তিনি ব'লেছেন, তাঁর এই কন্যা শকুন্তলাকে আপনি যে নির্জ্জনে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রেছিলেন, আপনাদের এ মিলনে তিনি সুখী। আপনি যেমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অগ্রণী, শকুন্তলাও তেমনি মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। তুল্যগুণসম্পন্ন বর-বধূর এ শুভমিলনে প্রজাপতি তাঁর চিরদিনের নিন্দাবাদকেই যেন খণ্ডন ক'রেছেন। পুত্রসম্ভাবিতা এই শকুন্তলা,—আপনি সহধর্ম্মিণীরূপে এঁকে গ্রহণ ক'রে, আপনার ধর্ম্ম পালন করুন।

গৌত। আর্য্য! আমারও কিছু বলবার আছে, অনুগ্রহ ক'রে শুনুন; এতক্ষণ বলবার অবকাশ পাইনি। এ বিবাহে শকুন্তলাও যেমন

গুরুজনের মতের অপেক্ষা রাখেনি, আপনিও তেমনি আত্মীয়-বন্ধুদের কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। আপনারা দু'জনেই পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে কাজ ক'রেছেন, সে বিষয়ে আর একজনকে বিশেষ ক'রেই কি ব'লবো ?

শকু। [স্বগত] দেখি, এর উত্তরে আর্য্যপুত্র কি বলেন ?

দুষ্য। [শুনিয়া সশঙ্কভাবে] একি ! এঁরা অদ্ভুত উপন্যাসের মত এ সব কি ব'লছেন ?

শকু। [স্বগত] এঁ্যা—এ কি শুনছি ? এঁর এক একটি কথায় যে আগুনের দাহ !

শার্ঙ্গ। রাজন্! এ আপনি কি ব'লছেন ? আপনারা লোক-ব্যবহারে অভিজ্ঞ ; আপনি তো জানেন, সধবা নারী, সতী হ'লেও, নিরন্তর পিতৃগৃহে থাকলে লোকে তাকে অসতী বলে। স্বামীর প্রিয়ই হোক, বা অপ্রিয়ই হোক, এই জন্যই স্ত্রীলোকের আত্মীয়-বন্ধুরা সর্ব্বতোভাবে তার স্বামিগৃহ-বাসেরই কামনা করেন।

দুষ্য। কি আশ্চর্য্য ! ইনি আমার পরিণীতা ! আমি এঁকে বিবাহ ক'রেছি ?

শকু। [স্বগত] হৃদয়, তুমি যা আশঙ্কা ক'রেছিলে, শেষ তাই হোল !

শার্ঙ্গ। রাজন্! স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের প্রতি বিমুখ হওয়াই কি রাজধর্ম্ম ?

দুষ্য। আমি এখনো বুঝতে পাচ্ছি না, কেন আপনারা এই অসৎ কল্পনা ক'রছেন ? আপনাদের অভিসন্ধি কি ?

শার্ঙ্গ। যারা ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত তাদেরই চিত্ত এমনি বিকারগ্রস্ত হয় বটে !

দুষ্য। যথেষ্ট তিরস্কৃত হ'লেম।

গৌত। মা, দেখছো কি ? আর লজ্জা নয়। মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করি। তা' হ'লেই তোমার স্বামী তোমায় চিনবেন।

[গৌতমী শকুন্তলার ঘোমটা খুলিলেন]

দুষ্য [স্বগত]

একি অপূর্ব্ব সুন্দর কান্তি মলিনতা-
হীন, সহসা উদয় আজি রাজসভা-
তলে ? কহে পরিণীতা বনিতা আমার !
কিন্তু স্থিরচিত্তে মথিত করিয়া স্মৃতি
কোন মতে না পারি আনিতে স্মরণের
পথে, সত্য কিংবা মিথ্যা এই ভাষ !
বুঝিতে না পারি কর্ত্তব্য আমার কিবা ?
ভোগে ত্যাগে সমদ্বন্দ্ব হৃদয়ের মম,—
অসমর্থ ভ্রমর যেমন, গ্রহণে বা
পরিহারে, হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমেরে।

বেত্র। [স্বগত] প্রভু ধর্ম্মের দিকে চেয়ে অপেক্ষা ক'রছেন। এমন অনায়াসলব্ধ রূপসীকে দেখে কে এমন বিচার ক'রতে সমর্থ হয় ? এ পৌরবরাজ দুষ্যন্তেই সম্ভব।

শার্ঙ্গ। রাজন্ ! নীরব কেন ?

দুষ্য। ঋষিগণ, ক্ষমা ক'রবেন ; অনেক চিন্তা ক'রে দেখলেম, আমি যে এঁর পাণিগ্রহণ ক'রেছি, সে কথা কিছুতেই স্মরণ ক'রতে পারলেম না।

আমি এই গর্ভবতী নারীকে গ্রহণ ক'রে নিজেকে পরদারাসক্ত কামুক ব'লে প্রতিপন্ন করি কি ক'রে ?

শকু। (স্বগত) আমায় ধিক্ ! বিবাহেই সন্দেহ ! আমার সে দুরাশা আজ কোথায় ?

শার্ঙ্গ। ভাল, মনে না পড়ুক, গ্রহণ না করেন, একটা কথা স্মরণ করুন। আপনি এই পবিত্রা তাপসকুমারীকে স্পর্শ ক'রেছেন। মহর্ষি কণ্ব তা জেনেও যখন আপনার কাছে এই কন্যাকে পাঠিয়েছেন, তখন তাঁকে অবহেলা করা কি আপনার কর্ত্তব্য ? ভেবে দেখুন, তপোবনে আপনি দস্যুতা ক'রে এই নারীকে গ্রহণ ক'রেছিলেন, তা জেনেও দস্যুকে অপহৃত দ্রব্য দানের মতই মহামুনি কণ্ব তাঁর এই কন্যা আপনাকে দান ক'রেছেন।

শার। শার্ঙ্গরব, স্থির হও। শকুন্তলা, আমাদের যা বলবার সবই ব'লেছি। আর তুমিও শুনলে ইনি কি ব'ল্লেন ? এঁর যখন আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস হ'চ্ছে না, তখন তুমিই এঁর বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দাও।

শকু। [স্বগত] আমি—আমি কি ব'লবো ? সে ভালবাসার যখন এই পরিণাম, তখন এঁকে আর মনে করিয়ে দিয়েই বা কি লাভ ? কিন্তু রাজসভায় বহুজনসমক্ষে এ কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে নীরব থাকিই বা কি ক'রে ? [প্রকাশ্যে] আর্য্যপুত্র ! [অর্দ্ধোক্তভাবে] না—বিবাহেই যখন সন্দেহ, তখন আর এ সম্বোধন কেন ? এ সম্বোধনে আমার অধিকার ? [অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে] পৌরব ! অনভিজ্ঞা আশ্রমচারিণী সরলা বালিকা তার অন্তরের অকপট অনুরাগ আপনার চরণে নিবেদন ক'রেছিল ; আপনি দয়া ক'রে তা গ্রহণ

ক'রেছিলেন, যথানিয়মে এই অভাগিনীর পাণিগ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু এখন আমাকে এমন ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'চ্ছেন কোন্ অপরাধে? কোন্ পাপে? বলুন—একি আপনার কর্ত্তব্য? আপনার ধর্ম্ম?

দুষ্য। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া

শান্ত হও নারি! কুলধ্বংসী নদী যথা
কলুষিত করে স্বচ্ছ জলরাশি তার,
তীর তরু করে উন্মুলিত, সেইরূপ
কলঙ্কের কালি ঢালি নিজকুলে, চাহ
পাপপঙ্কে নিপাতিত করিতে আমারে?

শকু। ভাল, যদি পরনারীজ্ঞানে ধর্ম্মভয়ে
প্রত্যাখ্যান কর গো আমারে, নাহি ভয়
ওহে সদাচারি! তব দত্ত অভিজ্ঞান—
একমাত্র সাক্ষী অভাগীর, অরক্ষিত
তপোবনে নিভৃত প্রণয়ে আদরের
উপহার প্রথম তোমার, এই সেই
অঙ্গুরীয় দেখ, সংশয় করিবে ছেদ
এখনি তোমার।

দুষ্য। ভাল, যুক্তি সমীচীন।

শকু। [করাঙ্গুলি দেখিয়া—অতি বিষাদে গৌতমীর দিকে চাহিয়া]
মা, মা, একি, কোথা গেল অঙ্গুরীয় সেই?

গৌত। হ'য়েছে মা, তুমি যখন শক্রাবতারে শচীতীর্থের জলে অঞ্জলি দাও, বোধ হয় সেই সময়ে আংটিটি নদীতে প'ড়ে গেছে।

দুষ্য। [মৃদু হাসিয়া] চমৎকার! জনপ্রবাদ দেখছি এতটুকু মিথ্যা নয়। এই জন্যই বলে স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি।

শকু। ওঃ—এও শুনতে হোল! না না, এ বিধাতার বাদ! এখানে দৈবই বলবান্। কিন্তু আমার যে আরও বলবার ছিল, কত কথা, কত স্মৃতি! সে সবই যে আমার অভিজ্ঞান!

দুষ্য। বেশ, যদি তাই হয়, বলো—আমি শুন্‌তে প্রস্তুত।

শকু। একদিন আপনি বেতসলতাকুঞ্জে ব'সে, আপনার হাতে একটি পদ্মের পত্রপুটে জল—

দুষ্য। তারপর?

শকু। আমার পালিত পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ হরিণশিশুটি এলো। প্রথমে 'এ পান করুক' ব'লে সেই জল আপনি তাকে দিলেন। কিন্তু অপরিচিত দেখে সে আপনার কাছে গেল না; তখন আমি সেই জল তার মুখে ধ'রলেম, সে পান ক'রলে। আপনি পরিহাস ক'রে ব'ল্লেন—'দু'জনেই বুনো কি না? আপনার জনকে সকলেই বিশ্বাস করে'।

দুষ্য। আরো চমৎকার! স্বার্থসাধনে তৎপরা নারীর সুমিষ্ট মিথ্যায় দুর্ব্বলচিত্ত বিষয়িগণই আকৃষ্ট হয়; কিন্তু রমণি, এখানে সে আশা নাই।

গৌত। মহাভাগ, এ আপনি কাকে কি ব'লছেন? এই শকুন্তলা তপোবনে পালিতা; কপটতা, শঠতা, মিথ্যাচার কাকে বলে, সে তা কল্পনায়ও জানে না। এর সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণা ক'রবেন না রাজা!

দুষ্য। বৃদ্ধ তপস্বিনি, মানুষ তো দূরের কথা, ইতর প্রাণীর স্ত্রী-জাতিরাও স্বভাববশে কপটতা শেখে; এ তাদের জন্মগত সংস্কার।

কোকিল নিজের শাবককে পরনীড়ে রাখে লালনপালনের জন্য, এ কথা কে না জানে ?

শকু। [সরোষে] যথেষ্ট হ'য়েছে ! অনার্য্য !

সভাসদ্‌গণ। [বিস্মিতভাবে] অনার্য্য ?

শকু। অনার্য্য ! তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত ধর্ম্মের আবরণে ঐ ধর্ম্মাসনে ব'সে, সকলকেই নিজের মত মনে করেছ ! পৃথিবীতে এমন হীন আর কে আছে যে, তোমার এই হীনতার অনুকরণ ক'রবে ?

দুষ্য। [স্বগত]

স্বভাবে অভাব নহে রোষ রমণীর !
বিভ্রম-বিহীনা কান্তি, ঋজু দৃষ্টি, রক্ত
আঁখি, পরুষ অক্ষর বাণী উচ্চারিত
দৃঢ়স্বরে ;—বিম্ব ওষ্ঠ শীতক্লিষ্ট যেন
কাঁপে থরথর ; ভ্রূধনু বঙ্কিম, এক
সাথে দুই প্রান্তে প'ড়েছে নামিয়া ; আমি
স্মৃতিভ্রংশে কঠোরহৃদয়ে প্রত্যাখ্যান
করিনু বালায়, আর আরক্তনয়না
বামা আছাড়ি ফেলিল ভাঙ্গি—বাঁকা
ফুলধনুখানি—আঁকা যুগ্ম-ভ্রূ আননে
তাহার ? লো ভদ্রে, রোষ পরিহরি শুন
বাণী, প্রথিত জগতে দুষ্যন্ত-চরিত-
কথা ; কলুষপরশ হীন একমাত্র
নহি—নহি আমি ; রাজ্যমাঝে প্রজাপুঞ্জ
মোর নির্ম্মুক্ত সতত এ পাপ হইতে।

শকু। মুখে মধু অন্তরে গরল, পুরুবংশে
অসংশয়ে করি বিশ্বাস স্থাপন, হা—হা—
ধিক্ মোরে—শত ধিক্ আজি, প্রতিদানে
তার—বিনা দোষে লজ্জাহীনা বারাঙ্গনা-
সম ধরামাঝে লাঞ্ছিতা হইনু শেষে !

শার্ঙ্গ। যৌবনচাপল্যবশে গোপনে প্রণয়,
আত্মদান গোপনে অজ্ঞাতজনে,
পরীক্ষাবিহনে সৌহার্দ্দস্থাপনে– ফল
তার বিষময় হেন ; প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-
সম পূর্ব্বপ্রীতি দগ্ধ করে হৃদি ; করে
ছিন্ন সখ্যতাবন্ধন ; মিত্র হয় অরি ;
প্রণয় বিদ্বেষরূপে হয় পরিণত !

দুষ্য। কি আশ্চর্য্য ! আপনারা কেবল এই নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে, বিনা অপরাধে আমাকেই তিরস্কার ক'রচেন ? এ কিরূপ আচরণ আপনাদের ?

শার্ঙ্গ। সভাসদ্‌গণ ! আপনারা সবই শুনলেন, এখন আপনারাই বলুন, কার কথা বিশ্বাসযোগ্য ? এই সরলা, সংসারে-অনভিজ্ঞা বালিকা, যে আজন্ম পবিত্র তাপস আশ্রমে পালিতা হ'য়েছে, যে শঠতা জানেনা, বঞ্চনা জানেনা, মিথ্যার সঙ্গে যার কখনো পরিচয় নাই, মহামুনি কণ্ব যাকে পবিত্রা জ্ঞানে এখানে পাঠিয়েছেন, তার কথা গ্রহণ ক'রবেন ? না—যারা আবাল্য পরবঞ্চনা-বিদ্যায় পটু, শাঠ্য, কপটতা, মিথ্যাচার যারা কলাবিদ্যার মত শিখেছে, তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রবেন ? বলুন, এখানে কে বিশ্বাসযোগ্য ? ঐ রাজা দুষ্যন্ত—না, এই শকুন্তলা ?

দুষ্য। ঋষি, আপনি শান্ত হোন, বুঝুন ; আপনি যা ব'ল্লেন, আমি তা স্বীকার ক'রে নিলেম ; স্বীকার ক'রলেম যে আমি অসত্যবাদী ; কিন্তু, বলুন তো, এই নারীকে বঞ্চনা ক'রে আমার কি লাভ ?

শার্ঙ্গ। লাভ—বিনিপাত !

দুষ্য। পৌরবের পক্ষে 'বিনিপাত'-কামনা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

শার। শার্ঙ্গধর, অনেক হ'য়েছে, আর বাদপ্রতিবাদে প্রয়োজন নাই ; আমরা গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন ক'রেছি ; আমাদের আর এখানে প্রয়োজন কি ? চল আমরা যাই। [রাজার প্রতি] ইনি আপনার পত্নী ; আপনি এঁকে ত্যাগই করুন বা গ্রহণই করুন—সে আপনার ইচ্ছা। স্ত্রীর উপর কেবল স্বামীরই একমাত্র অধিকার। আমাদের বলবার আর কিছুই নাই। গৌতমি, আগে চলুন।

[প্রস্থানোদ্যত]

শকু। এঁ্যা—একি ! এও কি সম্ভব ? এই বঞ্চক আমায় ত্যাগ ক'রলে, তা দেখেও তোমরা আমায় কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাও ?

[অনুসরণ করিলেন]

গৌত। [ফিরিয়া] মা—মা আমার ! (শকুন্তলাকে বক্ষে লইয়া) বৎস শার্ঙ্গরব, বাছাকে তার নিষ্ঠুর স্বামী ত্যাগ ক'রলে, বাছা আমার কোথায় যাবে ?

[সভীতা শকুন্তলা কাঁপিতে লাগিলেন]

শার্ঙ্গ। শোন শকুন্তলা, তোমার স্বামী যা ব'ল্লেন, যদি তুমি সত্যই তাই হও, তা'হলে জেনো—তোমার পিতৃগৃহে কুলটার স্থান নাই। আর

যদি মনে জ্ঞানে জান তুমি সতী, তা'হলে স্বামিগৃহে দাসীবৃত্তিই তোমার গৌরব। তোমার অন্য গতি নাই। তুমি এইখানেই থাক আমরা চ'ল্লেম।

দুষ্য। ঋষি, কেন এঁকে বঞ্চনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন? সূর্য্য পদ্মকেই প্রকাশ করে, চন্দ্র কুমুদিনারই বিকাশক। যাঁরা জিতেন্দ্রিয় তাঁরা পরস্ত্রী স্পর্শ করেন না। এ গৃহে পরনারীর স্থান নাই।

শার্ঙ্গ। নানাকার্য্যে পূর্ব্ববৃত্তান্ত তো ভুলে যেতেও পাবেন? যদি এতই ধর্ম্মভয়, তবে দুর্ব্বল স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ ক'চ্ছেন কোন্ ধর্ম্মে?

দুষ্য। [পুরোহিতের প্রতি] ভাল, আপনিই বিচার করুন। হয় আমার স্মৃতিভ্রংশ হ'য়েছে, না হয় এই রমণী মিথ্যা ব'লছেন। এই সংশয়স্থলে স্ত্রী ত্যাগ করি, না, পরস্ত্রী-স্পর্শে আত্মাকে কলুষিত করি?

পুরো। [ভাবিয়া] বেশ, আমি যেরূপ বলি সেইরূপ কর।

দুষ্য। বলুন দেব!

পুরো। ইনি প্রসব পর্য্যন্ত আমার গৃহেই থাকুন।

দুষ্য। তাতে কি হবে?

পুরো। সাধুরা ব'লেছেন—আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত হবে মুনির দৌহিত্র যদি সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হ'ন, তা'হলে পরম আদরে এঁকে গ্রহণ ক'রবেন। যদি অন্যরূপ হয়, এঁকে পিতৃভবনে পাঠিয়ে দেবেন।

দুষ্য। গুরুদেবের যেরূপ অভিরুচি।

পুরো। বৎসে, আমার সঙ্গে এস।

শকু। না—না—আমি এমন ক'রে বেঁচে থাকবো না,—বেঁচে

থাকতে পারবো না। মা বসুন্ধরে, তোমার গর্ভে আমায় স্থান দাও। যেন এ মুখ আর কাওকে দেখাতে না হয়!

[প্রস্থান।

[সকলে তাঁহার অনুগমন করিল। কেবল রাজা—শাপে লুপ্তস্মৃতি—বিমূঢ়ের মত শকুন্তলার চিন্তা করিতে লাগিলেন]

(নেপথ্যে)। কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য!

দুষ্য। এ আবার কি?

পুরোহিতের বেগে পুনঃপ্রবেশ

পুরো। মহারাজ, অদ্ভুত ঘটনা!—

দুষ্য। কি?

পুরো। কণ্বশিষ্যেরা চ'লে গেলে, সেই বালিকা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে কাঁদতে লাগলো।

দুষ্য। তারপর?

পুরো। দেখতে দেখতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণীমূর্ত্তি বালিকাকে শূন্যে তুলে নিয়ে অপ্সরাতীর্থের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

দুষ্য। পূর্ব্বেই যাকে পরিত্যাগ ক'রেছি, তার সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আর ফল কি? আপনি যান, বিশ্রাম করুন। বেত্রবতি, হৃদয়ভারে কাতর আমি,—শয়নগৃহের পথ দেখাও।

বেত্র। মহারাজ, এই দিকে—এই দিকে—

দুষ্য। এই পরিত্যক্তা মুনিকন্যাকে বিবাহ করেছি কি না, স্মরণ হয় না, কিন্তু মন ব'লছে—এ যেন আমার বিবাহিতা!

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রবেশক

রাজশ্যালক নগরপাল এবং তৎপশ্চাৎ দুই জন প্রহরী
একজন জেলেকে বাঁধিয়া লইয়া প্রবেশ করিল।

প্রহরীদ্বয়। (মারিতে মারিতে) বল্ বেটা চোর,—এই হীরে মাণিক জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে, রাজার নাম লেখা এ আংটী কোথায় চুরি কল্লি বল্?

জেলে। দোহাই বাবারা, দোহাই তোমাদের, মুই অমন গোলমেলে কাজটি করি নাই বাবা!

১ প্রহরী। তা ক'রবে কেন? রাজা তোমাকে ওটি সদ্‌ব্রাহ্মণ ব'লে দান ক'রেছেন—না?

জেলে। তবে শোনেন কর্ত্তা, মুই জেলে বটি গো, এই শক্রাবতারে মোর ঘরটি।

২য় প্রহরী। ব্যাটা চোর, তোর জাতের খবর কে জিজ্ঞাসা ক'রছে রে নচ্ছার!

নগরপাল। ওহে সূচক, ও কি ব'লছে ব'লতে দাও; কথার মাঝখানে বাধা দিওনা।

২য় প্রহরী। যোনাই মশাই যে আজ্ঞে। বল্ ব্যাটা কি বলছিলি।

জেলে। এই জাল বড়িশ দিয়ে নানান পেরকারে মাছ মেরে মুই সংসার পিরতিপালন করি।

নগরপাল। বড় ভাল কাজই ক'রে থাক! ভারি সৎ কাজ!

জেলে। অমন কথাটি ব'লবেন নি বাবা! ও ঝার ঝা জাত-ব্যবসা টি গো। এই ছ্যাখ না শালা বাবা, এই বেরাম্ভন পুরুত মশাইয়েরা, এ দিকে কেমন ভাল মানুষ গো,—কিন্তন্ জাতব্যবসা—পুজোয় পাঁটা মারা বাদ দেন না!

নগরপাল। আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর?

জেলে। একদিন একটা বড় এই গিয়ে রুই মাছ না কাট্‌চি, তার পেটের মদ্দিতে বেরুল এই আংটী, চেয়ে দেকি, একেবারে হীরে মাণিক জ্বল্ জ্বল্ করচেন বটে, তার পর সেটা বেচা ক'র্ত্তে না এনেই যেমন দোকানে দেখেইচি, আর অমনি তোমরা বাবারা ধ'রে ফেলেচ। এই ঝা ক'রে পেইচি তা বন্নু, এখন মারই আর কাটই।

নগরপাল। জানুক, এর গায়ে কিন্তু কাঁচা মাছের গন্ধ; এ বেটা যে, গোসাপ-খেগো জেলে তাতে সন্দেহ নেই। এ এই আংটী পেলে কোথা থেকে ভাল ক'রে তার খবর নিতে হবে। আমি একবার রাজ-বাড়ীতেই যাই। মহারাজকে দেখিয়ে আসি।

প্রহরীদ্বয়। যে আজ্ঞে। চল্ ব্যাটা গাঁটকাটা!

নগরপাল। সূচক, তোমরা পুরদ্বারে অপেক্ষা কর। সাবধানে থেক, আমি এই আংটী পাবার খবর প্রভুকে জানিয়ে তিনি কি বলেন, তাঁর আদেশ নিয়ে আসছি।

প্রহরীদ্বয়। যান্ বোনাই মশাই যান্, রাজাকে দেখিয়ে খুসী ক'রে আসুন।

[নগরপালের প্রস্থান

সূচক। জানুক, বোনাই মশায়ের দেরী হ'চ্ছে না ?

জানু। আরে ভাই, রাজরাজড়ার দেখা পাওয়া কি সহজে যায়। সময় হবে তবে তো !

সূচক। এর গলায় মালা পরিয়ে মশানে নিয়ে যাবার জন্যে আমার হাত নিস্ পিস্ ক'রছে !

জেলে। খান্‌কা খান্‌কা মানুষ খুনটি করা কিন্তুন্ উচিৎ লয় বটে!

জানু। (দেখিয়া) ঐ দেখ, ঐ আমাদের কর্ত্তা, রাজার হুকুম নিয়ে আসছেন, এই এখনি হয় শকুনের নয় কুকুরের পেটে যাবি।

নগরপালের পুনঃ প্রবেশ

নগরপাল। সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আংটী পাবার কথা ও যা ব'লেছে, সবই সত্য।

সূচক। বোনাই মশায়ের যেমন হুকুম ! এ ব্যাটা কিন্তু যমের বাড়ী থেকে ফিরে এলো ! [বাঁধন খুলিয়া দিল]

জেলে। (নগরপালকে প্রণাম করিয়া) কর্ত্তা, আজ কিন্তুন্ খাবো কি ক'রে ?

নগরপাল। রাজা এই আংটির দাম তোমায় দিয়েছেন। (অর্থ-প্রদান)

জেলে। (প্রণাম করিয়া) কর্ত্তা, বড়ই দয়া কর'লে এই অধমের পিরতি।

সূচক। হাঁ, দয়া ব'লে দয়া, একবারে শূল থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হোল !

জানুক। বোনাই মশাই, বক্‌সিসের বহর দেখে মনে হ'চ্ছে, আংটিটি দামী, মহারাজের সখের।

নগরপাল। আংটির রত্নের আদর ক'ল্লেন ব'লে মনে হোল না; মনে হোল, এই আংটিটি দেখে, মহারাজের কোন প্রিয় জনের কথা মনে প'ড়লো। মহারাজা অমন গম্ভীর, কিন্তু তবু দেখলেম, তাঁর চোখ দিয়ে জল প'ড়লো।

সূচক। যাক্! মহারাজের একটা ভাল কাজই ক'ল্লেন।

জানুক। (ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া) হাঁ, এই ব্যাটা জেলের জন্য।

জেলে। এই নিন কর্ত্তারা। আমি যা পেইচি তার অর্দ্ধেক নিয়ে ফুল কিনে প'রবেন।

জানুক। বেটার ধর্ম্মজ্ঞান আছে দেখছি।

নগরপাল। ধীবর, তুমি মহৎ। আজ থেকে আমাদের বন্ধু হ'লে। চল, মামার বাড়ী গিয়ে কাদম্বরী সাক্ষী রেখে প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপন করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রবেশক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

রাজ উদ্যান

সানুমতীর প্রবেশ

গীত

ধীরে—ধীরে—নামি ধীরে—ধরণী'পরে !
বিরহিণী বালা সহে কত জ্বালা,
দিবানিশি তার নয়ন ঝরে !
অবনীর প্রাণী কেমন না জানি
(দেখি) বিরহী কাঁদে কি না কাঁদে তাহারি তরে।

গীতান্তে পরভৃতিকার প্রবেশ

পরভৃতিকা। তাইতো বলি, প্রাণটা হঠাৎ আনচান ক'রে উঠ্‌লো কেন ? এই যে! মধুমাস তা'হলে এসেছেন ? বসন্তের জীবনসর্ব্বস্ব থলো থলো আমের মুকুল দেখা দিয়েছে! ভাল, ভাল, সুপ্রভাত! হে আম্র-মুকুল, তুমি বসন্তের অগ্রদূত, তোমায় একটা প্রণাম করি। তুমি একটু শুভদৃষ্টি দিও,—এমন বসন্তকাল যেন বৃথায় না যায় !

মধুকরিকার প্রবেশ

মধুকরি। কিলো পরভৃতিকে, একলাটি পাগলের মত বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি ব'ক্‌ছিস ?

পরভৃ। হায় হায়! তা বুঝি জানিস নি! আমের মুকুল দেখে পরভৃতিকে যে পাগল হ'য়ে উঠেছে ভাই!

মধুকরি। বলিস কি? ওঃ—তাহ'লে বসন্তের শুভাগমন হ'য়েছে বল্?

পরভৃ। হাঁগো মধুকরিকে! এই তো তোর গুনগুন ক'রে গান গাইবার সময়। এখনো বুঝতে পারিস নি?

মধুকরি। ওলো, হ্যাঁলো, ঠিক ব'লেছিস লো! প্রাণটা যে আমার সত্যই গুনগুন ক'রে উঠছে! একটা গেয়েই ফেলি, কি বলিস্? আয়, তুইও সুর ধর।

উভয়ের গীত

মধুকরি। এসেছে বসন্ত সই,—আকুল মুকুল সহকারে!
　　সাড়া যে তার মনের মাঝে, বাজলো বাঁশী হৃদয়দ্বারে!
পরভৃ। পথহারা সুর এসেছে ফিরে,—আমোদে নাচবো কিরে,
মধুকরি। আজ শুধু ভালবাসা, গান-গাওয়া, হাসা,
　　নেওয়া দেওয়া প্রাণ ভালবাসি যারে!
পরভৃ। কথা সারাটি রাত—আদরে ধরিতে হাত,
মধুকরি। ঘুমেরে দিয়ে লো ফাঁকি,—অধরে অধর রাখি,
উভয়ে। উজাড় করিয়া দিব মধু ভারে ভারে!
　　দেখবো এবার মধুমাসে কে জিনে কে হারে!

মধুকরি। ওলো, তা'হলে তুই আমায় একটু ধর ভাই। আমি তোর ঐ নিটোল কাঁধটিতে ভর দিয়ে, ডিঙ্গী মেরে দু'টো আমের মুকুল পেড়ে কন্দর্পদেবের পূজা করি; যেন, এই ভরা বসন্তে তিনি আমার প্রতি একটু প্রসন্ন হন।

পরভৃ। তা আয়, তাতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু ভাই পূজোর ফলের অর্দ্ধেক যেন আমি পাই।

মধুকরি। সে কথা ব'লে আর কষ্ট ক'রছিস কেন ভাই ? পূজোর ফল আমি পেলেই তোর পাওয়া হবে। আমরা যে ভাই, দুই দেহে এক প্রাণ! আমি খাব ফল পেট ভ'রবে তোর। নে আয়

[কাঁধে ভর দিয়া আমের মুকুল পাড়িল]

দেখ ভাই, এ ছোট্ট মুকুল, ফুটতে এখনো দেরী আছে, তবু বোঁটা থেকে মুচ্ড়ে ভেঙ্গে নিইছি ব'লে গন্ধে ভর্ ভর্ ক'রছে কেমন! (যুক্ত করপুটে) হে অনঙ্গ, আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর। তোমায় আর বেশী কি ব'লবো দেব, এই সুগন্ধ আমের মুকুল তোমায় উৎসর্গ ক'রলেম ; তুমি তো আগে থাকতেই তোমার ধনুকে পাঁচ পাঁচটি চোখা চোখা বাণ সানিয়ে রেখেছ, এগুলি তোমার ষষ্ঠ বাণস্বরূপ হোক ; আর যে যুবতীদের স্বামী প্রবাসে আছে, সেই সব বিরহিণীদের বুকে এই বাণ এমনি ক'রে বিঁধিয়ে দাও যেন তারা জ্বালার চোটে সারারাত ছটফট ক'রে মরে!

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। আরে, এ ছুঁড়ীদের দেখছি কিছু মাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই। মহারাজ বসন্তোৎসব ক'রতে বারণ ক'রেছেন, আর তোরা স্বচ্ছন্দে আমের মুকুল ভাঙ্গছিস্ ?

উভয়ে। বলেন কি কঞ্চুকী মশাই, তা'হলে কাজটা তো বড়ই অন্যায়

হ'য়ে গিয়েছে। মহারাজ যে, উৎসব ক'রতে বারণ ক'রেছেন, আমরা তো তার বিন্দুবিসর্গও শুনিনি ?

কঞ্চুকী। তা শুনবি কেন ? তোদের ও বয়সে অনেক জিনিসই তোরা শুনেও শুনিসনা কিনা! শোনেননি! ন্যাকা! বসন্তের গাছ শুনলে, গাছের পাখী শুন্‌লে, আর তোরা শুন্‌তে পেলিনে ? তা বেশ, শুন্‌তে না পাস, চোখেও কি ছাই দেখতে পাসনে ? দেখছিস নে, আমের মুকুল বেরিয়েছে, কিন্তু তাতে পরাগ নেই ; কুরুবক সেজেগুজে উঁকি মারছেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত,—ফুটতে আর সাহস হ'চ্ছে না, ঐ মুকুলেই আছেন ; দুর্দ্দান্ত শীত কবে চ'লে গেল, কিন্তু ব্যাটা কোকিল আর ডাক্‌লে না—গলা ভেঙ্গেই ব'সে রইল! আর এও তো অতি তুচ্ছ বুঝিচিস, অমন যে প্রবলপ্রতাপ কন্দর্পদেব, যিনি কথায় কথায় তোদের মত ছুঁড়ীদের মাথা খান, তিনিই তাঁর বিশ্ববিজয়ী ধনুক অর্দ্ধেক না টেনে, খাপ থেকে বাণ খানিকটা না বার ক'রে, ভয়ে মাঝপথে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন!

সানু। (তিরস্করিণী বিদ্যায় অদৃশ্য থাকিয়া) রাজর্ষির প্রভাব এমনিই বটে!

পরভৃ। দেখুন কঞ্চুকী মশাই, আমরা রাজবাড়ীতে নতুন এসেছি। রাজার শালা মিত্রাবসু আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন বাগানের কাজ করবার জন্য ; এ সব কথা আমরা তো কিছুই জানি না। এবারটির মত আমাদের মাপ ক'রবেন!

কঞ্চু। যা ছুঁড়ীরা—নাক, কাণ মল্‌, এমন কাজ আর করিস না।

উভয়ে। কঞ্চুকী মশাই!

কঞ্চু। ওঃ—ভারি ন্যাওটো যে ? কেন, আবার কি ?

পরভৃ। যদি ব'লতে কোন বাধা না থাকে, দয়া ক'রে বলুন না মহারাজ বসন্তোৎসব ক'রতে বারণ ক'রেছেন কেন ?

কঞ্চুকী। ওরে, সে বড় মজার কথা। [স্বগত] সবাই যখন শুনেছে, তখন এদেরই বা ব'লতে বাধা কি ? [প্রকাশ্যে] শুনবি— শুনবি ? শোন্, শুনে শেখ, ভালবাসা কাকে বলে ? এই শকুন্তলাকে রাজা যে ত্যাগ ক'রেছিলেন সে কথা তোরা জানিস তো ?

মধু। তা আর জানিনে ? আংটী পাওয়া পর্য্যন্ত সব কথাই রাজামশায়ের শালার কাছে শুনেছি।

কঞ্চু। তবে আর কি, অনেকখানি তো এগিয়ে রেখেছিস। তা' হ'লে আমায় আর বেশী বকতে হবে না। শোন্, যেই না সেই আংটী দেখা, মহারাজের অমনি সব কথাই মনে প'ড়ে গেল ; সেই কবে লুকিয়ে বিয়ে ক'রেছিলেন, তারপর মোহবশে আবার কবে তাঁকে পরিত্যাগ করেন—সব! সেই থেকে তাঁর আক্ষেপের আর অবধি নেই।

উভয়ে। আহা ! তা তো হবেই। তার পর ?

কঞ্চু। তারপর আর কি ! সত্যি ভালবাসলে যা হ'য়ে থাকে তাই হ'য়েছে ! অমন সৌখিন যে আমাদের মহারাজ, তাঁর আর এখন কোন সখ নেই, পৃথিবীর সমস্ত সখের জিনিসেই তাঁর বিরাগ। রাত্রে নিদ্রা নেই, রাজকার্য্যে মন নেই, মন্ত্রীরা দেখাই পান না ! আহা ! উদার প্রকৃতি ! অন্তঃপুরে মহিষীদের সঙ্গে সৌজন্যবশে দেখা করেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে, অন্যমনস্কে বুঝেছিস ছুঁড়ীরা, শকুন্তলার নাম ক'রে ফেলেন। হাঃ হাঃ হাঃ ! তার পরেই আবার নিজের ভুল বুঝে লজ্জায় অধোবদন হ'ন।

পরভৃ। আহা! কঞ্চুকী মশায়, শুনে বড়ই আনন্দ হোল।

কঞ্চু। তা আর হবে না? মনে হোল বুঝি, তোদের জন্য যদি কেউ এমনি করে?—না? তা সে কপাল কি আর তোরা করিছিস?

মধু। তা কেন? আনন্দ হোল এই জন্য যে, কাজটা ঠিকই হ'য়েছে।

কঞ্চু। এই জন্যই সব উৎসব বন্ধ আছে; বুঝলি ছুঁড়ীরা?

নেপথ্যে—বেত্রবতী। এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন!

কঞ্চু। এই যে মহারাজা এই দিকেই আসছেন। স'রে পড়্ ছুঁড়ীরা, নিজেদের কাজে যা।

উভয়ে। ওমা! তাই তো, চ'—চ' পালাই—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

তাপসবেশধারী রাজা, বিদূষক ও প্রতিহারীর প্রবেশ

কঞ্চু। (স্বগত) আহা। যে সুন্দর, তাকে সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়। অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এখন সব আভরণই ত্যাগ ক'রেছেন। কেবল বাম হাতে এক গাছি মাত্র সোণার বালা আছে—তাও আবার রোগা হ'য়েছেন ব'লে ঢল ঢল ক'চ্ছে; চিন্তায় নিদ্রা নেই, তাই রাত জেগে জেগে চোখ দু'টী লাল হ'য়েছে; দীর্ঘশ্বাসে অধরোষ্ঠ মলিন; শরীর কৃশ কিন্তু তবু নিজতেজে—পালিশ করা মহামণির মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে!

সানু। আহা! বিরহ যেন মূর্ত্তি ধ'রে সামনে দাঁড়িয়ে! ইনি শকুন্তলাকে বিনা দোষে ত্যাগ ক'রেছেন, এ তার দারুণ অপমান; কিন্তু তবু শকুন্তলা যে এঁর জন্য কাতর, সে এতটুকু অসঙ্গত নয়।

দুষ্যন্ত। (মন্দ মন্দ পরিক্রমণ করিয়া)

বার বার প্রিয়তমা করালে স্মরণ,
নিদ্রাচ্ছন্ন হৃদয় আমার, মোহবশে
জাগিলেনা তুমি ; মন্দভাগ্য, তারপর
জাগিলে কেবল স্মৃতির তাড়নে হায়,
সহিবারে সদা দুঃসহ সন্তাপ এই !

সানু। এও শকুন্তলারই অদৃষ্ট ! হা হতভাগিনি !

বিদূ। (স্বগত) এই রে ! আবার দেখছি এঁকে শকুন্তলায় পেলে ! তা'হলে উপায় ?

কঞ্চু। মহারাজের জয় হোক ! মহারাজ, আপনার প্রমোদকানন ভাল ক'রেই পরিদর্শন করা হ'য়েছে। এখন যেখানে অভিরুচি—মনোরম স্থানে স্বচ্ছন্দে উপবেশন ক'রতে পারেন।

দুষ্যন্ত। বেত্রবতি, মন্ত্রী পিশুনকে বল, আমি আর ধর্ম্মাসনে ব'সতে পারব না। রাত্রি জাগরণে আমার শরীর তত ভাল নয়। তিনি যা বিচার ক'রবেন, তার লিখিত বিবরণ যেন আমায় পাঠিয়ে দেন।

বেত্র। যথা আজ্ঞা দেব।

[প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। বাতায়ন, তুমিও তোমার কার্য্যে যাও।

কঞ্চু। প্রভুর যেরূপ আদেশ।

[প্রস্থান।

বিদূ। যাক্, এখন আর মাছিটি পর্য্যন্ত নেই ! এখন এখানে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসুন।

দুষ্যন্ত। যত অনর্থ সবই দুঃসময়ের সাথী ; মোহবশে শকুন্তলার প্রেম ভুলেছিলেম, পরিণয় ভুলেছিলেম, তাঁকে ভুলেছিলেম,—সে মোহ কেটে গেল, আর দেখ সখা, কন্দর্পদেব চুতাঙ্কুরের শরে আমায় বিদ্ধ ক'রছেন।

বিদু। বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা মদন ঠাকুরের! দাঁড়ান মহারাজ, আমি লাঠির ঘায়ে তাঁর এই বাণ ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে দিচ্ছি

[আমগাছে লাঠি মারিবার উদ্যোগ]

দুষ্যন্ত। ওহে, থাক্ থাক্, থাম! তোমার ও ব্রহ্মতেজের মহিমা আমি বুঝেছি। এখন লাঠি মারা রেখে বল দেখি সখা, কোথায় ব'সে প্রিয়ার সুকুমার তনুর কিঞ্চিৎ অনুকারিণী লতাবলী দেখে চক্ষু সার্থক করি ?

বিদু। কেন, এই একটু পূর্ব্বেই যে আপনি পরিচারিকা চতুরিকাকে ব'ল্লেন—মাধবীলতামণ্ডপে এ বেলাটা কাটিয়ে দেবেন ? সেখানেই যেন সে, আপনি শকুন্তলার যে ছবিখানি আঁকছিলেন, সেই খানি নিয়ে আসে।

দুষ্যন্ত। ভাল, তাই চল ; প্রিয়তমাকে হারিয়ে এখন এই সবেই আমার শান্তি।

বিদু। তাহ'লে এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন মহারাজ!

[সানুমতীর অনুগমন]

এই সেই মাধবীলতার মণ্ডপ। এখানে একটু ব'সে আশ্বস্ত হোন। দেখুন, কেমন মনোরম এই স্থান! আহা—কি আরাম ; ঝির্ ঝির্ ক'রে কেমন বাতাস বইছে, মনে হ'চ্ছে যেন পবনদেব আপনাকে কুশল প্রশ্ন ক'রছেন। চারিদিকে ফুল ফুটে র'য়েছে, যেন আপনাকেই উপহার দেবার

জন্য। আর ঐ দেখুন, লতা কেঁপে কেঁপে যেন আপনাকেই ইঙ্গিতে ডাকছে। বসুন, মহারাজ, এই খানেই খানিক বসুন। তবু এ দারুণ বিরহের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে।

সানু। এই লতার আড়ালে দাঁড়িয়ে, সখী শকুন্তলার চিত্র মহারাজ কেমন এঁকেছেন, একবার দেখে যাই; তাকে গিয়ে গল্প ক'রবো।

দুষ্মন্ত। একে একে প্রিয়ার সব কথাই মনে প'ড়ছে, সব; তোমায় সেই প্রথম দর্শন থেকে যা যা আমি বলেছিলেম সব! যখন আমি রাজসভা থেকে তাঁকে বিদায় দিই, তখন তুমি সেখানে ছিলেনা; কিন্তু দেখ, কি আশ্চর্য্য, তার পূর্ব্বেও তুমি তো একদিনও শকুন্তলার নামও আমার কাছে করোনি? আমি অভাগা—আমি তাকে ভুলেছিলেম, কিন্তু সখা, তোমারও কি স্মৃতিভ্রংশ হ'য়েছিল? তুমি ভুলেছিলে কেন?

বিদূ। হারে কপাল, ভুলবো কেন? গোল তো বাধিয়েছিলেন আপনি! সব ব'লে ক'য়ে শেষটা ব'ল্লেন যে, সবই ভুয়ো, মিথ্যা! আমিও যেমন পণ্ডিত, মনে ক'রলেম মিথ্যাই বটে! ভবিতব্য আর কি!

সানু। তাই বটে।

দুষ্মন্ত। সখা প্রাণ যায়, আমায় বাঁচাও; এ দারুণ সঙ্কটে আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর!

বিদূ। একি, আপনি এমন অধৈর্য্য হ'লে লোকে কি ব'লবে? জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা তো কখনো শোকে অধীর হন না। পাহাড় কি ঝড়ে কাঁপে মহারাজ?

দুষ্যন্ত। সখা কি কব তোমায়, অধীর হৃদয়,
প্রাণ আর রহিতে না চায় ; স্মরি যবে
পূর্ব্ব কথা, মৃত্যু ইচ্ছা জাগে প্রাণে! পলে
পলে পড়ে মনে হায়! প্রত্যাখ্যান কালে
প্রেমময়ী প্রিয়ারে আমার ; ভয়ে, ক্ষোভে,
রোষে কম্পান্বিত কলেবর যবে যান
সভাতল ত্যজি—স্বজনের অনুগামী
বালা, গুরুসম গুরুশিষ্য তার "তিষ্ঠ"
বলি গর্জ্জি বজ্রস্বরে বারিল তাহারে ;—
অমনি তখনি নিশ্চল প্রতিমা যেন
দাঁড়ালো পাষাণী ফিরে—বক্রদৃষ্টে, গ্রীবা-
ভঙ্গে চাহি মোর পানে, দর-বিগলিত
ধারা বহে আকুল নয়নে! হা হা বিষ-
দিগ্ধ শল্য সম তীব্র দৃষ্টি সেই, এত
দিন পরে সখা, দগ্ধ করিছে আমারে।

সানু। স্বার্থ এমনি বলবান্, ইনি শকুন্তলার জন্য দগ্ধ হ'চ্ছেন, আমার কিন্তু শুনে আনন্দই হ'চ্ছে।

বিদূ। আহা! সে দৃশ্য বড়ই করুণ ; কিন্তু মহারাজ, আপনি তো তাড়িয়ে দিলেন, তারপরে তিনি গেলেন কোথায়? আমার মনে হয় দেবতাদের মধ্যে কেউ এসে তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকবেন।

দুষ্যন্ত। অসম্ভব! স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে কিবা,
কার সাধ্য স্পর্শ করে সতী অঙ্গ তার?

জানি সখা, মেনকা জননী তার ; লয়
মনে, নিরাশ্রয়া হেরি সখীরে তোমার,
তিনি কিংবা সহচরী কেহ তার, কৃপা
করি আদরে প্রিয়ারে দেছেন আশ্রয়।

সানু। এমন দূরদৃষ্টি যাঁর, তাঁরও মতিভ্রম হয় ? আশ্চর্য্য !

বিদূ। যাক্, একটা দুর্ভাবনা গেল। আপনি যা ব'লছেন, তাই যদি হয়, তাহলে আমিও ব'লছি সখা, নিশ্চয়ই আপনিও তাঁকে ফিরে পাবেন।

দুষ্মন্ত। কি ক'রে বুঝলে ?

বিদূ। আরে, এই সোজা কথাটা আর বুঝতে পাচ্ছেন না ? মা-বাপ কিংবা আত্মীয় স্বজন কি আর মেয়েকে বেশীদিন স্বামীর কাছ-ছাড়া রেখে তাঁকে দুঃখ দিতে পারেন ?

দুষ্মন্ত। সখা—সখা, সত্য কহি, বুঝিতে না পারি
প্রিয়াসনে মিলন আমার—সে কি সত্য
কিংবা স্বপনের খেলা, ইন্দ্রজাল, মায়া-
লীলা কিবা মতিভ্রম মোর, জন্মার্জ্জিত
ক্ষণিক পুণ্যের ফল ? ভোগ অন্তে হায়,
মিলাল চকিতে, আর ক'ভু নাহি দিবে
ধরা ! কল্পনার বলে এঁকেছিনু কত
সুখ ছবি—কত আশা—কত সাধ মনে,
আজ দেখি, তরঙ্গ আহত নদী তট
সম একে একে সব পড়িছে ভাঙ্গিয়া।

বিদূ। তা নয় মহারাজ, যখন অমন অসম্ভাবিত উপায়ে হারানো

আংটী ফিরে পেয়েছেন, তখন তেমনি অসম্ভাবিত উপায়েই আবার তাঁকেও ফিরে পাবেন—তাতে কোন সন্দেহ নাই!

দুষ্মন্ত। (অঙ্গুরীয় দেখিয়া)
রে অঙ্গুরীয়!
আজি তোর তরে দুঃখ হয় মোর; মম
সম ভাগ্যহীন তুই! নাহি জানি কোন্
পুণ্যফলে রে অবোধ, পেয়েছিলি স্থান
তরুণ অরুণ সম নখরশোভিত
প্রিয়ার সে মনোহর করাঙ্গুলি পরে;
কিন্তু ক্ষীণপুণ্যক্ষয়ে পুনঃ, স্বর্গচ্যুত
পড়িলি খসিয়া হায়, আমারি মতন!

সানু। যদি আর কাবো কাছে গিয়ে পড়তো, তা'হলে কিন্তু পরিণাম শোচনীয়ই হোত।

বিদূ। আচ্ছা মহারাজ, এ নাম-লেখা আংটীই বা আপনি তাঁকে দিতে গেলেন কেন?

সানু। আমারো যে তা শুনতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দুষ্মন্ত। বিদায়ের কালে অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী
জিজ্ঞাসিলা, 'নাথ কবে ল'য়ে যাবে মোরে?'
সযতনে এই অঙ্গুরী পরায়ে দিয়ে
উত্তরে কহিনু 'প্রিয়ে, নামাক্ষর মোর
লিখিত অঙ্গুরী-পরে; গণনায় যেই
দিন হবে শেষ, সেইদিন রাজধানী
হ'তে আসি অনুচর তোমারে লইয়ে

যাবে শুদ্ধ-অবরোধে মোর'। কিন্তু হায়,
নিদারুণ মোহ বশে অকরুণ আমি,
ভুলে গেনু অনায়াসে কর্ত্তব্য আমার!

সানু। আহা, এর পরই দেখ্‌ছি বিধি বাদ সাধলেন।

বিদূ। আচ্ছা, তা যেন হোল, মোহবশে আপনি সব ভুলে গেলেন। কিন্তু এই হতভাগা আংটীটা জেলের পাটায় কাটা পোনার পেটে ঢুক্‌লো কি ক'রে?

দুষ্য। তোমার সখী যখন শচীতীর্থে অঞ্জলি দেন, সেই সময় এ'টি গঙ্গায় প'ড়ে গিয়েছিল।

বিদূ। তা প'ড়তে পারে! সম্ভব!

সানু। ওঃ! তাই অধর্ম্ম হবার ভয়ে রাজা শকুন্তলাকে অমন ক'রে ত্যাগ ক'রেছিলেন? তাইতো বলি! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমন অনুরাগও অভিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে?

দুষ্যন্ত। এই অঙ্গুরীকে তিরস্কার করি।

বিদূ। হাঁ, কাজের চূড়ান্ত! আপনি ঐ আংটীটাকে তিরস্কার করুন, আর আমিও আমার এই লাঠিটাকে গাল পাড়ি। বলি বাপুহে, আমি এমন সরল, আর আমার জিনিস হ'য়ে তুই ব্যাটা এমন বাঁকা হ'লি?

দুষ্যন্ত। হা হা মন্দভাগ্য, প্রিয়তমার অমন সুকোমল সুন্দর করাঙ্গুলিতে স্থান পেয়েও তুমি জলে ঝাঁপ দিলে? কিংবা তোমারই বা দোষ কি? তুমি তো প্রাণহীন, দোষগুণ বিচারে অক্ষম, আমিই বা কি ক'ল্লেম! আমি তাকে ভাসিয়ে দিলেম কেন?

বিদূ। (স্বগত) দেখছি, রাজা তো পাগল হ'য়েছেন! কিন্তু এদিকে

ক্ষিদে যে আমায় খেয়ে ফেল্লে! ব্রহ্মহত্যার আর বড় বেশী দেরী নেই।

দুষ্যন্ত। শকুন্তলে, শকুন্তলে, বিনা অপরাধে
অকারণে পরিত্যাগ ক'রেছি তোমায়,
অনুতাপে আজি মোর মর্ম্মস্থল জ্বলে!
প্রিয়ে, প্রিয়ে, করুণা কি হবেনা তোমার?
দয়া ক'রে কভু দেখা কি দিবে না আর?

শকুন্তলার চিত্রফলক লইয়া চেটী চতুরিকার প্রবেশ

চতু। প্রভু, এই ভট্টিনীর চিত্র।

দুষ্যন্ত। (চিত্র দেখিয়া)
সখা,
চিত্র বটে, তবু হের, অঙ্গে অঙ্গে কিবা
উছলিত লাবণ্যলহরী; লীলায়িত
ভ্রূলতা সুন্দর; অপাঙ্গবিসারি মরি
আয়ত্ত নয়ন; অধরে কৌমুদীছটা
দন্তপ্রান্তে হাসির জ্যোছনা; মুক্তানিন্দি
স্বেদবিন্দু বিজড়িত বদনকমলে;
সুপক্ক বদরী সম মনোহর রক্ত
ওষ্ঠে ঝ'রে পড়ে সদা কান্তির সুষমা,
স্ফুরিত বিলাসে, যেন আলাপে উন্মুখ!—
তবু প্রাণহীন—প্রাণহীন চিত্র ইহা!

বিদূ। সাধু! সাধু! চমৎকার! তুলির মুখে ভাব চমৎকার ফুটে বেরিয়েছে। ভঙ্গিমাটিও সুন্দর! কি নিপুণতা আপনার! দেখুন,

আমার দৃষ্টি উঁচু-নীচু স্থান থেকে স্বতই স'রে স'রে প'ড়ছে। মনে হ'চ্ছে সখা, ইনি মোটেই প্রাণহীনা নন; সত্যই যেন জীবন্ত! আমার যে সখীর সঙ্গে একবার কথা কইতে ইচ্ছা ক'চ্ছে।

সানু। রাজা শিল্পী বটে! আমারো মনে হ'চ্ছে প্রিয়সখী যেন সামনেই দাঁড়িয়ে!

দুষ্যন্ত। যখনি চিত্রে কিছু অসঙ্গতি মনে হ'য়েছে, তখনি তার পরিবর্ত্তন ক'রেছি! তবু তুলির রেখাপাতে তার লাবণ্য কিছুই ফোটাতে পারিনি।

সানু। একথা যে শুধু গর্ব্বের অভাবে তা নয়, এর ভিতর অনুতাপ ও ভালবাসার প্রাবল্য আছে অনেকখানিই।

বিদূ। সখা, আমি যে এদিকে বাঁশবনে ডোম কাণা হ'য়ে গেছি! তিনটি সুন্দরীর চিত্র দেখছি; কিন্তু এর মধ্যে আমাদের সখী কোন্‌টী?

সানু। দেখছি, এ ব্রাহ্মণ কখনো রূপ দেখেনি। এর চোখই বৃথা।

দুষ্যন্ত। তোমার কোনটিকে মনে হয়?

বিদূ। ব'লবো? আচ্ছা ব'লছি; দেখুন দেখি, মেলে কিনা? যিনি ঐ ঘন পল্লবে ভরা সদ্যঃস্নাত ছোট্ট আম গাছটির কাছে দাঁড়িয়ে, যাঁর খোলা চুল থেকে ফুল সব ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছে; আলবালে জল দিয়ে পরিশ্রান্ত ব'লে যাঁর মুখকমলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে, আর হাত দু'খানি একটু বেশী ঝুলে প'ড়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে, আমার বোধ হয় ইনিই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা। অপর দু'টী তাঁর সখী।

দুষ্যন্ত। তোমার চোখ আছে বটে! সখা, দেখ, আমারও আবেগের নিদর্শন এতে বিদ্যমান। এই দেখ, আমার করাঙ্গুলী ঘেমেছে, চিত্রের

পার্শ্বে তার দাগ ; আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল প্রিয়তমার ঐ রক্তিম গণ্ডের উপর প'ড়েছে, এই দেখ সেখানকার রং বিবর্ণ, গণ্ড স্ফীত ব'লে মনে হ'চ্ছে। চতুরিকে, এই অর্দ্ধলিখিত চিত্রই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ; তুমি বর্ণবর্ত্তিকা নিয়ে এস, আমি এ চিত্র সমাপ্ত ক'রব।

চতু। মাধব্য ঠাকুর, দয়া ক'রে ছবিখানি একটু ধরুন ; আমি এখনি আসছি।

দুষ্মন্ত। মাধব্য কেন ? আমিই ধ'রছি। আমায় দাও। (চিত্র লইলেন)

দুষ্মন্ত। অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস ? প্রিয়তমা অযাচিত হ'য়ে নিজে দয়া ক'রে এসেছিলেন, আমি তাকে চিনতে পারিনি ; তাকে ত্যাগ ক'রেছি, আর এখন এই চিত্রের কত না আদর আমার কাছে ! শ্রান্ত পথিক—পিপাসায় কাতর, সামনে সুজলা নদী ব'য়ে গেল, তার পানে তখন ফিরেও চাইলেম না,—আর এখন প্রাণান্ত পিপাসা নিয়ে ছুটে চ'লেছি মরীচিকার পাছে—পাছে ! কি দুর্দ্দৈব !

বিদূ। (স্বগত) যথার্থ-ই তাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সবই তো এঁকেছেন দেখছি ; তবে এখন আর নতুন কি আঁকবেন মনে ক'রেছেন ? আমার তো মনে হয় আঁকবার আর কিছু নেই।

দুষ্য। 　কি আঁকবো, শুনবে ? এতে আঁকবো,—
　　নৃত্যশীলা তরঙ্গিণী তটিনী মালিনী,
　　বালুময় বেলা'পরে যার মনসুখে
　　মরালমিথুন লভিবে বিরাম ; দুই
　　কূলে গৌরীগুরু হিমাদ্রির পূত প্রান্ত-
　　দেশে, সুরঙ্গ কুরঙ্গকুল রবে বসি

নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ; আর সখা, তার মাঝে
চিত্রিব বিচিত্র তরু,—শাখায় শাখায়
যার বিলম্বিত রবে ঋষিদের সারি
সারি সিক্ত যত বাকল বসন ; ছায়া-
ঘেরা তলভূমে তার মৃগাঙ্গনা বসি,
আদরে সোহাগে কৃষ্ণসার হরিণের
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাম চক্ষু করিয়া ঘর্ষণ
কণ্ডূয়ন নিবারণ করিবে হরষে !

বিদূ। (স্বগত) বুঝেছি, আর বলতে হবে না। দেখছি, ইয়া লম্বাদাড়ি-সব ঋষিদের ছবি এঁকে এমন সুন্দর চিত্রখানিকে ইনি একেবারে মাটী ক'রে ফেলবেন আর কি ?

দুষ্যন্ত। সখা, মনে প'ড়েছে ; শকুন্তলা যে সব বেশভূষা ভাল-বাসতেন সে সব তো আঁকা হয়নি, সে গুলিও আঁকতে হবে।

বিদূ। কি সে গুলি ?

সানু। বনবাসিনী কুমারীদের যোগ্য ভূষণ কিছু হবে বোধ হয়।

দুষ্যন্ত। দোলাইব কাণে দুল,
কোমল শিরীষ ফুল,
কেশর শোভিবে তার গণ্ড-বিগলিত ;
শারদ জ্যোছনা যেন,
মৃণালে সূত্র হেন,
স্তনদ্বয় ব্যবধানে রহিবে অঙ্কিত !

বিদূ। তা তো আঁকবেন কিন্তু, একি ! রাঙা পদ্মের মত অমন সুন্দর করতলে মুখখানি ঢেকে, ইনি অমন ভয়ে ভয়ে র'য়েছেন কেন ?

(ভাল করিয়া দেখিয়া সহাস্যে) ও হ'য়েছে মহারাজ, হাঃ হাঃ হাঃ ! ঐ যে একটা দাসীর পুত ফুলের মধুচোরা ভোমরা প্রিয়সখীর মুখকমলে বসবার চেষ্টায় আছে !

দুষ্যন্ত। ও ধৃষ্টকে বারণ কর, বারণ কর।

বিদূ। ও কাজটা আপনারই করা উচিত ; কারণ আপনিই যখন দুরাচারদের শাসনকর্ত্তা।

দুষ্যন্ত। ঠিক ব'লেছ। ওহে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি, এখানে উড়ে এসে ব'সতে চাও কেন? কি দুঃখে! ঐ দেখ, তোমাতে একান্ত অনুরাগিনী ঐ যে মধুকরী, ও তৃষিতা ; তবু মধুভরা ফুলে ব'সেও,তোমায় ফেলে মধুপান ক'রতে পারছে না, তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে।

সানু। বেশ শাসন করা হোল দেখ্ছি।

বিদূ। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী ! ও তেমন জাতই নয়, দেখুন, বেয়াদপ আপনার শাসন গ্রাহ্যই ক'রলে না !

দুষ্যন্ত। কি, শাসন মানবে না ! অম্লান নবপল্লবের মত লোভনীয় প্রিয়ার যে বিম্বাধর আদরে চুম্বন ক'রেছি, আরে দুষ্ট, তুমি যদি তা দংশন কর, তা'হলে জেন' কমলের উদরে আমি তোমায় বন্দী ক'রবো।

বিদূ। শাস্তিটা যে রকম কঠোর হোল, দেখছি—ও বাসায় গিয়ে নির্ঘাত ম'রে থাকবে ! (স্বগত হাস্য সহকারে) ইনি তো একেবারে ক্ষেপে গেছেন দেখছি ; সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে ক্ষেপি ! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, শুন্ছেন কি ? এত যে হা-হুতাশ ক'চ্ছেন—আসলে এটা যে চিত্র ! ও আপনার সত্য শকুন্তলা নয়।

দুষ্যন্ত। এঁ্যা—এ চিত্র ?

সানু। আমারও যে ভুল ভাঙলো! আমিও যে এতক্ষণ-সত্যই মনে ক'চ্ছিলেম! তবে আর এঁর কথা কি ধ'রবো?

দুষ্যন্ত। সখা, কি ক'রলে? আমার ধ্যান ভেঙ্গে দিলে? আমি এতক্ষণ যে প্রিয়ার সাক্ষাৎ দর্শনসুখ উপভোগ ক'চ্ছিলেম। মনে ক'রিয়ে দিলে—এ চিত্র!

সানু। এঁর বিরহ অপূর্ব্ব! পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন!

দুষ্যন্ত। আমি কি ক'রে এ দুঃখ সহ্য করি? রাত্রে নিদ্রা নাই—স্বপ্নেও প্রিয়তমাকে দেখা অসম্ভব; আর চক্ষের জলধারায় দৃষ্টি রোধ হয়—চিত্রও যে ভাল ক'রে দেখতে পারি না।

সানু। এ শকুন্তলা পরিত্যাগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত! এ অনুরাগের পর তারও দুঃখ করবার আর কিছুই নেই।

চতুরিকার পুনঃপ্রবেশ

চতু। জয় হোক! প্রভুর জয় হোক! আমি বর্ত্তিকাকরণ্ড নিয়ে এই দিকেই আসছিলেম—তার পর—

দুষ্য। তারপর?

চতু। তারপর ধরা প'ড়ে গেলুম। দেবী বসুমতী আসছিলেন এইদিকে তরলিকার সঙ্গে; পথে তাঁ'র সঙ্গে দেখা। তিনি জোর ক'রে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেন। ব'ল্লেন, তিনি নিজেই মহারাজের কাছে সব পৌঁছে দেবেন!

বিদূ। বলি ব্যাপার কি? তুমি যে বড় ছাড়ান্ পেলে?

চতু। তাড়াতাড়ি আসতে দেবীর আঁচল গাছের ডালে জ'ড়িয়ে গেল, তরলিকা সেটা যেমন খুলতে গেছে—আমি অমনি সেই ফাঁকে ভোঁ দৌড়!

বিদু। ওঃ—তাহ'লে কাণের কাছ থেকে তীর গেছে বল!

দুষ্য। সখা, দেবী এখনি এসে প'ড়বেন। তিনি বড় অভিমানিনী! তুমি এই ছবিখানিকে রক্ষা কর। নইলে এর চিহ্নও থাকবে না!

বিদু। তার চেয়ে, সোজা কথায় বলুন না কেন, 'আমায় রক্ষা কর।' (চিত্রফলক লইয়া) মহারাজ, যদি এ যাত্রা অন্দরের ফাঁস থেকে বেফাঁস হ'তে পারেন, তাহলে মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদে আমায় একটু গলা ছেড়ে ডাকবেন; আমি আপাততঃ সেখানে, এই ছবিটীকে আর সত্যি কথা ব'লতে নিজেকেও বটে, কয়ে রাখি গে। সেখানকার ছাদে পায়রা ভিন্ন আর কেউ বড় যেতে পারে না।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সানু। অন্য নারীতে আসক্ত হ'য়েও ইনি পূর্ব্ব প্রণয়ের গৌরব রক্ষা ক'রছেন। রাজা প্রেমিক বটে!

বেত্রবতীর পুনঃপ্রবেশ

বেত্র। মহারাজের জয় হোক! মহারাজের জয় হোক!

দুষ্য। বেত্রবতি, পথে দেবীকে আসতে দেখলে?

বেত্র। হাঁ মহারাজ, দেখেছি; তিনি কিন্তু আমার হাতে এই পত্রখানি দেখে ফিরে গেলেন।

দুষ্যন্ত। দেবী অতি বুদ্ধিমতী, কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা জানেন তাই রাজকার্য্যে আর বাধা দিলেন না।

বেত্র। দেব, অমাত্য ব'ল্লেন, রাজস্ব গণতে আজ বেশী দেরী হোল ব'লে, তিনি কেবল একটীমাত্র রাজকার্য্য ক'রতে পেরেছেন। তার বিবরণ এই পত্রেই আছে; আপনাকে দেখাবার জন্য দিয়েছেন।

দুষ্মন্ত। পত্রে কি লেখা আছে দেখাও।

(পড়িয়া) একি, মন্ত্রী লিখছেন, সমুদ্রযাত্রী বণিক ধনবৃদ্ধি নৌকা-ডুবিতে মারা গেছে! বণিক নিঃসন্তান। সে প্রভূত ধনের অধিকারী। তার ধনরত্ন এখন রাজারই প্রাপ্য। নিঃসন্তান! আহা, অপুত্রক হওয়ার অপেক্ষা আর দুঃখ কি? বেত্রবতি, যখন তার প্রভূত অর্থ ছিল, তখন তার বহু পত্নী থাকাও সম্ভব। মন্ত্রীকে বল, সন্ধান নিতে তার পত্নীদের মধ্যে কেও পুত্রসম্ভবা কি না!

বেত্র। দেব, সে সম্বন্ধে শুনেছি, অযোধ্যার এক বণিককন্যা তার স্ত্রী; সে গর্ভবতী।

দুষ্যন্ত। তা হ'লে ধনবৃদ্ধির সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য কি ক'রে? যাও —মন্ত্রীকে বলগে, সেই বিধবার গর্ভস্থ সন্তানই তার পিতার ধনের একমাত্র অধিকারী। আমি নই।

বেত্র। প্রভুর যেরূপ আদেশ!

[প্রস্থানোদ্যত]

দুষ্যন্ত। আরো শোন।

বেত্র। আজ্ঞা করুন।

দুষ্যন্ত। দেখ, মন্ত্রীকে আরো বলো, তিনি যেন এখনি ঘোষণা করেন, সন্তান থাক, আর নাই থাক, প্রজাদের মধ্যে যার যে কোন প্রিয়বন্ধু-বিয়োগ হবে, একমাত্র পাপসম্বন্ধ ব্যতীত দুষ্যন্ত সেই সকল বন্ধুর স্থানই গ্রহণ ক'রবেন।

প্রতি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। পুত্রহীনের যে কি ব্যথা তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কচ্ছি আমি। বংশধরের অভাবে ধনরাশি এমনি ক'রেই পরের হস্তগত হয়।

বেত্রবতীর পুনঃপ্রবেশ

বেত্র। দেব, যথাসময়ে বারি বর্ষণ হ'লে লোকে যেমন আনন্দিত হয়, আপনার এই অভয়বাণী ঘোষিত হ'লে প্রজারা সেইরূপ আনন্দই প্রকাশ ক'ল্লেন।

দুষ্যন্ত। হায়! আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষেরা আজ সন্দেহে চঞ্চল। আমি নিঃসন্তান, আমা হ'তেই বুঝি বংশের ধারা লোপ পায়। ভাগ্যলক্ষ্মী নিজে কৃপা করে' এসেছিলেন, আমি তাঁর অপমান ক'রেছি। আমায় ধিক্!

সানু। এ আত্মনিন্দা নিশ্চয় সখীকেই উদ্দেশ ক'রে।—

দুষ্যন্ত। আমি ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ ক'রেছি। আমার ন্যায় পাপাত্মা আর কে? পুরুবংশের প্রতিষ্ঠা তো তাঁর দ্বারাই হোত! আমি মূর্খ! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

চতু। (প্রতিহারীর প্রতি জনান্তিকে) এই বণিকের কথায় প্রভু নিজের অবস্থা স্মরণ ক'রে অধিকতর কাতর হ'য়েছেন দেখছি। এ সময় মাধব্যঠাকুর কাছে থাকলে প্রভুকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। তুমি যাও। মেঘপ্রতিচ্ছন্দে তিনি আছেন; তাঁকে ত্বরায় ডেকে নিয়ে এস।

বেত্র। ঠিক ব'লেছ। আমি তাঁকে এখনি ডেকে আনছি।

[প্রস্থান।

দুষ্যন্ত। আমি এখানে রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্ছি, আর আমার পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে পিণ্ডলোপ ভয়ে হাহাকার ক'রছেন। আমি দেখতে

পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের চোখে অবিরল জলধারা! নিঃসন্তান আমি, নিত্য তাঁদের যে তর্পণ করি, তাতে তাঁদের সম্পূর্ণ পিপাসা শান্তি হয় না। সে পানীয়ের কিয়দংশ তাঁরা পান করেন, আর অবশিষ্ট অংশে চ'ক্ষের জল ধৌত করেন। হায়, হায়, আমার চেয়ে পাপী আর কে?

চতু। আশ্বস্ত হোন। মহারাজ, আশ্বস্ত হোন। (মূর্চ্ছিতপ্রায় রাজাকে ধরিলেন)

সানু। প্রদীপ নেবেনি, কেবল আড়াল প'ড়েছে ব'লে ইনি অন্ধকার দেখছেন। কি করি? এঁকে সব ভেঙ্গে ব'লবো? ব'লবো যে, মহারাজ, তোমার স্ত্রী-পুত্র সব বেঁচে! না, না! আমি তো স্বকর্ণে শুনিছি—দেবরাজ ইন্দ্রের জননী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিয়ে ব'লছেন যে, দেবতারাই যজ্ঞভাগের জন্য উৎসুক হ'য়েছেন। তাঁরাই সত্বর এঁদের পুনর্ম্মিলনের ব্যবস্থা ক'রবেন। কাজ নেই, দৈবনির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। আমি বরং সখীকে গিয়ে এই সুসংবাদ দিই। সখী এ কথা শুনলে অনেকটা আশ্বস্ত হবে!

[উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

নেপথ্যে মাধব্য। ওরে, আমি বামুন, আমি নিতান্তই অবধ্য। আমায় মারিসনিরে বাবা—আমায় মারিসনে!

দুষ্মন্ত। একি! কার কণ্ঠস্বর! বয়স্য মাধব্যের না? কে আছ? হো-হো কে আছ?

বেত্রবতীর পুনঃ প্রবেশ

বেত্র। প্রভু! প্রভু! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আপনার বয়স্য বিপন্ন।

দুষ্মন্ত। সে কি? মাধব্য বিপন্ন। তাকে কে ভয় দেখালে?

বেত্র। কে যে ভয় দেখাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এইটুকু অনুমান হ'য়েছে, কোন অদৃশ্য প্রাণী তাঁকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দের চুড়ার উপরে তুলছে। চীৎকার সেই দিক থেকেই আসছে।

দুষ্যন্ত। এও কি সম্ভব! আমার এই প্রাসাদে দুর্জ্জনের উপদ্রব! এ কথা উচ্চারণও ক'রো না। কিংবা আশ্চর্য্যই বা কি? আমি যখন আমারি অজ্ঞানকৃত অপরাধ বুঝতে অক্ষম, তখন প্রজাদের মধ্যে কে কি ক'রছে, কোন পথে যাচ্ছে তাই বা জান্‌বো কি ক'রে?

নেপথ্যে—বিদু। হায়—হায়—হায়—হায়! প্রাণটা দেখছি বেঘোরেই গেল? কোথায় মহারাজ, কোথায় বয়স্য—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দুষ্যন্ত। সখা—সখা, ভয় নাই—ভয় নাই!

নেপথ্যে বিদু। ভয় নেই! মুখে ব'ল্লেই ভয় নেই? ভয় নেই কোন-থানটায়? এদিকে আমায় যে আখমাড়া ক'রে মারলে? ঘাড়টা দিলে উল্টে, আর দেহটা দিলে তিন ঠাঁই ম'চকে দুমড়ে ভেঙ্গে! ওরে বাবারে, বেটার ধর্ম্মভয় নেই,—গো-ব্রাহ্মণ যে অবধ্য—তাও মানে না রে বাবা!

দুষ্যন্ত। কার্ম্মুক! কার্ম্মুক! আমার শরাসন।

ধনু লইয়া যবনীর প্রবেশ

যবনী। মহারাজের জয় হোক! এই ধনুক, আর হস্তাবরণ।

[রাজা গ্রহণ করিলেন]

নেপথ্যে মাতলি। চেঁচালেই বা ছাড়ে কে? বাঘ যখন টাটকা রক্ত-পান করে তখন পশুটা যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'রেই থাকে, তা দেখে কি বাঘের দয়া হয়? তুই যত পারিস্ ছটফট কর, চীৎকার কর, আর আমি তোর

ঘাড় মট্‌কে টাটকা রক্ত পান করি! তোর প্রভু তো ধনুর্ব্বাণ নিয়েছেন—দেখি তিনিই বা কেমন ক'রে তোকে রক্ষা করেন?

দুষ্মন্ত। (সরোষে) কি আমায় কটাক্ষ! আরে রাক্ষসাধম, দেখি, কেমন ক'রে রক্ষা পাস! (ধনুকে গুণ দিয়া) বেত্রবতি,—পথ দেখাও।

—প্রাসাদের সোপান—

বেত্র। এই দিকে মহারাজ—এই দিকে।

দুষ্মন্ত। (যেন দেখিয়া) কৈ, কাওকে তো দেখা যাচ্ছেনা?

নেপথ্যে বিদূ। এঁ্যা। দেখতে পাচ্ছেন না! হায়—হায়—হায় হায়! আমি যে আপনাকে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবে দেখ্‌ছি, এ যাত্রা আর বাঁচলেম না। সখা, আমি যে বিড়ালের মুখে ইঁদুরটি হ'য়ে আছি!

দুষ্মন্ত। রে পাপিষ্ঠ! অন্তরালে থেকে আস্ফালন ক'চ্ছ? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু শোন, আমার এই বাণ তোমায় ভাল ক'রেই দেখ্‌তে পাচ্ছে! পাষণ্ড! হংস যেমন নীর পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীর গ্রহণ করে, এই বাণ তেমনি বয়স্যকে রক্ষা ক'রে তোমাকে বধ ক'রবে!

বিদূষকের সহিত মাতলির প্রবেশ

মাতলি। বিলক্ষণ! দেবরাজ ইন্দ্র যে অসুরগণকেই আপনার বাণের লক্ষ্য ব'লে স্থির ক'রেছেন, সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? শত্রুর প্রতিই ধনু আকর্ষণ করুন; সুহৃদের প্রতি মধুর দৃষ্টিবাণই প'ড়ে থাকে, কঠিন লৌহবাণ পড়ে না।

দুষ্মন্ত। (স-সম্ভ্রমে প্রতিসংহার করিয়া) আরে, এ কে! ইন্দ্রসারথি মাতলি! স্বাগত—স্বাগত!

বিদূ। (স্বগত) স্বাগত! আর আমি প্রায় অৰ্দ্ধেক আহত! বলি, রকমটা কি? বলির পশুর মত আমার দফা সারছিল—আর ইনি "স্বাগত" বলে, আহ্লাদে আটখানা। হাত্তোর কপালখানা!

মাতলি। আয়ুষ্মন্। দেবরাজ যে জন্য আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন শুনুন।

দুষ্মন্ত। বল—বল!

মাতলি। কালনেমির বংশে একদল অতি দুৰ্দ্ধৰ্ষ দানব আছে।

দুষ্মন্ত। হাঁ, দেবর্ষি নারদের মুখে সে কথা শুনেছি।

মাতলি। সেই দুর্দ্দান্ত দানবেরা আপনার সখা দেবেন্দ্রের অবধ্য। তাদের দমনের ভার তাই আপনার উপরেই প'ড়েছে।

দুষ্মন্ত। ভাল, ভাল, দেবেন্দ্রের এই অনুগ্রহে সম্মানিত হ'লেম! কিন্তু মাধব্যের প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য তো আমি বুঝতে পারছি না।

মাতলি। (সহাস্যে) তার হেতুও ব'লছি।

বিদূ। (স্বগত) হেতু! এখনো মুণ্ডুটা উল্টো দিকে আছে কিনা বুঝতে পাচ্ছিনা। আর ওঁরা হেতু বাদ ক'রছেন!

মাতলি। এখানে এসে দেখলেম আপনি চিন্তায় ম্রিয়মাণ, কোন কারণে আপনার চিত্ত সুস্থির নয়; তাই আপনাকে উত্তেজিত করবার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করি।

বিদূ। (স্বগত) ব্রাহ্মণের ঘাড় কিনা, গেল আর থাকলো, পন্থাটা খুবই সোজা!

মাতলি। কাষ্ঠকে ঘর্ষণ করলেই আগুন বেরোয়, সাপকে তাড়না করলেই সে ফণা ধরে, আর লোকের মহিমা ফুটে ওঠে পীড়নে!

বিদূ। (প্রকাশ্যে) এই আমার যেমন ফুটলো!

দুষ্মন্ত। (ঈষৎ হাসিয়া) তা ভালই ক'রেছেন (বিদূষকের প্রতি) সখা, উদ্দেশ্যটা বুঝলে তো, কিছু মনে করো না। আর দেখ, দেবেন্দ্রের আদেশ অলঙ্ঘ্য। তুমি আমার নাম ক'রে মন্ত্রীকে বলগে, তাঁর বুদ্ধিই এখন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করুক, আর আমার এই শরাসন ভিন্নকার্য্যে ব্যাপৃত থাকুক।

বিদূ। বেশ। আপনার যেমন আদেশ। কিন্তু মাতলি মশাই, আর যেন অমন ক'রে মহিমা ফোটাবেন না! ঘাড়টা এখনো টন্ টন্ ক'চ্ছে!

[বিদূষকের প্রস্থান।

মাতলি। (রাজার প্রতি) আয়ুষ্মন্! রথ প্রস্তুত। আরোহণ করুন।

দুষ্মন্ত। চল।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক

আকাশ-পথ

দুষ্মন্ত ও মাতলির প্রবেশ

দুষ্মন্ত। দেব-বরে দেবকার্য্য করিনু সাধন ;
দুর্দ্ধর্ষ দানবদল হ'ল পরাজিত,
নিষ্কণ্টক সুর-পুরী এবে ; কিন্তু যেই
উচ্চ মান—সাড়ম্বর অভ্যর্থনা আজি
লভিয়াছি দেব-সভামাঝে, হে মাতলি !
সত্য, মনে মনে লজ্জিত তাহাতে আমি।

মাতলি। আয়ুষ্মন্ ! কিবা হেতু এ সঙ্কোচ তব ?
জানি ভাল, দেবেন্দ্রের যে মহা কল্যাণ
করেছ সাধন, তুলনায় তার যোগ্য
সমাদর কিছু হয় নাই ব'লি নিজে
সুরেশ্বর লজ্জিত অধিক।

দুষ্মন্ত। না না, কভু
নহে তাহা ! বিদায়ের কালে যে গৌরব
লভিয়াছি আমি, কল্পনার অগোচর
তাহা ; সমগ্র সে দেবতাসমাজমাঝে
অর্দ্ধাসনে পার্শ্বদেশে বসাইয়া মোরে,
—প্রার্থিতহৃদয়ে জয়ন্ত দাঁড়ায়ে কাছে,

ঊর্দ্ধদৃষ্টে মৃদুহাস্যে চাহি তার পানে,
চন্দনে চর্চ্চিত ফুল্ল মন্দারের মালা
বক্ষ হ'তে খুলিয়া বাসব নিজ হাতে
কণ্ঠে মোর দিলেন পরায়ে !

মাতলি। হে রাজন্ !
অদেয় তোমারে তাঁর কিবা আছে কহ ?
দূর অতীতে বারেক, স্বর্গের কণ্টক
বিদুরিত ক'রেছিলা নরহরি খর-
নখে তাঁর—আর আজি, নতপর্ব্ব তব
শরে সুখমগ্ন দেবেন্দ্রের মহাশত্রু
হইল নিপাত—শান্তিপূর্ণ সুরপুরী
যাহে।

দুষ্মন্ত। এ তো গৌরব তাঁহারি ! জয়ী ভৃত্য
প্রভুর মহিমা গুণে ! অরুণের সাধ্য
কিবা নাশিতে আঁধার, সহস্র-কিরণ
রবি যদি রথপুরোভাগে তাঁরে নাহি
দেন স্থান ?

মাতলি। উপযুক্ত যোগ্য বাণী এই।
হে বীরেন্দ্র, শুভ্র যশোভাতি তব নহে
ব্যাপ্ত শুধু সুরপুরে,—নভঃ প্রান্তে হের,
দেব-বৃন্দ ওই প্রিয়তমা বনিতার
অঙ্গরাগ-অবশেষ প্রসাধনবর্ণে
মনোহর, ললিত কলিত পদাবলী-

হারে যশের প্রশস্তি তব রাখিছেন
লিখি কল্প-লতিকার বসন অঞ্চলে।

দুষ্মন্ত। কহ, হে মাতলি ! কোন্ বায়ুস্তরে
চলিতেছি মোরা ? দৈত্য-বধে উৎকণ্ঠিত
প্রাণ, কল্য দেখি নাই কিছু আরোহিণু
স্বর্গলোকে যবে।

মাতলি। পরিবহ বায়ুপথে
চলিয়াছি মোরা ;—চির-পবিত্র এ দেশ,
ত্রিপথগা মন্দাকিনী প্রবাহিতা হেথা,
রজঃশূন্য সদা, চক্রাকারে রশ্মিরাজি
করিয়া বিভাগ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ঘুরে,
নিত্য তমোহীন তাহে, আলোক-উজ্জ্বল
সত্ত্বময় স্থান, বলিদর্প-খর্ব্বহেতু
নারায়ণ বামন-আকারে দ্বিতীয় চরণ
তাঁর স্থাপিলা এখানে।

দুষ্মন্ত। বুঝি এই হেতু
বহিঃ অন্তঃ ইন্দ্রিয়ের সহ অন্তরাত্মা
মোর উঠিল আনন্দে মাতি !
(দেখিয়া) মেঘ রাজ্যে
এসেছি কি মোরা ?

মাতলি। কেমনে জানিলে কহ ?

দুষ্মন্ত। জলগর্ভ মেঘোপরি চলিয়াছি রথে,
সলিলশীকরসিক্ত দেখ' নেমি তায় ;

উড়িছে চাতক কত অর-মধ্যপথে,
চমকে চপলা-প্রভা তুরঙ্গের কায় !

মাতলি। অচিরে নামিব দেব, তব রাজ্যমাঝে !

দুষ্মন্ত। তীর তারা উল্কাবেগ করি পরাজিত
অতি দ্রুত ছুটিয়াছে রথ, তাহে হের,
কি বিচিত্র শোভাময়ী ভাতিছে ধরণী !
মনে হয়, মগ্ন গিরি আচম্বিতে উর্দ্ধে
যেন তুলে তার গর্ব্বোন্নত শির, আর
সঙ্গে সঙ্গে শৈলশৃঙ্গ হ'তে নিয়ে নামে
বিপুলা মেদিনী ! পত্রাচ্ছন্ন তরুরাজি
স্কন্ধদেশ করে সুপ্রকাশ ; নদীবক্ষে
বারিধারা, দূরত্বের হেতু ছিল যাহা
দৃষ্টিপথহারা, ঢল—ঢল পূর্ণকায়া
নেহারি অদূরে ! আরো লয় মনে, রুদ্র-
তেজে বীর্য্যবান্ কেহ, সবলে উপাড়ি
বিশ্ব, যেন ছুড়ে ফেলে পার্শ্বভাগে মোর !

মাতলি। সাধু ! সাধু ! সত্য, যাহা করিছ দর্শন ;—
মোহিনী মেদিনী বটে দৃষ্টির শোভন !

দুষ্মন্ত। হে মাতলি, কিবা নাম ধরে ধরাধর
ওই, পূর্ব্বাপর সাগরের মাঝে ঢালি
কায়, গলিত কনককান্তি সন্ধ্যামেঘ
সম যাহা করিতেছে সৌন্দর্য্য বিস্তার !

মাতলি। হেমকূটনাম—কিন্নর আবাসভূমি,

অতি আদরের স্থান তপস্বী জনের ;
ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি মরীচি—
পুত্র যাঁর প্রজাপতি সুরাসুর-গুরু,
পত্নীসহ তিনি তপস্যা করেন হোথা।

দুষ্মন্ত। বটে বটে! শ্রেয়স্কর ইহা হ'তে কিবা ?
অতিক্রমযোগ্য কভু নহে তীর্থ ওই ;
সাধ হয় মনে, ভক্তিভরে ভগবানে
করিবারে প্রদক্ষিণ।

মাতলি। শ্রেষ্ঠ এ বাসনা।

দুষ্মন্ত। দেখ, কি আশ্চর্য্য! ভূমিস্পর্শ করে নাই
রথ, নাহি তাই চক্রের ঘর্ঘর শব্দ
নাহি উড়ে ধূলি! বুঝিতে নারিনু কিছু
অবতীর্ণ হইনু কখন ?

মাতলি। তব সনে
বাসবের মাত্র পার্থক্য ইহাই।

দুষ্মন্ত। কহ
কোন্ দিকে মারীচ-আশ্রম ?

মাতলি। (হাত দিয়া দেখাইয়া)
ধ্যানমগ্ন
যোগিবর ওই যে অদূরে—স্থাণুসম
অচল অটল স্থির, অর্দ্ধদেহ যাঁর
প্রোথিত বল্মীক স্তূপে, বক্ষপরে' শোভে
উরগ-কঞ্চুক—অন্য উপবীত সম,

কণ্ঠদেশ নিপীড়িত জীর্ণলতাতন্তু-
জালে, স্কন্ধবিলম্বিত জটাঘটামাঝে ;
অসংখ্য কুলায় বাঁধিয়াছে বিহগের
কুল, একদৃষ্টে যিনি আছেন বসিয়া
চাহি সবিতৃমণ্ডলপানে, ওই স্থানে
ভগবান মারীচের পবিত্র আশ্রম ।

দুষ্যন্ত । (দেখিয়া) উগ্রতপা হে ঋষিপ্রবর, লহ দেব,
ভক্তিপূর্ণ প্রণতি আমার !

মাতলি । (রথরজ্জু সংযত করিয়া) হে রাজন্ !
আদি মাতা অদিতির সযত্ন-সেবিত
মন্দারে শোভিত এই মারীচ-আশ্রমে
করিনু প্রবেশ ।

দুষ্যন্ত । স্বর্গ হতে রম্যস্থান
ইহা, সুধাহ্রদে নিমগ্ন হইনু যেন !

মাতলি । (রথ রাখিয়া)
অবতীর্ণ হউন রাজন্ ;

দুষ্যন্ত । (অবতরণ করিয়া) কি ভাবিছ
মাতলি ধীমান্ ?

মাতলি । রুদ্ধগতি রথ, নাহি
চিন্তা, আমিও নামিব হেথা । আয়ুষ্মন্ !
কী সুন্দর হের, তপোবন—মুনিজন-
মানস-মোহন !

দুষ্যন্ত । হে মাতলি ! চমৎকৃত

ক'রেছে আমারে ; হেরি শত শত কল্প-
বৃক্ষে শোভিত কানন, অপ্রাপ্য যাহ'তে
ত্রিভুবনে নাহি আছে কিছু ; করি বাস
এই রম্যস্থানে, উগ্রতপা মুনিগণ,
কি আশ্চর্য্য,—বায়ুমাত্র করিয়া ভক্ষণ,
ক'রিছেন জীবনধারণ ! প্রস্ফুটিত
কনক কমল সরোবরে কুতূহলে
ভাসে, পরাগে যাহার কপিশ বরণ
হের, জলরাশি তার, ঋষিদের পুণ্য
অভিষেক শুধু করে সম্পাদন ! সুর-
নারী কত—অপূর্ব্ব সুন্দরী সব—রহে
তপোবনে, করি বাস সে সবার সনে
সংযত ইন্দ্রিয়গ্রাম, ধ্যানমগ্ন যত
ঋষিকুলর্ষভ, বসি' রত্নশিলাতলে,
করি তুচ্ছ অন্য যতি-বাঞ্ছিত বিলাস,
করি তুচ্ছ ভোগতৃষ্ণা, কামিনী-কাঞ্চন,
করিছেন কি, কঠোর তপস্যা দুস্কর !

মাতলি । ঊর্দ্ধপানে ধায় সদা মহতের আশা ।
(আকাশের দিকে চাহিয়া)
কহ বৃদ্ধ তপস্বিপ্রবর, কিবা কার্য্যে
ব্যাপ্ত এবে সুরগুরু মারীচ মহান্ ?
(যেন শুনিয়া—তদুত্তরে)
কি কহিলা দেব ? আদি মাতা অদিতির

প্রশ্নের উত্তরে স্বামী প্রতি সুভার্য্যার
অবশ্য কর্ত্তব্য কিবা, সেই উপদেশ
দানিছেন সমবেত মুনিপত্নীগণে।

দুষ্যন্ত। (শুনিয়া) অনুচিত বাধাদান ; কর্ত্তব্য প্রতীক্ষা
হেথা।

মাতলি। অশোকের বৃক্ষমূলে অবস্থান
কর মহাবাহু, আমি বুঝি অবসর,
আগমন বার্ত্তা তব জানাব ঋষিরে।

দুষ্যন্ত। যথা অভিরুচি তব।

[মাতলির প্রস্থান।

বৃথা কেন আর বাহুর স্পন্দন ?
বহুদিন আশা আমি
দিছি বিসর্জ্জন, ভেঙ্গেছি মঙ্গলঘট
নিজে ইচ্ছা করি, আজি হেরি, চারি দিকে
মোর ঘনঘোর দুঃখের বিকট ছায়া !

(নেপথ্যে) জনৈকা মুনিপত্নী। ভারি দুরন্ত তো ! কেবল দুষ্টুমি ? ছিঃ—আবার সেই নিজের গোঁ ধ'রেছ !

দুষ্যন্ত। শান্ত তপোভূমি, হেথা কে নিবারে কারে ?
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া—সবিস্ময়ে)
মরি মরি, কেবা ওই সুন্দর বালক,—
তুল্য বল যুবকের সম, মাতৃঅঙ্কে
অর্দ্ধপীত স্তনাগ্র হইতে, ক্রীড়াচ্ছলে
সবলে ছিনায়ে আনে আকর্ষি কেশর

সিংহ-শিশু ওই ? তাপসী দু'জন দেখি,
প্রাণপণে নিবারিছে অশান্ত বালকে !

তাপসীদ্বয় ও সর্ব্বদমনের প্রবেশ

সর্ব্ব। ওরে সিঙ্গীর বাচ্ছা—হাঁ কর্, হাঁ কর্, তোর ক'টা দাঁত গুণে দেখি।

১মা তাপ। দেখছি—দুরন্তপানা যে বেড়েই চ'লেছে ! দুষ্টু ছেলে ! জাননা, এই তপোবনের সব প্রাণীরা যে আমাদের ছেলেমেয়ের মত ? আমরা এদের কত ভালবাসি, আদর করি, আর তুমি এদের পীড়ন ক'রছ ? যেমন নাম, তেমনি কাজ ? সর্ব্বদমন ! নামটি ঠিকই হ'য়েছে !

দুষ্মন্ত। (স্বগত) সুন্দর বালক ! বুঝিতে না পারি, কেন
নেহারি উহারে অন্তর চঞ্চল হেন,
পুত্র স্নেহ জাগে প্রাণে ? পুত্রহীন আমি,
তাই বুঝি হয় হৃদে বাৎসল্য উদয়।

২য়া তাপ। তবু ছাড়ছো না ? দেখ—যদি একে না ছাড়, এর মা' এসে তোমায় কামড়াবে ব'লছি।

সর্ব্ব। ওঃ—ভারি তো ভয় পেলুম !

দুষ্মন্ত। (স্বগত বিস্ময়ে)
বীজাকারে মহাতেজে উদ্ভূত বালক,
অগ্নি যেন স্ফুলিঙ্গ মাঝারে ! প্রজ্জ্বলিত
হবে বহ্নি যথাকালে ইন্ধনসংযোগে !

১মা তাপ। ওরে সর্ব্বদমন, এই সিংহীর বাচ্ছাটাকে ছেড়ে দে বাছা,

লক্ষ্মী সোনাটি আমার! আমি ওর বদলে তোমাকে কেমন একটি সুন্দর খেলনা দেব।

সর্ব্ব। (হাত বাড়াইয়া) কই, দাও না?

দুষ্যন্ত। তরুণ উষার অবিচ্ছিন্ন রহে যথা
অর্দ্ধ বিকশিত রক্তোৎপলদল, সেই
মত হেরি জালবদ্ধ লাল করাঙ্গুলি
কি সুন্দর চক্রবর্ত্তি-লক্ষণে ভূষিত!

২য়া তাপ। দেখ্ ভাই সুব্রতে, ও শুধু কথায় ভোলবার ছেলে নয়। দেখ্—আমাদের মার্কণ্ডেয় যে রংচ'ঙ্গে মাটীর ময়ূরটি গড়েছে, সেটি এনে দে, এক্‌খুনি ঠাণ্ডা হবে।

১মা তাপ। আচ্ছা—তাই আনি।

[প্রস্থান।

সর্ব্ব। (তাপসীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া) যতক্ষণ খেল্‌না না আসে, ততক্ষণ আমি এটাকে নিয়েই খেলা করি।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) মুগ্ধ চিত্ত কেন হেরি অশান্ত বালকে?
মুকুলিত চারু দন্ত বিকাশি ঈষৎ
অকারণ মন্দ মন্দ হাসে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা
আধ স্বরে কর্ণে করে অমৃত সিঞ্চন,
টলি টলি বাহু তুলি অঙ্ক'পরে সদা
উঠিতে আকুল, অনুরাগে বক্ষে ধরি
এমন তনয়ে ধূলিধূসরিত হয়
অঙ্গ যার, নরমাঝে ধন্য সেই!

২য়া। তবু আমার কথা শুনবে না? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওরে ছেলেরা এখানে কে আছিস রে, এদিকে একবার আয়তো, আমি একে আর পেরে উঠিনে বাপু। (রাজার প্রতি) মশাই, দয়া ক'রে একবার এদিকে আসুন না। এমনি জোর ক'রে ধ'রেছে, আমি তো কিছুতেই পারছিনি এর মুঠো থেকে ওই বাচ্ছা সিংহটার কেশর ছাড়াতে। আপনি ছাড়িয়ে দিন্ না।

দুষ্মন্ত। (শিশুর নিকটে গিয়া)
অনুচিত আচরণ তব; বৎস, তুমি
মুনির তনয়, জন্মগত স্বভাবের
বশে ভয়ার্ত্ত জীবের অভয় আশ্রয়
চির সুখকর সংযমের অধিকারী
তুমি, তবে কেন দূষিত করিছ কহ,
হেন দেবতাদুর্লভ শুদ্ধ ভাব সেই—
ধরি তরুণ বয়সে আশ্রম-বিরুদ্ধ
এই উগ্র ব্যবহার, কৃষ্ণ সর্প শিশু
যথা বিষ-জর্জ্জরিত করে অনায়াসে
সুগন্ধি-চন্দন তরু নিজ সহবাসে?

২য়া তাপ। ভদ্র, এ মুনিকুমার নয়।

দুষ্মন্ত। আকারে প্রকারে মনে হয় তাই বটে;
কিন্তু তপোবনে নেহারি বালকে এই,
অনুমান করেছিনু আমি—হবে বুঝি
তপস্বিকুমার।
(বালককে ছাড়াইয়া লইয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ)

মরি—মরি ! প্রাণারাম
এ কি স্পর্শ মধুময় ! কোন্ কুলের অঙ্কুর
শিশু ? কেবা ভাগ্যবান্ জনক ইহার ?
নাহি জানি, চিত্ত তাব কি আনন্দে ভাসে,
পর আমি—অঙ্গ মোর কণ্টকিত যদি
পুলকে বিহ্বল হেন পরশি বালকে !

২য়া তাপসী। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য !

দুষ্যন্ত। কহ ভদ্রে কহ, কি হেতু বিস্মিত এত ?

২য়া তাপসী। আশ্চর্য্য এই,—এই ছেলেটির সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই তবু দেখুন, আপনাদের দু'জনের আকৃতির কেমন মিল ! আর আপনাকে এ চেনেনা, তবু দেখুন, আপনার কাছে কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে, যেন কত ভালমানুষ !—ভারি আশ্চর্য্য !

দুষ্যন্ত। নহে যদি মুনির কুমার, কহ আর্য্যে,
কহ, তবে কোন্ কুলে জন্ম বালকের ?

২য় তাপ। ভদ্র, এই ছেলেটীব জন্ম পুরুবংশে।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) দেখি, এক বংশে জন্ম বালকের, তাই
মম সনে সমান আকার অনুমান
করেন তাপসী ; পৌরবের বংশধর
শিশু ! গৌরব আমার—জন্মি মহাকুলে
এই, প্রথমে সকলে ধরণী শাসন-
ভার করিয়া গ্রহণ, করি বাস রম্য
প্রাসাদের মাঝে, বার্দ্ধক্যে সংযতমনে

তরু-মূল করিয়া আশ্রয়, তাপসের
ব্রত করেন গ্রহণ !
(প্রকাশ্যে) কিন্তু আর্য্যে, স্বেচ্ছা-
বাস হেথা, মানুষে বা কেমনে সম্ভবে ?

২য়া তাপ। ভদ্র, আপনি ঠিকই ব'লেছেন। অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ব'লেই এই বালকের মা এই তপোবনে এ শিশুকে প্রসব ক'রেছেন।

দুষ্যন্ত। (স্বগত) আশা—আশা—ভুলি পুনঃ মোহিনী আশায় ! (প্রকাশ্যে) কোন্ মাননীয় রাজর্ষির পত্নী তিনি ?

২য় তাপ। সে ধর্ম্মপত্নীত্যাগীর নাম কে মুখে আনবে ?

দুষ্যন্ত। (স্বগত) এই শ্লেষ সঙ্গত আমারে ! কিবা ক্ষতি
যদি জিজ্ঞাসি এ বালকের জননীর (চিন্তা করিয়া)
নাম ? না না, পরদার-চর্চ্চা অনুচিত।

মাটীর ময়ূর লইয়া ১মা তাপসীর পুনঃ প্রবেশ।

১মা তাপ। সর্ব্বদমন ! কেমন শকুন্ত-লাবণ্য দেখ।

সর্ব্ব। (চারিদিকে চাহিয়া) কই, কোথায় আমার মা ?

(উভয় তাপসী হাসিল)

২য়া তাপ। মায়ের নামের সঙ্গে মিল ক'রে ব'লেছ, অমনি মাকে খুঁজছে। ময়ূরের কি রূপ, তাই দেখতে বলা হ'য়েছে বোকা ছেলে !

দুষ্যন্ত। (স্বগত) শকুন্তলা !—কোন্ শকুন্তলা—এই ? আহা
মরীচিকাপ্রায় আশা দোলায় আমায়
নামে মাত্র সাদৃশ্য শুনিয়া ! কেবা জানে—

বিপুল এ বিশ্বমাঝে কত—কত আছে
শকুন্তলা—শকুন্তলা অপ্সরা-তনয়া !

সর্ব্ব। মাসিমা, এ ময়ূরটা দেখ্‌তে ভারি ভাল, একে আমি বড্ড ভালবাসবো। (ময়ূর লইল)

১মা তাপ। একি ! এর হাতের রক্ষাকবচ গেল কোথায়—রক্ষাকবচ গেল কোথায় ? ওমা কি হবে ?

দুষ্মন্ত। ব্যস্ত হবেন না—ব্যস্ত হবেন না। সিংহ-শাবকের সঙ্গে টানাটানিতে প'ড়ে গেছে,—এই যে ! (তুলিতে গেলেন)

১ম তাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ করেন কি, করেন কি, হাত দেবেন না হাত দেবেন না। একি—তুল্লেন যে ?

(রাজা রক্ষাকবচ তুলিয়া লইলেন—তাপসীরা বুকে হাত দিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল)

দুষ্যন্ত। আপনারা আমায় নিষেধ ক'চ্ছিলেন কেন ?

১মা তাপ। মহাভাগ ! শুনুন, এই কবচটির নাম 'অপরাজিতা' কবচ, এই ছেলেটির জাতকর্ম্মের সময়ে ভগবান কশ্যপ এটি দেন। এর একটি বিশেষ ক'ট্‌কেনা, মাটিতে প'ড়লে হয় এই ছেলেটি—না হয় এর মা-বাপ ভিন্ন আর কেউ এতে হাত দেবে না।

দুষ্যন্ত। যদি দেয় ?

১মা তাপ। তা'হলে, এটি সাপ হ'য়ে তখ্‌খুনি তাকে কামড়াবে।

দুষ্যন্ত। আপনারা কি কখনো তেমন হ'তে দেখেছেন ?

১মা তাপ। হ্যাঁ, দেখেছি বই কি—অনেকবার দেখেছি।

দুষ্যন্ত। (সহর্ষে স্বগত)

ভগবন, এতদিনে পূর্ণ মনোরথ !
এ যে বংশের দুলাল নন্দন আমার,
তৃষিত বক্ষের সুধা ! কিবা বাধা আর
বক্ষোনিধি তুলে ল'তে বক্ষ'পরে মোর !

(ক্রোড়ে লইলেন)

২য়া তাপ। (জনান্তিকে) সুব্রতে, দেখছো কি ? ইনি নিশ্চয়ই মহারাজ।

দুষ্যন্ত। চল চল, আমরা ব্রতনিয়মধারিণী শকুন্তলাকে গিয়ে বলি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সর্ব্ব। ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমি মার কাছে যাই।

দুষ্যন্ত। পুত্র, আমার সঙ্গেই তোমার মার কাছে যাবে।

সর্ব্ব। না, না, আপনি কেন, আমার বাবা যে মহারাজা দুষ্যন্ত !

দুষ্যন্ত। তা'হলে আর সন্দেহ কোথায় ? পুত্রের এই বিবাদেই পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত।

একবেণী ধারিণী শকুন্তলার প্রবেশ

শকু। অদৃষ্টকে যে আর বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না ! সত্যই কি তিনি ?

দুষ্যন্ত। (শকুন্তলাকে দেখিয়া হর্ষ, বিষাদ ও অনুতাপের সহিত আত্মগত)

পুনঃ হেরি সেই শকুন্তলা—একবেণী
আগুলফলম্বিত, তপ-উপবাসে শীর্ণ

বদনকমল, পরিধানে মাত্র দুই
ধূসর বসন, সদা শুদ্ধশীলা! অতি
অকরুণ পত্নীত্যাগী আমি, মোর হেতু
সুদীর্ঘ বিরহব্রত যাপেন প্রেয়সী!

শকু। (অনুতাপে দগ্ধ বিবর্ণ রাজাকে দেখিয়া। স্বগত)
এ তো যেন—তিনি ন'ন! কে তবে আমার যেটের বাছাকে স্পর্শ ক'রে তার অকল্যাণ ক'রলে?

(সর্ব্বদমন শকুন্তলার কাছে গিয়া)

সর্ব্ব। মা—মা, দেখ, কে একজন আমায় ছেলে বলে কোলে তুলে নিলে?

দুষ্যন্ত। প্রিয়ে, বলবার তো কিছুই নেই। নির্দ্দয় আমি—ক্রূর আমি—তোমার প্রতি নিদারুণ দুর্ব্যবহার ক'রেছি। তবুও আমার এই শান্তি, তার পরিণাম এমনই মধুর হোল, তুমি আমায় ভোলনি!

শকু। (স্বগত) হৃদয় আর দুঃখ কেন, আশ্বস্ত হও—আশ্বস্ত হও। দেবতা বিরূপ হ'য়েছিলেন আবার তিনি সদয় হ'লেন। ইনিই তো আর্য্যপুত্র!

দুষ্যন্ত। অয়ি সুবদনি প্রেয়সি আমার! মম সম
ভাগ্যবান্ কেবা? সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত
পুনঃ—ছিন্ন মোহজাল; তুমি লো সম্মুখে,
গ্রহণান্তে শশী যথা রোহিণীর পাশে!

শকু। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) জয় হোক! আর্য্যপুত্রের জয় হোক!

দুষ্যন্ত। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তব জয়শব্দ অর্দ্ধ-
উচ্চারিত, তবু প্রিয়ে, পূর্ণ জয়ী আমি!

ভাগ্যবশে হেরিলাম যবে ওই তব
বিম্ব-ওষ্ঠ বিশোভিত সুন্দর আনন।

সর্ব্ব। মা, এ কে মা ?

শকু। (কাঁদিতে কাঁদিতে) অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর্ বাছা, অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর্ !

দুষ্যন্ত। প্রিয়ে, শান্ত হও, প্রত্যাখ্যানের ব্যথা ভুলে যাও ; আমি তো তোমায় জেনে দুঃখ দিইনি। কি জানি কেন সে সময়ে আমার মন মোহে আচ্ছন্ন হ'য়েছিল। তুমি তো জান, মোহাচ্ছন্ন যারা, তারা পরম কল্যাণকে এমনি ক'রেই ত্যাগ করে ; যে অন্ধ তার কাছে যে ফুলের মালাও সাপ ব'লে ভ্রম হয়। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

(পদতলে পতন)

শকু। করেন কি, আর্য্যপুত্র উঠুন উঠুন ; সে আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল, আপনার কি দোষ ? ভাল, এতদিন পরে এ দাসীকে কি ক'রে মনে প'ড়লো ?

দুষ্যন্ত। সে কথা পরে বলবো, এখন নয়। যখন প্রত্যাখ্যান করি, তোমার চোখে অবিরল জলধারা দেখেও আমি উদাসীন ছিলেম, এস প্রিয়ে, সেই চোখের জল এখন মুছিয়ে দিয়ে হৃদয় ভার লাঘব করি।

(চক্ষু মুছাইলেন)

শকু। আর্য্যপুত্র, এই যে সেই অঙ্গুরী !

দুষ্যন্ত। হাঁ, সেই বটে। ফিরে পেলেম আর তোমায় মনে পড়লো।

শকু। এই আংটীই যত নষ্টের মূল। তখন কত খুঁজলুম, পেলুম না।

দুষ্যন্ত। তাহলে এ আর আমার হাতে নয়। মেঘ কেটে গেছে—বসন্তের চিহ্নস্বরূপ কনকলতায় এই ফুল ফুটুক।

শকু। না—না, এ আততায়ী, একে আর আমার বিশ্বাস নেই, ও আপনার কাছেই থাক।

মাতলির প্রবেশ

মাত। কি আনন্দ—কি আনন্দ, মহারাজ, আজ একসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র লাভ ক'রলেন!

দুষ্যন্ত। এস সুহৃদ্, তোমার জন্যই এই আকাঙ্ক্ষিত মিলন। মাতলি, বোধ করি দেবরাজ এ সংবাদ জানেন না?

মাত। দেবগণের অবিদিত কি আছে? ভাগ্যবান্ ভগবান মারীচ আপনাকে দেখতে চান।

দুষ্যন্ত। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি? প্রিয়ে, পুত্রকে কোলে তুলে নাও, তোমাকে সামনে রেখে আজ ভগবানকে দর্শন করবো।

শকু। তোমার সঙ্গে গুরুজনের সামনে যেতে লজ্জা হ'চ্ছে।

দুষ্যন্ত। এমন দিনে এক সঙ্গে যাওয়ায় লজ্জা নাই, চল প্রিয়ে।

অদিতির সহিত আসনস্থ মারীচের প্রবেশ

মারী। (রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি! ইনিই ক্ষিতিপতি দুষ্যন্ত; তোমার পুত্র ইন্দ্রের যুদ্ধে ইনিই নায়ক! ইনি শতক্রতুর শত্রু সংহার করেন ব'লে তাঁর বজ্র আভরণ মাত্র হ'য়ে আছে।

অদি। তা এঁর আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

মাত। মহারাজ, পুত্রস্নেহে মধুরদৃষ্টিতে দেবতাদের জনক-জননী আপনাকে দেখছেন। আপনি কাছে যান।

দুষ্যন্ত। ধন্য ধন্য আমি! মাতলি, এই কি সেই—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ও

মরীচি হ'তে জাত দম্পতী ? ঋষিগণ যাঁদের দ্বাদশ সবিতার উৎপত্তি-হেতু ব'লে বর্ণনা করেন ? যাঁরা ত্রিভুবনেশ্বর যজ্ঞ-ভাগের অধিকারী ইন্দ্রকে প্রসব ক'রেছেন ? পরমপুরুষ হরি যাঁদের গৃহে বামনরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, এঁরাই কি তাঁরা ?

মাত। আপনি ঠিকই ব'লেছেন।

দুষ্মন্ত। (উভয়কে প্রণাম করিয়া) আমি ইন্দ্রের ভৃত্য ; আপনাদের উভয়ের চরণ বন্দনা করি।

মারী। বৎস, দীর্ঘজীবী হ'য়ে পৃথিবী পালন কর।

(শকুন্তলা অদিতিকে প্রণাম করিল)

অদি। বৎসে ! তোমার শত্রুক্ষয় হোক।

মারী। বৎসে, ইন্দ্রতুল্য তোমার স্বামী—জয়ন্তের তুল্য তোমার পুত্র। তোমাকে আর অন্য আশীর্ব্বাদ কি ক'রবো, শচীর মত ভাগ্যবতী হও। কি আনন্দ ! সাধ্বী শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা, পুত্র সর্ব্বদমন সাক্ষাৎ রত্ন, আর দুষ্মন্ত, তুমি মূর্ত্তিমান্ বিধি ; তোমাদের মিলন সর্ব্বাংশে শুভ হোক।

দুষ্মন্ত। ভগবন্ ! প্রথমে বাঞ্ছিত সিদ্ধি—পরে দর্শন, এমনি বিচিত্র আপনাদের অনুগ্রহ ! আগে পুষ্প—পরে ফল, আগে মেঘ—পরে বর্ষণ, কার্য্য-কারণের এই ক্রম। কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহে পূর্ব্বেই আমি দারা-পুত্র লাভ ক'রলেম।

মাত। জগৎস্রষ্টা মহাপুরুষগণ এমনি ক'রেই কল্যাণ করেন।

দুষ্মন্ত। ভগবন্, আপনাদের চরণের দাসী এই শকুন্তলাকে আমি গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করি ; কিন্তু পরে স্মৃতিভ্রংশে এঁকে পরিত্যাগ ক'রে-

ছিলেম, এই নিমিত্ত আপনার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের নিকট অপরাধী হই। পরে অভিজ্ঞান-দর্শনে এঁকে মনে পড়ে—এঁকে যে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রেছিলেম তাও স্মরণ হয়। এ সবই যে এখন বিস্ময়কর ব'লে মনে হ'চ্ছে।

মারী। বৎস, ধ্যানযোগে সমস্তই অবগত আছি। দুর্ব্বাসার অভিশাপই সমস্ত অনর্থের মূল। পরে অভিজ্ঞান-দর্শনে শাপমুক্ত হ'য়েছ—

দুষ্মন্ত। যাক্—এখন আমি অপবাদ মুক্ত হ'লেম।

শকু। আমারও মনের অন্ধকার ঘুচলো, স্বামী অহেতু আমায় ত্যাগ করেন নি! কিন্তু অভিশাপের কথা তো আমার কিছুই মনে প'ড়ছে না। কিংবা হয় তো শাপ দিযে থাক্‌বেন,—মহারাজের বিরহে আমাতে তো তখন আর আমি ছিলুম না। ও—এখন বুঝতে পারছি, অনসূয়া প্রিয়ংবদা কেন আংটী দেখাতে ব'লেছিল?

মারী। বৎসে শকুন্তলে, সবই তো বুঝতে পারলে, স্বামীর উপর আর অভিমান রেখ না, অভিশাপেই তোমার স্বামী তোমার প্রতি রূঢ় হ'য়েছিলেন, তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন। এখন মোহ অপসারিত, তোমারি প্রভুতা। দর্পণ মলিন হ'লে তাতে ছায়া পড়ে না কিন্তু পরিমার্জ্জনে আবার প্রতিবিম্ব পড়ে।

দুষ্মন্ত। দেব, যথার্থ-ই ব'লেছেন।

মারী। বৎস, আমরা যথাবিধি তোমার পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন ক'রেছি, তুমি তাকে অভিনন্দন ক'রেছ কি?

দুষ্মন্ত। ভগবন্, এই পুত্রেই যে আমার বংশের প্রতিষ্ঠা!

মারী। এই বালককে সামান্য ভেব না, এ বালক ভাবী রাজ-চক্রবর্ত্তী। তপোবনের সকল জন্তুকে দমন করে ব'লে এখন এর নাম

সর্ব্বদমন। এই বালক জন্মগ্রহণ ক'রেছে এই তপোবনে, এ ভূমি-স্পর্শশূন্য, সুতরাং অপ্রতিহত গতি দ্বারা সাগর অতিক্রম ক'রে যখন এ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা জয় ক'রবে, তখন প্রজা-ভরণের জন্য এর নাম হবে 'ভরত'।

দুষ্মন্ত। দেব, আপনি যার সংস্কার সম্পাদন ক'রেছেন, তার অসাধ্য কি ?

অদিতি। শকুন্তলার এই অভ্যুদয়ের কথা মহর্ষি কণ্বকে জানান উচিত ; মেনকা এখানেই আমার সেবায় নিযুক্ত আছে ; সে এখনি সব জানতে পারবে।

শকু। ভগবতি, আমার যা ইচ্ছা তাই ব'ল্লেন।

মারী। মহর্ষি কণ্ব তপঃপ্রভাবে সবই জানতে পেরেছেন ; তাঁকে আর নূতন ক'রে জানাবার কিছু নেই।

দুষ্মন্ত। তবে, আমার উপরেও তাঁর কোপ নেই, নিশ্চিত।

মারী। তথাপি তাঁকে এই সুসংবাদ দেওয়া উচিত। এখানে কে আছ ?

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। ভগবন্, কি আদেশ ?

মারী। বৎস গালব, তুমি আকাশ-পথে মহর্ষি কণ্বের নিকটে গিয়ে বল—পুত্রবতী শকুন্তলা দুর্ব্বাসার অভিশাপ-মুক্ত হ'য়েছেন, আর রাজা দুষ্মন্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে তাঁকে গ্রহণও ক'রেছেন।

গাল। গুরুদেবের যেরূপ আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মারী। বৎস দুষ্মন্ত, তুমি সপুত্রকলত্র দেবেন্দ্রের রথেই তোমার রাজধানীতে যাত্রা কর।

দুষ্যন্ত। ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা।

মারীচ। এখন বাসব তোমার প্রজাপুঞ্জকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি প্রদান করুন, তুমিও যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে তাঁর সন্তোষ বিধান কর। এইরূপে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের পরস্পর প্রীতি-সম্পাদনে শতযুগ বিজয়ী হ'য়ে উভয়ে সুখসম্ভোগ কর।

দুষ্যন্ত। ভগবন্, সাধ্যানুসারে যত্নের ত্রুটি হবে না।

মারীচ। বৎস, তোমার আর কি উপকার ক'রবো?

দুষ্যন্ত। এর চেয়ে আর কি উপকার হ'তে পারে দেব? তথাপি যদি এতই করুণা, তবে— (ভরতবাক্য)

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

যে সকল গান, নাটকের মধ্যে দেওয়া হয় নাই, অথচ যাহা অভিনয়ে গীত হইতে পারে, পরিশিষ্টে সেই সব গানই দেওয়া হইল।

প্রস্তাবনায় প্রথমেই নান্দী বা মঙ্গলাচরণে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার পরিবর্ত্তে, নিম্নের বাংলা গানটীও চলিতে পারে।

গীত

অষ্ট মুরতি ধরি বিরাজ বিশ্বে
জয় জয় বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর !
হোতা, হুতহবিবহ প্রজ্জ্বল অনল,
মোহিনী মেদিনী, অনিল চির-চঞ্চল।
ব্রহ্ম ইতিনাদ পূরিত অনন্ত ব্যোম,
কাল কপালে শোভে রবি ছবি সোম।
জয় নিখিল ভুবন প্রাণ করুণা নিধান,
জয় জয় দেব দেবীশ্বর ত্রিতাপ হর !

প্রথম অঙ্কে ১১ পৃষ্ঠায়—'জলসেকে নিযুক্তা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহ অনুরূপ বেশে শকুন্তলার প্রবেশের' পূর্ব্বে নিম্নের গানটি গাহিতে গাহিতে উহারা প্রবেশ করিতে পারে।

প্রিয়। কে এলো কে এলো কে এলোরে।—
শকু। ওপারের ঐ তুষার-ঘেরা পাহাড় ঘুরে ?
বনে বনে পাতার ছায়ায়,
দোল খেয়ে ঐ বেতের দোলায়,
অন। মাধবীর মুখটি চুমে,
আধ জেগে আধ ঘুমে,

শকু। ওপারের ঐ নদীর জলে নেয়ে,
ফুলের তরী বেয়ে,
প্রিয়। তার পাইনি সাড়া নিঝুম দুপুরে
পাখীর ডাকে উঠলো শিহরে
অন। কে এলো কে এলো কে এলো রে ?
প্রিয়। সে যে পাগল-করা পাগলা হাওয়া,
তারে ধরি ধরি যায়না পাওয়া।
তিনজন। সে যে নাচিয়ে দিয়ে মাতিয়ে দিয়ে
ভুলিয়ে দিয়ে যায় উড়ে—!
কে এলো কে এলো কে এলো রে ?

দ্বিতীয় অঙ্কে ২৪ পৃষ্ঠায়—বিদূষকের প্রবেশের পূর্ব্বে যবনী সৈন্যেরা নিম্নের গানটি গাহিতে পারে। গীতান্তে উহাদের প্রস্থান।

তাদ্রিম্ তাদ্রিম্ তাদ্রিম্ তারা—রা—রা—রা—
ছুটে চল্—ছুটে চল্—ছুটে চল্ পথ-হারা !
তাদেয তাদেয ধা দামামা গাজে,
ঝণ রণ, ঝণ ঝণ ঝাঁঝর বাজে !
চরণ-দাপে,
মেদিনী কাঁপে,
চমকে ঝমকে,
অসির ফলকে,
দামিনী নলকে বহে অনল-ধারা !

তৃতীয় অঙ্কের ৪৯ পৃষ্ঠায়—শকুন্তলার গীত—

ওগো নিঠুর, না জানি কেমন তোমারি সে মন,
সে কি গো জ্বলে আমারি মতন।

আমি দিবানিশি রহি,　ঐ মুখ চাহি,
মরমেতে সহি অনল-দহন।
দেখে কি দেখ না　ভাল কি বাসনা
কেন, কেন, কেন এত অযতন ?

পঞ্চম অঙ্কের ৮০ পৃষ্ঠায়—[নেপথ্যে গীত] এইরূপ লেখা আছে। এ গানটি হংসপদিকা নেপথ্য হইতে গাহিবে।

হংসপদিকার গীত

ভাল—ভাল—ভাল শিখেছ চাতুরি !
আদরে সোহাগ করি,　চুমি চুত মঞ্জরী
কেমনে নিলাজ অলি,　উড়িয়া গেলে হে চলি,
বসিলে কমলে শেষে (ওগো) তার এত কি মাধুরি ?
বুঝেছি হে ভালবাসা,　নব নব মধু-আশা,
যবে যার কাছে থাক,　মন বুঝে মন রাখ,
হাসিতে হাসিতে কাঁদাও ক'রে মন চুরি।

পঞ্চম অঙ্কে ৮২ পৃষ্ঠায়—বেত্রবতী···এই দিকে মহারাজ, এই দিকে,—

বৈতালিকের গীত

তরুবর তুমি নরবর করুণাকর,—
সহি তাপ খর, আশ্রিত-জন-তাপ হর !
দুষ্ট-দলন
শিষ্ট-পালন
বিহিত বিচার পর জয় রাজরাজেশ্বর।

ষষ্ঠ অঙ্কের ৯৫ পৃষ্ঠায়—প্রবেশক দৃশ্যটি, মূলে যেরূপ আছে নাটকে প্রায় তদনুযায়ীই লিখিত হইয়াছে। প্রয়োজন মনে করিলে—অভিনয়ে নিম্নের দৃশ্যটিও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রবেশক

দুইজন রক্ষী একজন জেলেকে বাঁধিয়া লইয়া মারিতে মারিতে
প্রবেশ করিল। তৎপশ্চাৎ জেলের স্ত্রীও প্রবেশ করিল

জেলে-পত্নী। মে'রনা' মে'রনা ও যে আমার প্রাণকান্ত।
নয় রামকান্ত—শ্যামকান্ত, ওগো, ভেড়াকান্ত নিতান্ত!

প্রহরীদ্বয়। আমরা প্রহরী—পাহারা, নই কেও-কেটা,—
মারের চোটে শাসন করি এই দেশটা;

জেলে। ও বাবা গো, ও মা গো,—
এই মেলে গো—এই সাম্লে দফাটা!

জেলে-পত্নী। তাই তো,—এ যে রাখ্‌লে না আর কিছু,

প্রহরীদ্বয়। আরে মাগী তো ভারি নচ্ছার—ছাড়েনাকো পিছু;

জেলে-পত্নী। তোমাদের পায়ে ধরি, করি গড়,
অমন ক'রে মেরনি আর কীল, নাথি চড়;

প্রহরীদ্বয়। আমরা শুনিনে কোন কথা,
এই দাণ্ডাসে গুঁড়িয়ে দিই ওর মাথা,

জেলে। ও জেলেনী, এইবারে বুঝি হয় প্রাণান্ত!

প্রহরীদ্বয়। কোথা আংটী পেলি, বল্‌ ?
নইলে, দেখছিস্‌ এই খেঁটে—

জেলে। বল্লু যে গো,—কাতল মাছের পেটে,
আমি চোর নইকো মোটে,—রোজগার করি খেটে,

জেলে-পত্নী। ছি গো ছিঁ, ও আসল জেলের ছেলে,
রাত দুপুরে মাছটি ধরে টানা জালটী ফেলে ;

প্রহরী। এই মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে,—

জেলেনী। আমি, এই পা দু'টো ধরি জড়িয়ে ;

জেলে। ওরে বাপ্‌রে—ওরে মারে—ওরে মেলেরে—

প্রহরী। আমাদের কাছে নেই বাপ, মা, কি ভাই—
আমরা দু'চোখো ঠেঙ্গাই ;

জেলেনী। এবারটা না হয় দাও ছেড়ে, শুধু ক'রে বাপান্ত।

জেলে। হাঁ বাবা, হেঁই বাবা, ক'রে খালি বাপান্ত ;—

প্রহরী। আমাদের তাতে যে বাপান্ত একান্ত।

জেলেনী। আহা, মে'রনা—মে'রনা ইত্যাদি।

১ম প্রহরী। ব্যাটা এত মার খেয়েও কবুল করে না ! ব্যাটা ঘাগী চোর ! [প্রহার করিয়া] বল্‌ ব্যাটা, এ রাজার হাতের নাম-লেখা আংটী কোথায় পেলি ? বল্‌ চুরি ক'রেছিস ?

জেলে ! বাবা, চুরি না ক'ল্লেও ব'লতে হবে, চুরি ক'রেছি ! এই তোমাদের শিখ্‌নে ? আমি কিন্তুন সত্যি বল্‌ছি, দিলেসা গালছি বাবা, এমন কাজটি আমি করি নাই ! ছিঁ বটে !

২য় প্রহরী। না, তা ক'রবে কেন ? রাজা ওটি তোমায় সদ্‌ব্রাহ্মণ ব'লে দান ক'রেছেন,—না ?

জেলেনী। ওগো, বামুন ব'লে ওকে গাল পাড় কেন? ও যে আমার জেলে।

জেলে। হিঁ গো হিঁ, ইনি রাতে পেরাভের্বাক্যে ঠিকই ব'লেছেন; আমি জেলে বটি, জেলের ছেলে জেলে! এই শক্কাবতারে মাছ মেরে খাই।

জেলেনী। হিঁ গো, মেরে, মাছ মেরে।

২য় প্রহরী। এ্যাঃ ব্যাটার জাতের খবর যেন আমরা জিজ্ঞাসা ক'রছি! আসল কথা বল্—আমরা যেমন বলি—বল্,—এই আংটী চুরি ক'রে পেইছিস।

নগরপাল রাজশ্যালকের প্রবেশ

রাজশ্যালক। দাও হে, দাও, ওকেই ব'লতে দাও, কথার মাঝখানে আর বাধা দিওনা।

১ম প্রহরী। আজ্ঞে, বোনাই মশাইর হুকুমই তামিল করি। বল্ ব্যাটা, কি ব'ল্‌ছিলি গোড়া থেকে বল!

জেলে। এ্যাজ্ঞে, শালা বাবা, দণ্ডবৎ!

জেলেনী। দণ্ডবৎ শালা বাবা—দণ্ডবৎ!

জেলে। আমি ঝা ব'ল্‌ছিনু গো—আমি মালো, এই জাল, পোলো বঁড়িশ দিয়ে মাছ মেরে এ্যাজ্ঞে ইস্ত্রীধম্ম পীর্‌তিপালন করি।

রাজশ্যালক। বড় ভালকাজই ক'রে থাক! ব্যাটা জেলে!

জেলে। ও কথাটি লিয়ে মস্করা করোনি শালা বাবা! জাত্-ব্যবসা লিয়ে ঠাট্টা-বোট্‌কেরা বড় ভাল কথা লয়। ও ঝার ঝা পেশা! এই ছ্যাকেন্ না শালা বাবা, এই বেরাম্ভন পুরুত্তমশায়, পূজো-আচ্ছা ক'রে

থাকেন, লোকজনের পিরতি কত দয়া মায়া, এই তেনারাই আবার কসায়ের মত ছাগল কেটে বলি দেয়। জাতব্যেবসা বাবা, ঘেন্না করবার যোটি নাই।

রাজশ্যালক। আচ্ছা, আচ্ছা, আর ব'কতে হবে না। তারপর বল।

জেলে। একদিন একটা বড় পোনা মাছ ধরি। বাড়ী এনে তার পেটটা ফাঁড়তেই—ঐ গেরোয়-ধরা আংটীটে গো—

জেলেনী। ওই আংটীটে বাবা—হীরে-মাণিক জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো।

জেলে। তারপর—সেটা বেচতে না এসেই—এই হেংনামা,—তোমরা আপনারা আমায় ধরলেন।

জেলেনী। এই বেড়ালে যেমন মাছটি ধরে বাবা!

জেলে। তার পরই—এই তোমারদের ঝা পেশা—এই পিট্‌তে সুরু কল্লেন। পিঠখানার আর কিছু রাখনি বাবা। এই সত্যি ঝা বল্লু, এখন মারই আর কাটই—তোমাদের ধম্ম!

রাজশ্যালক। [প্রহরীর প্রতি] জাম্বুক, এর গাঁয়ে কাঁচা মাছের গন্ধ। এ ব্যাটা যে গোসাপখেকো জেলে, তাতে সন্দেহ নেই। এ ব্যাটা এ আংটী পেলে কোথা থেকে, ভাল ক'রে তার খবর নিতে হবে। আমি একবার রাজবাড়ীতেই যাই, মহারাজকে দেখিয়ে আসি!

১ম প্রহ। তাই যান, আমরা ততক্ষণ এর ভাল ক'রে পাট করি। চল্‌ রে ব্যাটা গাঁটকাটা, চল্‌।

জেলেনী। বাবারা, এ্যাতো মেরেও কি হাতের সুখ হয়নি তোমার?

রাজশ্যালক। সূচক! আমি মহারাজের আদেশ নিয়ে এখনি ফিরে আসছি। তোমরা সাবধানে পুরদ্বারে অপেক্ষা কর।

প্রহরীদ্বয়। যান বোনাই মশাই, মহারাজকে ওটা দেখিয়ে খুসী ক'রে আসুন!

[রাজশ্যালকের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। কত দেরী হবে, কে জানে? নাও, গেল আবার রাজবাড়ীতে!

২য় ঐ। আরে, রাজারাজড়ার কি সহজে দেখা মেলে? দেরি হবে বৈকি!

১ম প্রহরী। আর—একদিকে আমার হাত-পা যে নিস্‌পিস্ ক'চ্ছে, কতক্ষণে ওর গলায় মালা পরিয়ে মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে—কচাং!

জেলে। ওরে বাবা, একেবারে কচাং?

জেলেনী। হিঁ বাবা—একটুও রাখবিনি বাবা? একেবারে কচাং?

১ম প্রহরী। রাখবো ভাল ক'রে। দাঁড়ানা, আগে বোনাই মোশাই ফিরুক?

জেলে। খাম্‌কা জেন্তমানুষটাকে খুন ক'রবেন বাবারা?

১ম প্রহরী। ঐ ত্যাখ মনিব আসছেন—হাতে রাজার আদেশ-পত্তোর। এইবার হয় শকুনে, না হয় কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

জেলেনী। হিঁ, বাবারা, এতক্ষণ তোমরা দু'জনে যে ছিঁড়ে খেলে, তাতেও হোল নি? তোমাদের চেয়ে ভাল শকুন, কুকুর আর কোথায় বাবা?

জেলে। ওরে বাবারে—এই বারেই গেনু রে!

রাজশ্যালকের পুনঃপ্রবেশ

রাজশ্যালক। ওহে সূচক! ওকে ছেড়ে দাও, ও যা ব'লেছে—সব সত্য।

জেলেনী। হেঁই বাবা, এই এতক্ষণে একটা সত্যি ব'লছো বাবা। ছেড়ে দাও বাবা!

সূচক। যে আজ্ঞে! (জেলের বন্ধন খুলিয়া দিয়া) যা ব্যাটা, যমের বাড়ী থেকে ফিরে গেলি!

জেলে। এঁ্যা—বল কি? শালাবাবা! ও জেলেনী, আজ সত্যিই তা' হলে বাঁচনু! গড় কর—গড় কর এই বোনাই-বাবাকে গড় কর।

উভয়ে। গড় করি বোনাই বাবা! গড় করি!

জেলে। তা ঝেন হোল,—প্রাণডা পেনু। কিন্তুন্ একন কি খেয়ে মোরা দু'টি প্রাণী পেরাণ ধারণ করবো ব'লে দাও; মাছও গেলেন, আংটিও গেলেন?

রাজশ্যালক। তার জন্যে ভাবনা নেইরে জেলে! আংটীর যা দাম, রাজা তোকে তা দিয়েছেন। এই নে।

জেলে। [লইয়া] ও, বল কি কর্ত্তা? এ্যা, কি আর বলবো, আমার যে রা ফুট্‌চেনি। বড় অনুগ্যেরোই ক'র্‌লে।

জেলেনী। দে দে, ও তুই ছেলেমানুষ হেরিয়ে ফেলবি, ও থ'লে মোর কাচে দে।

[কাড়িয়া লইল]

সূচক। ওঃ—ব্যাটার যেন শূল থেকে নেমে একেবারে হাতীর পিঠে চড়া হোল।

জেলে। [হাস্য] এ—হে—হে—হে—

জেলেনী। [হাস্য] ই—হিঁ—হিঁ—হিঁ—

জাম্বুক। বক্‌শিসের বহর দেখে মনে হয়—আংটীটা দামী; মহারাজের খুব সখেরই ছিল।

রাজশ্যালক। না, দামের জন্য নয়। আংটীটা দেখেই মহারাজের কোন প্রিয়জনের কথা মনে প'ড়ল ব'লেই বোধ হল। দেখলেম, আংটীটা পেয়েই তাঁর চোখ জলে ভ'রে উঠলো।

সূচক। যাক্‌, আজ রাজাকে খুব খুসীই ক'রেছেন তা হ'লে।

জাম্বুক। এই ব্যাটা জেলের জন্যেই! [জেলেকে হিংসার চক্ষে দেখিল]

জেলে। শালা বাবারা, আমি জেলের ছাওয়াল, অত ধন মুই লিয়ে কি করবো? এর আদ্দেক তোমরা—এই আপনারা লিয়ে ফুলের মালা কিনে প'রো।

জেলেনী। লয়—পান খেতে এক জোড় ক'রে জুতো—

জাম্বুক। ব্যাটা জাতে জেলে হ'লেও এর বিবেচনা আছে।

জেলে। আচে বই্কি বাবা, মোদের পেশা যেমন জালটানা, তোমাদের পেশাও তো—

জেলেনী। এই মানুষ ঠ্যাঙ্গানো আর এই পান খেতে দয়া ক'রে কিছু নেওয়া।

রাজশ্যালক। দেখ, তুমি অনেক ধন পেয়েছ; তুমি আর এখন জেলে নও, তুমি এখন সাধুভাষায় ধীবর! তুমি খুব মহৎ! তোমার সঙ্গে এই প্রথম প্রণয় হোল। চল, শুঁড়ীর দোকানে গিয়ে—কাদম্বরী সাক্ষী ক'রে বন্ধুত্ব স্থাপন করিগে।

জেলে। তাই চলুন কর্ত্তাবাবারা! মামার দোকানেই চল!

জেলেনী। [স্বগত] হ্যাঁ—চিল শুধু মাছ লেয়নি, কুটোও লেয়।

মুখপোড়াকে বেশী খেতে দেওয়া হবেনি। আজই স্যাক্‌বার বাড়ী ঘুরে বাড়ী যেতে হবেক।

জেলে। তুই আর দাঁড়িয়ে কেনে? তোর নোয়ার খুব জোর,—তোর নাম ক'রে দু'পাত্তর বেশীই মেরে দেব। চলেন মশাইরে; কর্ত্তাবাবারা চলেন।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রবেশক সমাপ্ত)